

বিজেপি নেতা মনোজ সিং ও তাঁর ছেলের উপর হামলা, মারধরের অভিযোগ পৃষ্ঠা ২

বাংলার দিনকাল



অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ কাকা বাবুনের পৃষ্ঠা ৩

Vol-20. Issue:-218 Banglar Dinkaal ● www.banglardinkaal.com ১০ অগ্রহায়ণ ১৪৩৩,শুক্রবার, ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ RNI NO. WBBEN/2007/24258 মূল্য : ৩ টাকা

সংবিধান দিবসে বিরোধীদের আক্রমণ শানিয়ে মহিলা সংরক্ষণ বিলের সমর্থনে প্রধানমন্ত্রী



নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি : বৃহস্পতিবার দেশের প্রথম সারির সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত এক বিশেষ নিবন্ধে তিনি অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিরোধীরা মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে। তবে কোনও শক্তিই যে মহিলাদের ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ আটকাতে পারবে না, সে কথাও দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

সরাসরি কংগ্রেসের নাম না করলেও প্রধান বিরোধী দলকে বিঁধে মোদি লিখেছেন, চলতি বছরের শুরুতে সংসদে মহিলা সংরক্ষণ বিল পরাস্ত হওয়া অত্যন্ত লজ্জার এবং এটি বিরোধী দলের 'সাংবিধানিক মূল্যবোধের প্রতি অবজ্ঞা'-রই প্রতিফলন। দেশের 'নারী শক্তি'-কে আশ্বস্ত করে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, "আমি ভারতের নারী শক্তিকে আশ্বস্ত করছি যে, তাঁদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার পথ থেকে কোনও শক্তিই আমাদের আটকাতে পারবে না।"

প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কংগ্রেস ওবিসিদের জন্য নির্ধারিত সংরক্ষণ কমিয়ে তাতে মুসলিমদের জায়গা দিতে চায়। সংবিধান দিবস উপলক্ষে এক নিবন্ধে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এটা খুব উদ্বেগজনক যে দেশের সবচেয়ে বড় বিরোধী দল ওবিসিদের সংবিধানপ্রদত্ত সংরক্ষণের অধিকার কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের জন্য সংরক্ষণ আনতে চায়। আমাদের সংবিধানপ্রণেতারা কঠোরভাবে এই ধরনের পদক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। বিশেষ করে ডঃ বাবাসাহেব আম্বেদকর এর ঘোর বিরোধী ছিলেন।' মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে না পারার বিষয়টিকে 'লজ্জাজনক' বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। ওই নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, "মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অবদানকে স্বীকৃতি না-দিলে আমাদের সংবিধানের যাত্রাপথ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বছরের শুরুর দিকে (মহিলা সংরক্ষণ বিল পাস না-হওয়া), তাতে আমাদের হৃদয় লজ্জায় ভরে গিয়েছে।"

তবে শুধু সংরক্ষণ ইস্যু নয়, আরও একাধিক ইস্যুতেই কংগ্রেস-সহ বিরোধীদের সংরক্ষণ বিরোধী বলে তোপ দেগেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, 'আজকের বিরোধী পক্ষ বিরোধ পক্ষ থেকে অবরোধ পক্ষ হয়ে গিয়েছে। এভাবে গণতান্ত্রিক আলোচনার পরিবেশকে নষ্ট করে বিক্ষোভ দেখানোটা কখনও সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পরিবেশের উদাহরণ হতে পারে না।" প্রধানমন্ত্রী মহিলা সংরক্ষণ আইন নিয়েও বড় ইঙ্গিত দিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, "ওরা নারী শক্তি অধিনিয়ম আটকে দিয়ে সংরক্ষণের মুল ধারার অবমাননা করেছে।" প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা, যে কোনও মূল্যে এই সরকার মহিলাদের অধিকার নিশ্চিত করবে।

প্রধানমন্ত্রী লেখেন, সংবিধান আমাদের জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং জন্মের পরিস্থিতি আর কারও ভবিষ্যতের সীমানা নির্ধারণ করে দেয় না। রাজেন্দ্র প্রসাদ, বিআর আম্বেদকর ও গণপরিষদের সদস্যদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি জানান, এক দশক আগে তাঁর সরকারই ২৬ নভেম্বরকে সংবিধান দিবস হিসেবে পালনের সূচনা করেছিল। সবশেষে বিশ্বব্যাংকের রিপোর্টের উল্লেখ করে প্রায় ৫০ কোটি মানুষের দারিদ্র্যসীমার ওপরে উঠে আসার কথা উল্লেখ করেন মোদী এবং এর নেপথ্যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারতের মতো এনডিএ সরকারের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সাফল্যের কথা তুলে ধরেন।

মোদির বার্তা, "আমি ভারতের নারীশক্তিকে আশ্বস্ত করে বলছি যে, কোনও শক্তি আপনাদের ন্যায়বিচার পাইয়ে দেওয়ার কাজ থেকে আমাদের বিরত করতে পারবে না।" কংগ্রেসকে নিশানা করে মোদীর সংযোজন, "দুঃখের বিষয় হল, প্রধান বিরোধী দল বিরোধিতার থেকে অবরোধ বেশি করে থাকে।" একই নিবন্ধে মোদী উল্লেখ করেছেন যে, নকশালবাদ থেকে দেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। নকশালপন্থীরা মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় গরিব মানুষদের সংবিধান প্রদত্ত অধিকার কেড়ে নিত বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। কটাক্ষের সুরে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "নকশালরা না-থাকলেও 'দিমাগি নকশালরা রয়ে গিয়েছেন। তাঁরা দেশের উন্নয়নের অগ্রগতি রোখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।"

হাসপাতালে এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, মুম্বই: ফের অসুস্থ হয়ে পড়লেন মহারাষ্ট্রের ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টির (এনসিপি) প্রধান শরদ পওয়ার। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ মুম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে তাঁকে। বর্ষীয়ান নেতার মেয়ে ও এনসিপি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে জানিয়েছেন, নতুন করে ডিহাইড্রেশনের (শরীরের জলের অভাব দেখা দিয়েছে) জন্য হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ৮৫ বছরের নেতাকে। যদিও তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থীতিশীল বলেই জানা গিয়েছে। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে সুপ্রিয়া সুলে লিখেছেন, "বাবাকে ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। মনে হচ্ছে শরীরে পানিশূন্যতা হয়েছে। তাঁর এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া প্রয়োজন, আর ভ্রমণও কমিয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু বাবা তো কথাই শোনেন না! তিনি নিজের কাজকে বড্ড ভালোবাসেন। আপনাদের উদ্বেগ ও শুভকামনার জন্য ধন্যবাদ।" এনসিপি (এসপি) সূত্র জানা গিয়েছে, দলের রাজ্য সভাপতি শশীকান্ত শিন্ডের ডাকা একটি সভায় যোগ দিতে সুলে নরিমান পয়েন্টে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন সুপ্রিয়া। কিন্তু বাবার অসুস্থতার কথা জেনে মাঝপথে ফিরে যান তিনি।

চলতি মাসের শুরুতেই কাশি ও বুকে ব্যথার কারণে পুণের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল শরদ পওয়ারকে। চলতি বছরে এই নিয়ে চতুর্থবার শারীরিক অসস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হল এনসিপি নেতাকে। হাসপাতালে সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন বর্ষীয়ান নেতা। প্রয়োজন মতো তাঁর একাধিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে।

সংবিধান দিবসে বিরোধীদের আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুর



● বৃহস্পতিবার বিধানসভায় ড. বিআর আম্বেদকরের মূর্তিতে মালা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : সংবিধান দিবসে বিধানসভায় এসে ভারতীয় সংবিধানের স্থপতি ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শ্রদ্ধা জানানোর পরই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন রাজ্যের এবং দেশের বিরোধী দলগুলিকে। সংবিধান রক্ষার প্রশ্নে বিরোধীদের দ্বিচারিতা এবং অতীতের একাধিক ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এ দিন মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাবাসাহেব আম্বেদকরের দেওয়া সংবিধান মেনেই দেশ ও সরকার চলছে এবং গণতন্ত্র মজবুত হচ্ছে। জনপ্রতিনিধি, আইনপ্রণেতা, বিচারব্যবস্থা থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষ-সবারই সংবিধান মেনে চলা উচিত। তিনি বলেন, "আমি বিরোধী দলনেতা ছিলাম। ৫ বার সাসপেন্ড করেছে, মোট সাড়ে ১১ মাস বিধানসভার বাইরে রেখেছে । অর্থাৎ, আক্রান্ত ফোর্থ পিলার, আর আমি ল-মেকার ফার্স্ট পিলারও আক্রান্ত হয়েছি।' সংবাদমাধ্যমের সম্পাদকদের বিরুদ্ধে মামলা এবং সন্দেশখালি, বারুইপুর বা বাগদার মতো ঘটনার খবর করতে গিয়ে সাংবাদিকদের আক্রান্ত হওয়ার প্রসঙ্গও টানেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, রাজ্যে বিজেপি সরকারের ২০০ দিনের শাসনে সংবাদমাধ্যমের উপরে এমন আক্রমণের কোনও উদাহরণ কেউ দেখাতে পারবেন না।তিনি জানান, বিগত দিনে যাঁরা সংবিধান মানেননি তাঁরা আজ সংবিধানের কথা বলছেন। মানুষ সব জানে। ভোট পরবর্তী হিংসা দেখেছে সবাই। ৫০ বছর পর রাজ্যে এমন একটা নির্বাচন হয়েছে যেখানে কোনও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি। কেউ আহত হয়ে হাসপাতালে যাননি। ফলতা ছাড়া আর কোথাও রিপোল হয়নি। এর জন্য নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'যাঁরা জরুরি অবস্থার কালো দিন ভারতে এনেছিলেন তাঁদের বা তাঁদের সহযোগি ইন্ডিয়া জোটের কোনও অধিকার নেই সংবিধান দিবস পালন করার বা সংবিধানের কথা বলার। যাঁরা শিখ দাঙ্গা করায় তাঁদের মুখে সংবিধানের কথা মানায় না। যারা বাংলাদেশে হিন্দুরা আক্রান্ত হলে মিছিল করে না, যারা গাজায় সন্ত্রাসবাদীদের উপর বোমা পড়লে মিছিল বের করেন। তাঁদের মুখে সংবিধানের কথা মানায় না।' কংগ্রেসকে নিশানা করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংবিধানকে সামনে রেখে যাঁরা লড়ার চেষ্টা করছেন তাঁরা সব নির্বাচনে হেরেছেন। তাঁদের কাছে ২ রকমের নীতি। একই ভোটে তাঁরা কেরলে, তামিলনাড়ুতে জিতলে তাঁদের জয় হয়, এনডিএ হারে। আবার অসম, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, মহারাষ্ট্রে বিজেপি জিতলে বলে ইভিএমে কারচুপি হয়েছে, গণতন্ত্র বিপন্ন। রাজস্থানে পুরসভা ভোটে হারলে বলে বিজেপি ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছে। আবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে জিতলে বলে, গ্রাম থেকে শুরু হল জয়যাত্রা। সকালে এক, বিকেলে আর এক, রাতে আবার আর এক কথা বলে।

সিলেবাসে বদল আসতে চলেছেঃ স্কুল শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ক্লাসের পাঠ্যবইয়ে একাধিক পরিবর্তন আনতে চলেছে রাজ্য সরকার।এই পরিবর্তন কার্যকর হলে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে নতুন বিষয়বস্তু বা সংশোধিত পাঠ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

এই বিষয়ে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখেই সিলেবাস তৈরি করা হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও পরিবর্তন প্রয়োজন। সেই কারণে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সমস্ত ক্লাসের বইয়ে কিছু কিছু পরিবর্তন আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।" তিনি আরও জানান, পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন কীভাবে করা হবে, তা নির্ধারণের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। ওই কমিটি বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দিয়েছে। বিশেষজ্ঞ কমিটির দেওয়া রিপোর্টের ভিত্তিতেই পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনার কাজ করা হচ্ছে। স্কুল শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, "বর্তমান সময়ের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা প্রদান অত্যন্ত জরুরি। শুধুমাত্র পরীক্ষায় ভালো ফল করাই নয়, আগামীদিনে যাতে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারে, সেই লক্ষ্যেই পাঠ্যক্রমকে আরও উপযোগী করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।"

আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে এই পরিবর্তন কার্যকর হলে রাজ্যের সমস্ত শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের পাঠ্যবইয়ে নতুন বিষয়বস্তু বা সংশোধিত পাঠ অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। তবে ঠিক কোন কোন ক্লাসের বইয়ে কী কী ধরনের পরিবর্তন করা হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও সামনে আসেনি। দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্যের বিভিন্ন ক্লাসের পাঠ্যবই নিয়ে আপত্তি তুলে আসছিল বিজেপি। পালাবদল হতেই সিলেবাসে পরিবর্তন আনতে উদ্যোগী হয় রাজ্য সরকার। সেজন্য নতুন করে গড়া হয় সিলেবাস কমিটি। সেই অনুযায়ী সব ক্লাসের পাঠ্যবইয়ে পরিবর্তন আনা হচ্ছে বলে জানান, শিক্ষামন্ত্রী।

কলকাতার যানজট মেটাতে হবে রিং রোড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ও পূর্ব মেদিনীপুর : কলকাতার যানজট মেটাতে ১৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে রিং রোড। একই সঙ্গে রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলিকে জাতীয় সড়কের মানচিত্রে আনতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দ্বারস্থ হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবার নবান্ন সভাঘরে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিনের বৈঠকে বিস্তারিত কথা হয়। সেই প্রসঙ্গে আগের সরকারকে বিঁধে শুভেন্দু বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় অন্য রাজ্যগুলিতে জাতীয় সড়কের কিলোমিটারের সংখ্যা অনেক বেশি। যেহেতু গত ১৫ বছর পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেনি এবং এইসব বিষয়ে কোনও কো-অর্ডিনেশন ছিল না, স্বাভাবিকভাবে আমরা বঞ্চিত হয়েছি।' এই জট কাটাতেই প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, রাজ্যের উন্নয়নে সব রকম



● বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে সড়ক প্রকল্পের শিলান্যাস করছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নিজস্ব চিত্র

সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন গড়করি। শুভেন্দুর কথায়, 'উনি বক্তৃতাতে সম্পূর্ণ বলেছেন এবং দু-হাত খুলে পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক এবং ট্রান্সপোর্ট রোড সেফটি— দু'টোর ক্ষেত্রেই পূর্ণ সহযোগিতা, বরাদ্দ সবই উনি করবেন, করেছেন। অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে এবং গত ছয় মাসে যত ল্যান্ড পেন্ডিং ইস্যু ছিল সেগুলো আমরা মেটানোর ব্যবস্থা করেছি।' এছাড়া রাজ্যের পরিবহণ সংক্রান্ত দফতরকে কেন্দ্র প্রায় ১০ হাজার বৈদ্যুতিক যানবাহন দিচ্ছে বলেও জানান তিনি। এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের সার্বিক পরিকাঠামো ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৮,৭০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের কেন্দ্রীয় প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন কোলাঘাটে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রী জানান, ১৯৪২ সালে দেশে গঠিত তিনটি জাতীয় সরকারের মধ্যে অন্যতম ছিল তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার— যেখানে সতীশ সামন্তের নেতৃত্বে ২২ মাস জাতীয় সরকার চলেছিল এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মাতঙ্গিনী হাজরা আত্মবলিদান দিয়েছিলেন। রাজমার্গে ফাইটার জেট ও রাফাল নামানোর মতো সাফল্যের কথা তুলে ধরে গড়করিকে 'বিকাশ পুরুষ' আখ্যা দেন শুভেন্দু। তিনি জানান, গড়করির হাত ধরে শিলান্যাস, উদ্বোধন ও সব মিলিয়ে পশ্চিমবঙ্গ এদিন কেন্দ্রের কাছ থেকে প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প পাচ্ছে। এর মধ্যে পূর্ব মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরার নামে নরঘাট সেতুর আরেকটি সেতু এবং উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়েছে। শুভেন্দুর মতে, ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু উত্তরবঙ্গের পাশাপাশি উত্তর-পূর্ব ভারত এবং প্রতিবেশী নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বাণিজ্য ও পর্যটনে বড় গতি আনবে। তিনি জানান, গত ছ'মাসে এনএইচ (জাতীয় সড়ক)-এর পেন্ডিং থাকা এনওসি ও জমি জট মিটিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয় জোরদার করা হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় রোপওয়ে নিয়ে নবান্নে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় জুড়ছে রোপওয়েতে, আগামী তিন বছরে রাজ্যের সড়ক মানচিত্র বদলের লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার নবান্নে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সূত্রের খবর, এই বৈঠকেই রাজ্যের একাধিক পরিকাঠামোগত প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেখানে রোপওয়ের বিষয়ে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তরফে উত্থাপিত সমস্ত প্রস্তাবেই নীতিগত সম্মতি জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । এদিন দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় রোপওয়ে প্রসঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'ইতিমধ্যেই কার্শিয়াং-দার্জিলিং রোপওয়ের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। কয়েকদিন আগেই দক্ষিণেশ্বর থেকে বেলুড় মঠ পর্যন্ত রোপওয়ে নিয়ে পরিকল্পনা শুরু হয়েছে।' নবান্ন সূত্রে খবর, কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে আগামী তিন বছরের মধ্যে রাজ্যের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ বা এনএইচএআই-এর মান বজায় রেখে রাজ্যের রাস্তাঘাট তৈরি ও সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। কলকাতা থেকে জেলার প্রান্তিক এলাকা পর্যন্ত যাতায়াত মসৃণ করতে বেহাল রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

সাময়িক সংস্কারের বদলে আগামী তিন বছরে সড়ক সমস্যার স্থায়ী সমাধানই কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য। এর আগে কোলাঘাটে একাধিক জাতীয় সড়ক ও সেতুর জন্য দেড় লক্ষ কোটি টাকা মঞ্জুরের কথা ঘোষণা করেছিলেন গড়করি। এদিনের বৈঠকে তার সঙ্গে যুক্ত হল বিকল্প যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে রোপওয়ে প্রকল্প। ব্যস্ত সময়ে তীব্র যানজটের কারণে এই সামান্য পথ পেরোতেই ৩০ থেকে ৩৫ মিনিট সময় লেগে যায়। কিন্তু রোপওয়ে চালু হলে গঙ্গার উপর দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যেই এক তীর্থক্ষেত্র থেকে অন্য তীর্থক্ষেত্রে পৌঁছে যাবেন পুণ্যার্থী ও পর্যটকরা। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ধর্মীয় পর্যটনের মানচিত্রে এক নতুন দিগন্ত খুলে যাবে। তবে দক্ষিণেশ্বর-বেলুড় রোপওয়ে নির্মাণে ঠিক কত টাকা খরচ হবে, তা এখনই চূড়ান্ত হয়নি। প্রকল্পের ডিটেলড প্রজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরি হওয়ার পরেই খরচের অঙ্ক ও কারিগরি দিকগুলি স্পষ্ট হবে।

হোগলার বদলে পরিবেশবান্ধব সাগরমেলা পরিকল্পনা নিচ্ছে সরকারঃ মুখ্যসচিব



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলাকে ঘিরে প্রশাসনিক স্তরে চূড়ান্ত তৎপরতা শুরু হয়েছে। মেলাকে আন্তর্জাতিক মানের রূপ দিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে একগুচ্ছ নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার। এই প্রথমবার মেলা প্রাঙ্গণকে সম্পূর্ণ প্লাস্টিক এবং হোগলা পাতা মুক্ত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এই বিষয়ে রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, মেলায় বিপুল জনসমাগমের কথা মাথায় রেখে পরিকাঠামোগত আমূল পরিবর্তন আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, "পরিবেশবান্ধব গঙ্গাসাগর গড়ে তুলতে এই প্রথমবার হোগলা পাতা ও প্লাস্টিকবিহীন মেলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের থাকার জন্য হোগলা পাতার ছাউনির পরিবর্তে তৈরি করা হবে আধুনিক তাঁবু।" ভিড়ের নিরিখে এবারের মেলা অতীতের সব রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে বলেই প্রশাসনের অনুমান। বাড়তি ভিড় সামাল দিতে জলপথ ও আকাশপথে যাতায়াতের ব্যবস্থায় বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পুণ্যার্থীদের পারাপারের জন্য নামানো হচ্ছে ২০টি বৃহৎ আকারের বার্জ। প্রতিটি বার্জে একসঙ্গে এক হাজারেরও বেশি যাত্রী যাতায়াত করতে পারবেন। এর ফলে ভেসেল ঘাটে দীর্ঘ অপেক্ষার ভোগান্তি অনেকটাই কমবে।

জলপথের পাশাপাশি থাকছে আকাশপথে সাগরে পৌঁছনোর সুবিধেও। বেহালা ফ্লাইং ক্লাব এবং কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টার পরিষেবা চালু রাখা হচ্ছে। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশাপাশি সাধারণ পুণ্যার্থীরাও নির্ধারিত ভাড়ার বিনিময়ে এই হেলিকপ্টার পরিষেবা ব্যবহার করে অল্প সময়ে গঙ্গাসাগরে পৌঁছতে পারবেন।

পুণ্যার্থীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও পুণ্যস্নানের পরিবেশ নিখুঁত রাখতে সাগরের ঘাটগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে ঘাটে কাদা এবং আবর্জনা জমে থাকার কারণে পুণ্যার্থীদের যাতায়াতে সমস্যা হত। এবার যাতে ঘাটে কোনওভাবে কাদা বা নোংরা জমতে না পারে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে প্রশাসন। যাতায়াত নিরাপদ ও মসৃণ করতে ঘাটের পরিকাঠামো উন্নত করা হচ্ছে। মেলা প্রাঙ্গণে বিশুদ্ধ পানীয় জলের জোগান অব্যাহত রাখতে বসানো হচ্ছে বিশেষ ওয়াটার এটিএম। পুণ্যার্থীরা সেখান থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পানীয় জল সংগ্রহ করতে পারবেন। পরিবেশের কথা ভেবে প্লাস্টিকের বোতল বা গ্লাস বর্জন করা হলেও, জল পানের সুবিধার্থে বিকল্প কাপ ও গ্লাসের ব্যবস্থা রাখছে প্রশাসন। আধুনিক তাঁবু, উন্নত ঘাট এবং দ্রুতগতির পরিবহণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলাকে বিশ্বমানের এক সুশৃঙ্খল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করার লক্ষ্যেই এগোচ্ছে সরকার।



বিজেপি নেতা মনোজ সিং ও তাঁর ছেলের উপর হামলা, মারধরের অভিযোগ

সুমন আদক, হাওড়া: হাওড়ার বালি এলাকায় বিজেপি নেতা মনোজ সিং ও তাঁর ছেলে হর্ষ সিংকে মারধরের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল। বুধবার গভীর রাতে লিলুয়া স্টেশনের কাছে মাতওয়ালা চৌরাস্তা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। মারধরের ছবি এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। ঘটনার পর দুই পক্ষই বেলুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। মনোজ সিংয়ের অভিযোগ, রাতের দিকে বাড়ির সামনে তাঁকে ও তাঁর ছেলেকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়। তাঁর দাবি, প্রায় ২০-২৫টি মোটরবাইকে চড়ে ৩০-৪০ জন যুবক সেখানে এসে হাজির হয়। হামলাকারীদের হাতে হকি স্টিক, চপার ও আগ্নেয়াস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। হামলার ঘটনায় বাবা ও ছেলে দু'জনেই আহত হন বলে দাবি। অন্যদিকে, হর্ষ সিংয়ের অভিযোগ, আচমকাই কয়েকজন যুবক তাঁর উপর হামলা চালায়। কেন তাঁকে মারধর করা হয়েছে, তা স্পষ্টভাবে জানেন না বলে দাবি করেন তিনি। নবীন নামে এক যুবকের বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। মনোজ সিংয়ের দাবি, ঘটনার আগে থেকেই কয়েকজন যুবক মোটরবাইকে চড়ে তাঁদের বাড়ির আশপাশে ঘোরাফেরা করছিল। পুলিশ চারটি মোটরবাইক বাজেয়াপ্ত



করেছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। দীর্ঘদিন বিজেপির সঙ্গে যুক্ত মনোজ সিং ২০১৩ সাল থেকে দলের হয়ে কাজ করছেন বলেও দাবি করেছেন। বালি মণ্ডল সভাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করেছেন। তাঁর অভিযোগ, আগে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত কয়েকজন বর্তমানে বিজেপিতে যোগ দিয়ে এলাকায় নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। মনোজ সিং আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারের সময়ও আমার উপর হামলা হয়েছিল। আর এখন বিজেপির সরকার আসার পরেও আমার ও আমার পরিবারের উপর হামলা হচ্ছে। ২০১৩ সাল থেকে আমি বিজেপির হয়ে কাজ করছি। বালি মণ্ডল-২-এর সভাপতির দায়িত্বও পালন করেছি। তা সত্ত্বেও আজ এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে।" ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত এবং অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের হস্তক্ষেপও দাবি করেছেন মনোজ সিং। অন্যদিকে, বালির বিধায়ক সঞ্জয় সিংও ঘটনার খবর পেয়েছেন বলে জানান। তাঁর বক্তব্য, দুই পক্ষের মধ্যে মারামারির ঘটনা ঘটেছে এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে দাবি করে পুলিশকে নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানান তিনি। বিজেপির জেলা সম্পাদক ওমপ্রকাশ সিংও ঘটনাটি তাঁর নজরে এসেছে বলে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, বেলুড় থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে এবং পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে বলে তাঁরা আশা করছেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, দুই পক্ষের অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে। সিসিটিভি ফুটেজ ও অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখে হামলার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

টাকা ছিনতাই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁকুড়া:একমাত্র মেয়ের বিয়ে পরের দিনই। বাড়িতে তখন বিয়ের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। আত্মীয়স্বজন সকলে চলে এসেছেন। আনন্দে মেতে উঠেছিল বাড়ি। বুধবার ঘটে গেল এক চরম অঘটন।বাড়িতে নেমে এল দুঃখের ছায়া। বিয়ের খরচ চালানোর জন্য ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে বাড়ি ফেরার পথে ছিনতাইয়ের শিকার হলেন মেয়ের বাবা অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক উত্তম কুমার পাত্র। বুধবার দুপুরে জনবহুল খাতড়া বাজারের রবীন্দ্র সরণী এলাকার ঘটনা। উত্তম বাবুর অভিযোগ,এক বাইকে চেপে আসা দুই দুষ্কৃতী তার হাত থেকে টাকার ব্যাগ ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। সেই ব্যাগে ছিল ১ লক্ষ ৭২ হাজার ২০০ টাকা। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে যে উত্তমবাবুর এক মাত্র মেয়ের বিয়ে। সেই কারণে বিয়ের ঠিক আগের দিন বুধবার দুপুরে প্রয়োজনীয় খরচ মেটানোর জন্য খাতড়ার পাম্প মোড়ের কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক থেকে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ২০০ টাকা তোলেন। সেই টাকা তুলে ছেলের সঙ্গে বাইকে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। বাড়ি থেকে কয়েক ফুট দূরে তাকে নামিয়ে দিয়ে ছেলে অন্য কাজে চলে যান। উত্তমবাবু হেঁটে বাড়িতে ঢোকার জন্য এগোচ্ছিলেন।সেই সময় পিছন দিক থেকে বাইকে চেপে আসা দুই যুবক তার হাত থেকে টাকার ব্যাগটি ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। উত্তমবাবু বলেন, মেয়ের বিয়ের জন্যই ওই টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলেছিলেন। বিয়ের ঠিক আগের দিন এ ভাবে এতটা টাকা ছিনতাই হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যা পড়েন তিনি ও তার পরিবার। উত্তমবাবু একথা জানিয়ে বলেন অবসরকালিন পাওয়া টাকা মেয়ের বিয়ের জন্য জমিয়ে রেখে ছিলেন। খাতড়া থানায় লিখিত অভিযোগ করেন উত্তমবাবু। পুলিশ জানায়, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত চলছে। এঘটনার প্রতিবাদে সরব স্থানীয়রা। অমল গায়েন, তপন রায়, মধুসূদন ব্যানার্জি ও করালি মুর্মুরা বলেন দুপুর বেলায় খাতড়ার বুকে এধরনের ঘটনা ঘটতে পারে তা তাদের কল্পনায় ছিল না। তবে দুষ্কৃতিদের কাছে আগে থেকে খবর না থাকলে এটা ঘটা প্রায় অসম্ভব। এতে পরিবারপরিজন ও স্থানীয় বাসিন্দারা শোকাহত।

আন্দুলের রাসমেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে কিশোরের মৃত্যু

সুমন আদক, হাওড়া: বাড়িতে বসে দুপুরের খাবার খাচ্ছিল ১৫ বছরের কিশোর। সেই সময় এক ঘণ্টার কাজের কথা বলে তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয় মেলায়। পরিবারের দাবি, প্রথমে যেতে রাজি না হলেও অল্প সময়ের কাজের আশ্বাস দেওয়ায় শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে পড়েছিল সে। কিন্তু সেই যাওয়াই যে তার জীবনের শেষ যাত্রা হবে, তা ভাবতেও পারেননি পরিবারের সদস্যরা। হাওড়ার আন্দুল রাসবাড়ি এলাকার রাসমেলায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে নবম শ্রেণির ছাত্র সুরজ কুমার সাউয়ের। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে তার পরিবারে। পাশাপাশি মেলায় বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা এবং নাবালকদের দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ ঘিরেও প্রশ্ন উঠেছে। মৃত কিশোর শ্রীরামপুরের বাসিন্দা। পরিবারের অভিযোগ, বুধবার দুপুরে বাড়িতে খাওয়ার সময় দোলনাওয়ালার মালিকের ছেলে তাকে কাজের জন্য ডেকে নিয়ে যায়। এক ঘণ্টার মধ্যে কাজ শেষ করে ফিরে আসবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। সেই কথায় ভরসা করেই মেলায় যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সুরজ। অভিযোগ, মেলায় নাগরদোলা ও শিশুদের জাম্পিং রাইড পরিচালনাকারী একটি সংস্থার কাজে তাকে যুক্ত করা হয়েছিল। বিকেল সাড়ে চারটে থেকে পৌনে পাঁচটার মধ্যে রাইডের পাশে থাকা লোহার ব্যারিকেডে হাত দিতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় সে। পরিবারের দাবি, ব্যারিকেডের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তার সংস্পর্শে থাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি গুরুতর হয়ে ওঠে। সন্ধ্যায় ফোন মারফত ছেলের আহত হওয়ার খবর পেয়ে পরিবারের সদস্যরা হাওড়া জেলা হাসপাতালে ছুটে যান। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছে তাঁদের সামনে আসে আরও মর্মান্তিক খবর। চিকিৎসকরা জানান, সুরজ আর বেঁচে নেই। এক মুহূর্তে পরিবারের সমস্ত আশা ভেঙে পড়ে। ঘটনার পর রাইডের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুতিক তার ও হ্যালোজেন সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলেও অভিযোগ পরিবারের। তাঁদের প্রশ্ন, দুর্ঘটনার পর প্রমাণ সরানোর চেষ্টা করা হয়েছে কিনা, তা খতিয়ে দেখা উচিত। বৃহস্পতিবার সকালে এই ঘটনায় ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। কীভাবে রাইডের ব্যারিকেডে বিদ্যুতের সংযোগ এল, মেলায় নিরাপত্তার ব্যবস্থা কতটা ছিল এবং নাবালককে কীভাবে কাজের জন্য সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেই সমস্ত বিষয় তদন্ত করে দেখার দাবি উঠেছে। পরিবারের একটাই দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হোক। যাতে ভবিষ্যতে কোনও নাবালককে কাজের জন্য ডেকে নিয়ে গিয়ে এভাবে প্রাণ হারাতে না হয়।

বাঁকুড়ায় তৃণমূলের কার্যালয়ে ১৫০ আধার, ব্যাঙ্কের বই,৬০ সাদা কাপড় ও কীটনাশক উদ্ধার

একতা গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁকুড়া: গত বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে কার্যত: বন্ধ থাকা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় খুলতেই হতবাক স্থানীয় বাসিন্দা। দলীয় কার্যালয়ের ভেতরে থাকা একটি আলমারি খুলতেই মিলল থরে থরে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য আসল আধার কার্ড, ব্যাঙ্কের পাসবুক ও বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নথিপত্র। এছাড়া এই দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু সাদা থান কাপড় ও প্রচুর কীটনাশকও। এই ঘটনাটি ঘটেছে বাঁকুড়ার কোতুলপুর ব্লকের বালিঠ্যায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের সূত্রে জানা গিয়েছে যে কোতুলপুর ব্লকের লোগো গ্রাম পঞ্চায়েতের বালিঠ্যা গ্রামে বিগত সরকারের আমলে গড়ে তোলা হয় একটি পাকা দুই কক্ষ বিশিষ্ট তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়। তৃণমূল আমলে এলাকার দলীয় সংগঠন পরিচালনা ছাড়াও এই কার্যালয় থেকেই বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উপভোক্তা নির্ধারণ করতেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এমনটাই অভিযোগ স্থানীয়দের। রাজ্যে সরকার বদলের পর ওই কার্যালয়ে তালা পড়ে যায়। তারপর থেকে কার্যালয়টি তালা বন্ধ অবস্থাতেই পড়ে ছিল। স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্ব ওই দলীয় কার্যালয়ে বৃহস্পতিবার হাজির হয়ে তল্লাশি শুরু করেন। ওই দলীয় কার্যালয়ে থাকা একটি আলমারির দরজা খুলতেই বেরিয়ে আসে প্রায় দেড়শোটি আসল আধার কার্ড ও সম সংখ্যক ব্যাঙ্ক পাসবুক। এছাড়াও সরকারি আবাস প্রকল্প সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের বেশ কিছু নথিও উদ্ধার হয়। ওই দলীয় কার্যালয় থেকে উদ্ধার হয় ষাটটির মতো সাদা থান কাপড় ও বেশ কিছু কীটনাশক।স্থানীয় বাসিন্দা ও বিজেপি নেতৃত্বের দাবি বাসিন্দাদের আসল আধারকার্ড ও ব্যাঙ্ক পাসবুক আটকে রেখেতাদের ওপর খবরদারি ও দূর্নীতি চালাতো তৃণমূল নেতারা এই দলীয়



কার্যালয় থেকে। স্থানীয় কৃষকদের দেওয়ার জন্য সরকারিভাবে সরবরাহ করা কীটনাশক চাষিদের না দিয়ে তা ওই কার্যালয়েই জমিয়ে রেখে ছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। অভিযোগ উড়িয়ে তৃনমূলের দাবি সরকারি আধিকারিকদের ডেকে যদি ওই দলীয় কার্যালয় খুলে এই নথি উদ্ধার হত তাহলে তার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকতো না। কিন্তু তা হয়নি। তাই এই ঘটনা সাজানো হয়ে থাকতে পারে। তৃনমূলের অপপ্রচারের জন্য। এটা আইনের চোখে ঠিক নয়। তবে অনন্ত মাল, প্রণব নস্কর, সত্য রায়, তপন কোলে, প্রভাত গাঙ্গুলি সহ স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, অনেকেরই আধার, রেশন ও ব্যাঙ্কের তথ্য আটকে রাখা হোত এই কার্যালয়ে।

স্কুলের মাঠ দখল, ভাঙা হলো তৃণমূল নেতার বাড়ি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম: স্কুলের খেলার মাঠ দখল করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দোতলা বাড়ি-সহ একটা কলোনি তৈরি করে ফেলেছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। অভিযোগে সরব হয়েছিলেন স্থানীয় মানুষজন। হয়েছিল মামলাও। রাজ্যে সরকার বদলের পরে হাইকোর্টের নির্দেশে দখল হটাতে বুলডোজার দিয়ে ভাঙার কাজ শুরু করল প্রশাসন। বুধবার সকালে বিশাল পুলিশবাহিনীর উপস্থিতিতে বিনপুর-১ ব্লকের নেপুরা অঞ্চলের খোসাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ পুনরুদ্ধারের কাজ শুরু হয়। বিডিও বিদ্যুৎ পাত্র ও লালগড় থানার আইসি সঞ্জীব ঘোষ সেখানে হাজির ছিলেন।

তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে ২০১১-১২ সাল নাগাদ খোসাগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখলের অভিযোগ ওঠে তৃণমূল নেতা দীনেশ বেজ ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে। অভিযোগ, ২০১৩য় পঞ্চায়েত সদস্য হওয়ার পরে নিজের প্রভাব খাটিয়ে ইন্দিরা আবাস যোজনায় দীনেশ-সহ সাত ভাইয়ের নামে ধাপে ধাপে সাতটি পাকা বাড়ি তৈরি করে। গোয়ালঘরও বানানো হয়। স্কুলের এক একর ৯৬ ডেসিমাল জমির মধ্যে ৩৬ ডেসিমাল জমি দখল হয়ে যায়।

স্কুলের মাঠ পুনরুদ্ধারে গ্রামবাসীরা একাধিক প্রশাসনিক দপ্তরে আবেদন জানিয়ে সুরাহা না পেয়ে ২০১৭য় কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেন। গ্রামবাসী রঞ্জন প্রতিহার বলেন, '২০১৯-এ বাড়ি ভেঙে খেলার মাঠ দখলমুক্ত করার নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। কিন্তু তৃণমূলের সরকার সেই রায় কার্যকর করেনি।' ২০২৪-এ গ্রামবাসীরা ফের হাইকোর্টে মামলা করলে গত অক্টোবর মাসে হাই কোর্ট নির্দেশ দেয় ডিসেম্বরের মধ্যে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলতে হবে।

হাইকোর্টের নির্দেশের পরে ঝাড়গ্রামের মহকুমাশাসক চলতি মাসে দীনেশ-সহ সাত ভাইকে ১৬ নভেম্বরের মধ্যে জায়গা খালি করার নোটিস পাঠান। না হলে ২৫ নভেম্বর ভেঙে ফেলা হবে বলেও জানানো হয় নোটিসে। সেই মতো জায়গা ফাঁকা না করায় এ দিন বাড়ি ভাঙার কাজ শুরু করে প্রশাসন। দীনেশের পরিবারের এক সদস্য সঞ্জয় বেজ দাবি করেন, 'প্রশাসনকে আমাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।'

বিডিও বিদ্যুৎ পাত্র বলেন, 'স্কুলের মাঠ দখল করে বাড়ি বানানো হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশে ভেঙে দেওয়া হচ্ছে'। ঝাড়গ্রামের বিধায়ক লক্ষ্মীকান্ত সাউ বলেন, 'তৃণমূল আমলে যে সব সরকারি সম্পত্তি, জায়গা দখল করে নির্মাণ হয়েছে সবই পুনরুদ্ধার করা হবে।' প্রধান শিক্ষক দুলাল দেশোয়ালি বলেন, 'পড়ুয়াদের খেলার মাঠ ফিরে পেতে চলেছে স্কুল। এ বার ওরা নিশ্চিন্তে খেলাধূলা করতে পারবে।'



বিষ্ণুপুর হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতি তুলে সরব হলেন বিধায়ক, সাংসদ, রোগী ও পরিজনেরা



একতা গঙ্গোপাধ্যায়, বাঁকুড়া: বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে প্রসূতিদের সিজারের সময় ব্যাপক গাফিলতি ও অবহেলা করা হচ্ছে। এতে অধিকাংশ প্রসূতির সিজারের জায়গায় সংক্রমণ ধরা পড়েছে। চরম সংকটের মধ্যে পড়তে হচ্ছে প্রসূতিদের। এই অভিযোগ তুলে রোগী ও তাদের পরিজনদের প্রায়ই ক্ষোভে ফেটে পড়তে দেখা যাচ্ছে গত ৩-৪ মাস ধরে। রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে গত বেশ কয়েক মাস ধরে কোনও প্রসূতির পেটের কাটা অংশের একাংশ সেলাই না করেই রেখে দেওয়া হচ্ছে। কারোর ক্ষেত্রে আবার সেলাই ঠিকমতো না পড়ায় ঘটছে সংক্রমণ। এই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রেই ঘটছে এমন ঘটনা।

বেশ কয়েক মাস ধরে প্রায় প্রতিদিনই প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসা নিয়ে একই অভিযোগ উঠে চলায় ব্যাপক শোরগোল শুরু হয়েছে। রোগীর পরিজনদের দাবি, সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার বদলে সংক্রমণের জেরে বারবার হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে তাদের। সোমবার হাসপাতাল সুপারের কাছে এবং বুধবার মহকুমাশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন তারা। মঙ্গলবার ও বুধবার হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ দেখান আক্রান্তদের পরিজনেরা। এই হাসপাতালের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলাতির অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক শুক্লা চ্যাটার্জি। এই ঘটনায় হাসপাতালের গাফিলতি রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখে কড়া পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন বিধায়ক।

বিধায়কের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে এমন ঘটনা ঘটলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। আগেই রোগী কল্যাণ সমিতিতে বিষয়টি জানানো হয়েছিল। তিনি বলেন, ''এভাবে বারবার প্রসূতিদের সংক্রমণের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কোথায় গাফিলতি হচ্ছে, তা খুঁজে বের করতে হবে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। জেলাশাসককে বিষয়টি জানানো হয়েছে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই ঘটনার উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি রোগীদের পরিজনদের সঙ্গে কথা বলে সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন তিনি।

সাংসদ বলেন,স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকারকে ফোন করে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। তিনি বিষয়টি দেখছেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবেন বলেও জানান।সাংসদ বলেন তিনি ও বিধায়ক তো আর ডাক্তার নন, তাই এবিষয়ে বেশি কিছু তারা বলতে পারছেন না। তবে তার এবং বিধায়কের কাছে অভিযোগ এসেছে তাই তারা যথাস্থানে তা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে হাসপাতালের সুপার শুভঙ্কর কয়ালের বক্তব্য,"ঠিকঠাক সেলাই করা হয়নি এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়"। গত তিন মাস ধরে প্রসূতিদের এই ধরনের সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসছে।তার দাবি, সেলাইয়ের সমস্যার কারনে নয়, আবহাওয়া, পরিচ্ছন্নতার সমস্যা ও অতিরিক্ত রোগীর চাপের কারণে সংক্রমণ ছড়াচ্ছে। কর্মীর অভাবে অপারেশন থিয়েটার শোধনেও সমস্যা হচ্ছে। নিরাপত্তাকর্মীর অভাবে রোগীর পরিজনেরা অনেক সময় অপারেশন থিয়েটারে ঢুকে পড়ছেন। সংক্রমণের জীবাণু শনাক্ত করতে নমুনা বাঁকুড়ার পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে। রোগী কল্যাণ সমিতিতে আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, সম্প্রতি এই হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগে সিজার হওয়া রোগী ও পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, বিধায়ক ও সাংসদের কাছে অভিযোগ করেছেন সিজারের পর একবারই সেলাই হওয়ার কথা অথচ অধিকাংশ প্রসূতিকেই একাধিক বার সেলাই করাতে হচ্ছে।সেলাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঠিকঠাক হচ্ছে না।সেলাইয়ের জায়গায় ঘটছে সংক্রমণ। বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের প্রসূতি বিভাগের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে গাফিলাতির অভিযোগও তোলেন রোগী ও পরিজনেরা।

রোগীর পরিজনদের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়ে বুধবার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন সাংসদ ও বিধায়ক। এপ্রেক্ষিতে উল্লেখ্য, গত ৩-৪ মাস ধরে প্রসূতি বিভাগের সিজার হওয়া রোগীদের পক্ষ থেকে নানা অভিযোগ করা হচ্ছিল। তার ওপর সম্প্রতি এক প্রসূতির পরিজনেরা অভিযোগ করেন যে, সন্তান প্রসবের জন্য তাঁর স্ত্রীর সিজার করা হয়। তার ৭ দিন পর হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার ঠিক আগে ক্ষত স্থানে ড্রেসিং করতে গিয়ে জানা যায় যে তার স্ত্রীর পেটের কাটা অংশের একাংশ সেলাই না করেই এতদিন রেখে দেওয়া হয়েছিল। সেলাই না পড়ায় ওই অংশে সংক্রমণও হয়েছে। পরে আবার দ্বিতীয়বার সেলাই করা হয়। হাসপাতালের চিকিৎসকদের এই গাফিলাতি সামনে আসতেই একের পর এক অভিযোগ উঠতে থাকে। এমনকী, এক প্রসূতির মৃত্যুর দাবিও উঠেছে। বর্তমানে ছ'জন আক্রান্ত প্রসূতির চিকিৎসা চলছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসূতি বিভাগের প্রায় ৫০ শতাংশ প্রসূতির ক্ষেত্রেই এমন গাফিলাতির ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ ওঠে। তারপর সম্মিলিত ভাবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, স্বাস্থ্য দফতর, বিধায়ক ও সাংসদের দ্বারস্থ হয়েছেন রোগীর পরিজনেরা।

বিষ্ণুপুর মহকুমার পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের একাংশের মানুষও এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। ফলে পরপর প্রসূতির সংক্রমণের অভিযোগে উদ্বেগ ছড়িয়েছে বিস্তীর্ণ এলাকায়। হাসপাতালের পরিকাঠামো, অপারেশন থিয়েটারের পরিচ্ছন্নতা এবং অস্ত্রোপচারে কোনও গাফিলতি রয়েছে কি না, তা নিরপেক্ষ তদন্ত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠছে।

সুরের মূর্ছনায় নৈহাটিতে স্মরণ কিংবদন্তি শ্যামল মিত্রকে

আয়ুব আলি, নৈহাটি: কিছু সুর সময়ের সীমানা পেরিয়ে মানুষের হৃদয়ে চিরকাল থেকে যায়। কিছু কণ্ঠস্বর হারিয়েও হারিয়ে যায় না। বাংলা সঙ্গীত জগতের তেমনই এক কিংবদন্তি শিল্পী, সুরকার তথা নৈহাটির ভূমিপুত্র শ্যামল মিত্র। তাঁর ৩৯তম প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করলেন নৈহাটির শিল্পীরা।

সম্প্রতি নৈহাটির ঐকতান প্রেক্ষাগৃহের সমরেশ বসু কক্ষে এই স্মরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শ্যামল মিত্র ফ্যান ক্লাব, নৈহাটির কর্ণধার সঙ্গীতশিল্পী প্রেমাশিস ও শর্বরী অধিকারীর উদ্যোগে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন বর্ণালী চট্টোপাধ্যায়, শর্বরী মুখোপাধ্যায়, রাজা রায়, সুপ্রিয়া কুণ্ডু, ললিতা সিনহা, গার্গী ভাদুড়ী, সনাতন বিশ্বাস, প্রবীর দেবনাথ, সুজিত কুণ্ডু, শুভাশিস সাহা, পুষ্পিতা চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য শিল্পীরা।

শ্যামল মিত্রের কালজয়ী গান পরিবেশনের মধ্য দিয়ে শিল্পীরা প্রিয় শিল্পীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান। সঙ্গীতপ্রেমীদের কাছে এই আয়োজন হয়ে ওঠে নস্টালজিয়া ও আবেগের এক বিশেষ মুহূর্ত।

আয়োজকদের বক্তব্য, স্মরণ মানে শুধু অতীতকে ফিরে দেখা নয়, বরং প্রিয় মানুষটিকে তাঁর সৃষ্টি ও সুরের মধ্য দিয়ে হৃদয়ে বাঁচিয়ে রাখা। শ্যামল মিত্রের গান আগামী প্রজন্মের কাছেও সমানভাবে জনপ্রিয় ও প্রাসঙ্গিক থাকবে।

সবুজ সাথী ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে বিজয়া সম্মেলনী

আয়ুব আলি, নৈহাটি: সবুজ সাথী (আর জে এস) ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ৬৫টি এনজিও সংস্থা, সমাজসেবী, সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান ও বিজয়া সম্মেলনীর আয়োজন করা হয়। রবিবার, ২২ নভেম্বর উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির ঐকতান প্রেক্ষাগৃহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন পরিবহণ ও শ্রমমন্ত্রী অর্জুন সিং, বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির সভাপতি আমিনুল ইসলাম, সবুজ সাথী (আর জে এস) ফাউন্ডেশনের কর্ণধার ডা. রাজকুমার সেন, শিক্ষক ও সমাজসেবী অমিত দাস, শান্তনু চট্টোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

সমাজসেবা, সাংবাদিকতা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে বিভিন্ন সংস্থা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের হাতে সম্মাননা তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষকে এক মঞ্চে এনে তাঁদের কাজের স্বীকৃতি দেওয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়াই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে বিজয়া সম্মেলনী মিলনমেলায় পরিণত হয়।

পঞ্জিকা

দিনপঞ্জির মূল বিবরণ

বাংলা তারিখ: ১০ অগ্রহায়ণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার
ইংরেজি তারিখ: ২৭ নভেম্বর, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ
পক্ষ ও মাস. অগ্রহায়ণ (মার্গশীর্ষ) মাস, কৃষ্ণপক্ষ।
তিথি. কৃষ্ণা তৃতীয়া সকাল ৯:৪৮ মিনিট পর্যন্ত, এরপর কৃষ্ণা চতুর্থী শুরু।
নক্ষত্র. আর্দ্রা নক্ষত্র বিকাল ৩:০৮ মিনিট পর্যন্ত, এরপর পুনর্বসু নক্ষত্র শুরু।
যোগ. শুভ যোগ রাত ১১:৫১ মিনিট পর্যন্ত, এরপর শুক্ল যোগ।
করণ. বিষ্টি (ভদ্রা) সকাল ৯:৪৮ মিনিট পর্যন্ত, বব রাত ৮:১১ মিনিট পর্যন্ত।
রাশি. চন্দ্র মিথুন রাশিতে অবস্থান করবে।

সূর্যোদয়/সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদয়/চন্দ্রাস্ত

সূর্যোদয়. সকাল ৫:৫৬ মিনিট সূর্যাস্ত. বিকাল ৪:৫০ মিনিট।
চন্দ্রোদয়. সন্ধ্যা ৭:৪১ মিনিট চন্দ্রাস্ত. সকাল ৮:৪৫ মিনিট।

শুভ ও অশুভ সময়

অভিজীত মুহূর্ত: সকাল ১১:০২ – ১১:৪৫
শুভ: সকাল ১১:২৪ – দুপুর ১২:৪৫
গুলিকা কাল: সকাল ০৭:১৮ – ০৮:৪০
রাহু কাল: সকাল ১০:০২ – সকাল ১১:২৩/১১:২৪
রোগ: দুপুর ১২:৪৫ – ০২:০৭
যমগণ্ড: দুপুর ০২:০৭ – বিকেল ০৩:২৯

ব্রত ও উৎসব:

সঙ্কষ্টী শ্রীগণ

বিকাশ ভবনে শিক্ষকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: বিকাশ ভবনে শিক্ষকদের অবাধ গতিবিধিতে লাগাম পড়াল স্কুল শিক্ষা দপ্তর। রীতিমতো নির্দেশিকা জারি করে জানিয়ে দিল, দপ্তরের কোনও আধিকারিক বা কর্মী সরাসরি বহিরাগত বা আবেদনকারীদের কাছে কোনও সরকারি ফাইলের নম্বর, গতিবিধি বা বর্তমান অবস্থা (স্টেটাস) সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করতে পারবেন না। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট সরকারি পদ্ধতির মাধ্যমেই তা জানানো যাবে।

নির্দেশিকায় আরও বলা হয়েছে, কোনও অভিযোগ বা আবেদনের অবস্থা জানতে হলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করতে হবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া কোনও ভিজিটার বা বহিরাগত 'ডিলিং অ্যাসিস্ট্যান্ট'-দের টেবিলের কাছে যেতে পারবেন না। নিরাপত্তারক্ষীদের এ বিষয়ে কড়া নজরদারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং দপ্তরের বিভিন্ন জায়গায় 'বিনা অনুমতিতে প্রবেশ নিষেধ' বোর্ড ঝোলানোর কথা বলা হয়েছে। সরকারি নথির গোপনীয়তা ও দপ্তরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতেই এই পদক্ষেপ বলে জানানো হয়েছে। রাজ্য স্কুল শিক্ষা দপ্তরের প্রশাসনিক শাখা থেকে সম্প্রতি এই নির্দেশিকা জারি হয়েছে। যা নিয়ে শিক্ষা মহলে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠনগুলি নিজেদের দাবি দাওয়া জানাতে, আধিকারিকদের কাছে কোনও ফাইলের স্টেটাস জানতে আসেন। বদলি সংক্রান্ত আবেদনের ব্যাপারে তদ্বির করতেও অনেক শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে বিকাশ ভবনে আসেন। এবার সেই রাস্তা কার্যত বন্ধ হয়ে গেল। এখন কোনও আধিকারিকের কাছে যেতে হলে আগাম তাঁর অনুমতি নিতে হবে। নাহলে গেটেই আটকে দেবেন নিরাপত্তারক্ষী। সরকারের এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করেছে শিক্ষক সংগঠনগুলি। বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির সাধারণ সম্পাদক স্বপন মণ্ডল এই প্রসঙ্গে বলেন, "স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত যা হয়নি, তা এখন বিকাশ ভবন করে দেখাল। মাত্র সাত মাসের সরকারের এতো ভয়! ডিআই, এসআই অফিসগুলোতে যদি ঠিকমতো কাজ হতো, তাহলে তো শিক্ষকদের বিকাশ ভবনে আসতে হত না। এটা সরকারের একটি খারাপ সিদ্ধান্তের নজির। কোনও ভুক্তভোগী শিক্ষক কেন তাঁর আবেদনের স্ট্যাটাস জানতে পারবেন না?"

বাঁশদ্রোণী ব্যারাকে পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলকাতায় পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু। পুলিশ ব্যারাক থেকে উদ্ধার হল ঝুলন্ত দেহ। ওই পুলিশকর্মীর নাম সঞ্জয় হালদার। বৃহস্পতিবার সকালে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ ব্যারাক থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করা হয়। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এটিকে আত্মহত্যার ঘটনা বলেই মনে করছে পুলিশ। তবে সব দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত করা হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পুলিশ সূত্রে খবর, বছর চল্লিশের সঞ্জয় পুলিশের গাড়িচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। বুধবার রাতে পুলিশ ব্যারাকের দোতলার একটি ঘরে একাই ছিলেন তিনি। সকালে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সহকর্মীরা। সকাল ৮টা নাগাদ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। কী কারণে এই মৃত্যু, তার সম্ভাব্য সব কারণ খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

পুলিশের একটি সূত্রের দাবি, সঞ্জয়ের বাড়ি কলকাতারই সরশুনা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে প্রায় সকলেই নেমে এলেও সঞ্জয় উপর থেকে নামেননি। তার পরেই তাঁর কয়েক জন সহকর্মী উপরে খোঁজ করতে যান। তখনই সঞ্জয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান সহকর্মীরা। মৃত পুলিশকর্মীর ব্যবহৃত ফোনটি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

রাজনীতি নিয়ে মন্তব্য নয় নির্দেশ বিজেপি যুব মোর্চাতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: রাজ্য প্রশাসন কিংবা শাসকদলের কর্মকাণ্ড নিয়ে মুখ খোলায় লাগাম টেনেছে বিজেপি। এবার দলের যুব মোর্চাতেও একই নির্দেশ দেওয়া হল। রাজনীতির বিষয়ে কোথাও কোনওরকম মন্তব্য করা যাবে না। সল্টলেকের বিজেপি দপ্তরে যুব মোর্চার বৈঠকে খুব স্পষ্ট করে এই নির্দেশ দিলেন সংগঠনের সভাপতি অমিত সামন্ত। সেইসঙ্গে তোলাবাজি বা অন্য কোনও দুর্নীতিতেও যাতে কেউ জড়িয়ে না পড়ে, তা নিয়ে সতর্ক করা হয়েছে। সরকারের কাজকর্ম নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও মন্ত্রীর মুখ খোলা নিয়ে দিন কয়েক আগেই খানিক 'বিরক্তি' প্রকাশ করেছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। তারপরই নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, রাজ্য সরকার, প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পর্কে যে কোনও মন্ত্রী আর সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করতে পারবেন না। সরকারের মুখপাত্র হিসেবে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিন মন্ত্রীকে – তাপস রায়, দীপক বর্মন ও উমেশ রাই। কেবল নিজেদের দপ্তর নয়, সামগ্রিক বিষয়ে এবার থেকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন এই তিনজনই। যদিও নিজেদের দপ্তরের বিষয়ে কথা বলতে পারবেন অন্যান্য মন্ত্রীরা।

সেই একই নির্দেশ দেওয়া হল যুব সংগঠনেও। সল্টলেক বিজেপি দপ্তরে যুব মোর্চার সভাপতি অমিত সামন্ত, সাংসদ তথা বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সৌমিত্র খান, যুব মোর্চার কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি সৌমেন কারফা-সহ বাকি যুব মোর্চার পদাধিকারীদের বৈঠকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে কর্মীদের কার্যক্রম। যুব মোর্চার নব নিযুক্ত পদাধিকারীদের একগুচ্ছ নির্দেশিকা দিয়েছে শীর্ষ নেতৃত্ব। পাশাপাশি জেলা এবং বিভাগ ভিত্তিক দায়িত্ব বণ্টনের মাধ্যমে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সাংগঠনিক দায়িত্ব। এসবের মাঝে একটাই কড়া নির্দেশ, জেলাভিত্তিক শীর্ষ নেতৃত্বের কার্যক্রম, সংগঠন, দলীয় বিষয় কিংবা রাজনীতির বিষয় নিয়ে কোনওরকম মন্তব্য করা যাবে না সংবাদমাধ্যমে। যুব মোর্চার কর্মী, সমর্থকরা যেন কোনওভাবেই জেলা-সহ কলকাতায় বিন্দুমাত্র দুর্নীতি বা তোলাবাজিতে জড়িয়ে না পড়ে সেদিকেও দলের কড়া নজর রয়েছে বলে সতর্ক করা হয়েছে যুব মোর্চার নেতৃত্বকে।



বৃহস্পতিবার গুরুদাস কলেজে সংবিধান দিবস পালনের কিছু মুহূর্ত। কলেজ ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে এদিনের এই গুরুত্বপূর্ণ দিনটি উদযাপন করতে উপস্থিত ছিলেন গুরুদাস কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি অশোক সিনহা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল সিনহা। — নিজস্ব চিত্র

উত্তর ও মধ্য কলকাতায় জলসঙ্কটের অভিযোগ ভিত্তিহীন, মন্তব্য প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিতের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: উত্তর ও মধ্য কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকায় তীব্র জলসঙ্কটের অভিযোগ তুলে সমাজমাধ্যমে সরব হলেন তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে তিনি দাবি করেন, বৃহস্পতিবার কলকাতার একাধিক জায়গায় পানীয় জলের চরম সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোথাও কল খুললে অত্যন্ত ঘোলা জল বেরোচ্ছে, আবার কোথাও জলই আসছে না। ফলে চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। কলকাতার পুরবোর্ড ভেঙে যাওয়ায় কারণে সরাসরি পুর প্রশাসনের সঙ্গেই যোগাযোগ করতে হচ্ছে বলে জানান কুণাল। সমাজমাধ্যমে তিনি লেখেন, "উত্তর ও মধ্য কলকাতার একাধিক জায়গা থেকে জলসঙ্কটের খবর আসছে। যেহেতু পুরবোর্ড নেই, সরাসরি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হচ্ছে। পুর কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানিয়েছি। তাঁরা দ্রুত ব্যবস্থা নিন।" বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো এবং চৌরঙ্গী বিধানসভা এলাকায় জলসঙ্কটের কথা উল্লেখ করেছেন কুণাল।



প্রসঙ্গত, দিনকয়েক আগেই টালার ট্যাঙ্কের জলের পাইপে ফাটল দেখা দিয়েছিল। সেই বিপত্তির জেরে উত্তর কলকাতার একটা বড় অংশে জল সরবরাহ ব্যাহত হয়। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই ঘটনার রেশ টেনেই এ দিন পুর প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বেলেঘাটার বিধায়ক। যদিও তৃণমূলের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিয়েছেন বিজেপি নেত্রী তথা কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র মীনা দেবী পুরোহিত। তাঁর পাল্টা দাবি, শহরে এমন কোনও জলসঙ্কট তৈরিই হয়নি। মীনা দেবী বলেন, "কলকাতা পুরসভা জনপরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন। জলসঙ্কট বা ঘোলা জলের এমন কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি। উত্তর কলকাতায় যদি কোথাও সত্যিই এমন ঘটনা ঘটত, তবে আমরা নিশ্চিত ভাবেই তা জানতে পারতাম। খবর পেলে পুরসভাও দ্রুত পদক্ষেপ করত। তাই যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।"

যদিও, কলকাতা পুরসভার তরফে এই ধরনের জলসঙ্কটের অভিযোগ প্রসঙ্গে কোনও জবাব দেওয়া হয়নি। সব মিলিয়ে, শহরের পানীয় জল পরিষেবা নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির এই বাগ্‌যুদ্ধে সরগরম কলকাতার রাজনৈতিক মহল। প্রশাসনের তরফে দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবিতে আশ্বাস রাজ্যের, মালিক সংগঠন চাইছে সঠিক তালিকা হোক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ২০১৮ সালে শেষবার বেসরকারি বাসের ভাড়া বেড়েছিল বলে দাবি বেসরকারি বাসমালিকদের। তারপর থেকে বারবার রাজ্য সরকারের কাছে বাস ভাড়া বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছেন মালিক সংগঠনগুলি। কিন্তু বিগত সরকারের সময় তাঁদের এই দাবি ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে সংগঠনগুলির অভিযোগ বর্তমান পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম বৃদ্ধি, যন্ত্রাংশের দাম, কর্মচারীদের বেতন সব মিলিয়ে বাস ব্যবসা চালিয়ে নিয়ে যাওয়া সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে তাঁদের সমস্যা সমাধানে সুরাহার পথ খুলতে চলেছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী অর্জুন সিং। পুজোর আগে বাসমালিক সংগঠনগুলির সঙ্গে তাঁদের ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে বৈঠক হয়েছিল। সেই সময় মন্ত্রী জানিয়েছিলেন পুজোর পর বাসের ভাড়া বৃদ্ধি হতে পারে। মন্ত্রীর আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছে মালিক সংগঠনগুলি। ভাড়া বৃদ্ধির বিষয়ে সম্প্রতি অর্জুন সিং জানিয়েছেন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন নিয়ে ভাড়া বৃদ্ধি করা হবে। তবে বাসমালিক সংগঠন গুলি যে উল্লেখিত ১৮ টাকা ও জেলায় ২০ টাকা ভাড়ার দাবি করেছে সেই বিষয়ে পরিবহন মন্ত্রক সম্মত হয়নি। এই বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার বার্তা দিয়েছেন মালিক সংগঠনগুলিকে।

এই বিষয়ে সিটি সাবার্বান বাস মালিক সার্ভিসেস-এর পক্ষ থেকে টিটু সাহা জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার ভাড়া বাড়ানোর যে উদ্যোগ নিয়েছেন সেই বিষয়ে সাধুবাদ জানাই কিন্তু ভাড়ার তালিকা নিয়ে সংগঠনের সঙ্গে স্বচ্ছ আলোচনা হয়নি।৬৮ টাকা থেকে ১০০ টাকা তেলের দাম বাড়লে ভাড়া কত বাড়বে সেই বিষয়ে সরকার কোনও তথ্য নেয়নি। পরিবহণ দফতরে যারা তালিকার এই নীতি নির্ধারণ করেন তাঁরা সঠিক ভাবে আলোচনা করেননি। এর পাশাপাশি, পুলিশি জুলিম নিয়েও সরকার মালিক সংগঠনের সঙ্গে কোনও আলোচনা করেনি। বাস ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মালিকদের উপর যে পরিমাণ জরিমানা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা কর আদায়ের পদ্ধতি হতে পারে না। এর ফলে বাস মালিকরা অর্থনৈতিক সমস্যায় পড়ছেন। জরিমানা করা উচিত কিন্তু সেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। বাস চালানোর পর মালিকদের যে মুনাফা হয় তা যদি অতিরিক্ত জরিমানা দিতে বেরিয়ে যায় তবে বাস ব্যবসা টিকিয়ে রাখা যায় না। একইসঙ্গে বাস ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে গ্রহণযোগ্য ভাড়া বৃদ্ধি প্রয়োজন বলে তিনি জানান। ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকারের তরফ থেকে বাসভাড়ার তালিকার বিষয়ে কিছু জানতে চাওয়া হয়নি। বাস ভাড়ার তালিকায় জট কাটছে না। তিনি উল্লেখ করেন, পুলিশি জুলুম বন্ধ না হলে বাস ব্যবসা চালানো যাবে না।

পশ্চিমবঙ্গ বাস ও মিনিবাস সংগঠনের পখ থেকে প্রদীপ নারায়ণ বসু জানান, বেসরকারি বাসে যে ভাড়া বাড়ানো দরকার সেটা সরকার বুঝেছে। তবে সরকার ভাড়া যদি না বাড়ায় তবে বাস চালানো বন্ধ হয়ে যাবে। একটি সংগঠন ভাড়া বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে কিন্তু আমাদের পক্ষ থেকে দাবি একটি রেগুলেটারি কমিটি তৈরি হোক। আয়-ব্যয়ের সামঞ্জস্য রাখার জন্য একটি রেগুলেটারি কমিটি সরকার তৈরি করে দিক। ভাড়া বাড়ানোর জন্য কেন বারবার সরকারের দিকে তাকিয়ে বসে থাকব সেই কথা উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী জানিয়েছেন, যাত্রী পরিষেবার দিকে নজর দিতে হবে। সেই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, গাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে টাকা থাকে না সরকার যদি সেই দিকটা সাহায্য করে তাহলে পরিষেবা বিঘ্নিত হবে না।



বৃহস্পতিবার মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা বৌবাজার থানায় মিছিল করেন; তাঁরা কলেজে হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার এবং কলকাতায় পুলিশ কর্তৃক ইন্টার্ন চিকিৎসকদের ওপর প্রতিশোধমূলক হয়রানির অভিযোগের প্রতিবাদ জানান। — নিজস্ব চিত্র

তিন ইন্টার্নকে তলবের পাল্টা বউবাজার থানায় অনুমতি ছাড়াই ডেপুটেশন জুনিয়র চিকিৎসকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাণ্ডব ও পড়ুয়া-ইন্টার্নদের ওপর হামলার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বৌবাজার থানা অভিযান করলেন সিনিয়র ও জুনিয়র চিকিৎসকদের একাংশ। পুলিশের কাছে ইমেল মারফত আবেদন করেও মিছিলের অনুমতি মেলেনি। কিন্তু অনুমতি ছাড়াই মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সংসদের ডাকে মিছিল করে থানায় পৌঁছোন চিকিৎসকেরা। অধ্যক্ষ ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়কে ঘেরাও ও নিগ্রহের অভিযোগে দায়ের হওয়া এফআইআর-এর ভিত্তিতে তিন ইন্টার্নকে তলব করেছিল পুলিশ। এ দিন তাঁদের নিয়েই থানায় হাজিরা দেওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত পাল্টা ডেপুটেশনের পথে হাঁটেন চিকিৎসকেরা।

থানায় গিয়ে অভিযুক্তদের পরিচয় ও ফুটেজ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি করেন এক জুনিয়র চিকিৎসক। তাঁর বক্তব্য, গত ১৭ নভেম্বর মধ্যরাতে মেডিক্যাল কলেজে ঢুকে ভিড় জমিয়ে ভাঙচুর চালানো ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের মারধরের ঘটনায় বহিরাগত ও এবিভিপি-র লোকজন জড়িত ছিল। ভিডিও ফুটেজের ছবি দেখিয়ে একাধিক ব্যক্তির নাম ও ছবি তুলে ধরেন তিনি। এমনকি এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের ফাইনাল ইয়ারের এক এমবিবিএস পড়ুয়ার বিরুদ্ধেও ওই লোকজনদের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ তোলেন। তাঁর প্রশ্ন, "পুলিশের কাছে কেন আগে থেকেই এই তথ্য নেই, কেন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বা গ্রেফতার করা হয়নি?" পাশাপাশি, পুলিশের স্বতঃপ্রণোদিত পদক্ষেপের আগেই প্রতিষ্ঠানের তরফে এবং অধ্যক্ষের পক্ষ থেকে এফআইআর করা উচিত ছিল বলে মতপ্রকাশ করেন তিনি, কারণ প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে এবং পড়ুয়াদের ওপর হামলা চলেছে।

বৃহস্পতিবার বৌবাজার থানার ওসি-র কাছে জমা দেওয়া যৌথ ডেপুটেশন পত্রে ১৭ নভেম্বর মধ্যরাতে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে বর্বরোচিত ভাঙচুর ও পড়ুয়া-ইন্টার্নদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে,

সংবাদমাধ্যম ও প্রত্যক্ষদর্শীদের ফুটেজ থেকেই স্পষ্ট যে বহিরাগতরা হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে পড়ুয়া ও সরকারি সম্পত্তির ওপর তাণ্ডব চালিয়েছে এবং অনেকের পরিচয় ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে।

ঘটনার এক সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও কোনও হামলাকারী গ্রেফতার হয়নি। উল্টে আক্রান্ত তিন ইন্টার্নকেই সমন পাঠানো হয়েছে।

অবিলম্বে তাণ্ডবকারীদের গ্রেফতার, বাকিদের চিহ্নিত করে শাস্তি এবং চিকিৎসা পরিষেবা ও সরবরাহের ঘাটতি নিয়ে মুখ খোলা ইন্টার্নদের হয়রানি বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে।

যদিও অন্য এক জুনিয়র চিকিৎসক জানান, থানায় পুলিশ শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বক্তব্য ও ঘটনার বিবরণ শুনেছে এবং তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন তাঁরা।

প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার বউবাজার থানায় প্রায় আধঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তিন ইন্টার্নকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ১৭ নভেম্বর রাতে মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে কী ঘটেছিল? ঘটনার নেপথ্যের আসল কারণ কী? ওই দিন রাতে কারা ছিলেন ক্যাম্পাস চত্বরে? গোটা বিষয় সম্পর্কে জানতে চেয়ে ৩ ইন্টার্নকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় বলে জানা গিয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ইন্টার্নরা দাবি করেন, "সেদিন রাতে এবিভিপির সদস্যরা হাসপাতালে তাণ্ডব চালিয়েছে। তাদের একজনের বিরুদ্ধেও তদন্ত হয়নি। আমরা চাই নিরপেক্ষ তদন্ত হোক। যে ৮ জন ইন্টার্নকে শোকজ করা হয়েছে, তা প্রত্যাহার করা হোক।"

এনআরএসে রেডিয়োলজি বিভাগের এক্স-রে রুমে ছাদ থেকে খসে পড়ল চাঙড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: সাতসকালে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। এক্স রে-র ঘরে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল চাঙড়। ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিকভাবেই প্রবল চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে হাসপাতাল চত্বরে। সূত্রের খবর, বরাতজোরে ঘর তখন ফাঁকা ছিল বলে রোগী ও টেকনিশিয়ান দু'পক্ষই প্রাণে বেঁচেছেন। তবে সরকারি হাসপাতালে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসেন, সেখানে বিল্ডিংয়ের এই দশা কেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন সকলেই।

বৃহস্পতিবার সকালে এনআরএস হাসপাতালের ইউএনবি বিল্ডিংয়ে একতলার একটি ঘরে ছাদ থেকে খসে পড়ে চাঙড়। বেরিয়ে পড়ে ছাদ ঢালাইয়ের সময় ব্যবহৃত লোহার রড, বিম। ঘটনায় কেউ আহত হননি বলেই দাবি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের।

হাসপাতালের ইউএনবি বিল্ডিংয়ের রেডিয়োলজি বিভাগের ১০০ নম্বর ঘরে এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের নিজস্ব যে এক্স-রে ব্যবস্থা রয়েছে, তা এই ঘরেই হত। ফলে দুর্ঘটনার সময়ে ঘরে কোনও টেকনিশয়ান বা রোগী থাকলে বিপদের আশঙ্কা ছিল।

ওই এক্স-রে রুমের একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে (যার সত্যতা যাচাই করেনি 'বাংলার দিনকাল')। তাতে দেখা যাচ্ছে, ছাদের বেশির ভাগ অংশ থেকেই চাঙড় খসে পড়েছে নীচে। গোটা মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে চাঙড়ের টুকরো। ফলে ঘরের যে কোনও প্রান্তেই কেউ থাকলে, তাঁরই চোট লাগার সম্ভাবনা ছিল।

নীলরতন সরকার হাসপাতালের ইউএনবি ভবনের নির্মাণগত বেশ কিছু ত্রুটি আগেই ধরা পড়েছিল। পূর্ত দফতরও এ বিষয়ে সতর্ক করেছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। সেই পরামর্শমতো ইউএনবি বিল্ডিংটি ভেঙে ফেলার তোড়জোড়ও শুরু করেছেন কর্তৃপক্ষ।

ওই বিল্ডিংয়ে যে সব বিভাগ ছিল, সেগুলি আগেই হাসপাতালের অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়েছে। ইউএনবি বিল্ডিংয়ের একতলা থেকে পাঁচতলা পর্যন্ত যে সকল বিভাগ ছিল, প্রতিটি বিভাগকে প্রশাসনিক কার্যালয়ের উল্টোদিকে যে ঘর রয়েছে, সেখানে স্থানান্তর করা হয়েছে।

তবে হাসপাতালের নিজস্ব এক্স-রে ব্যবস্থাটি রয়েছে, তা ইউএনবি বিল্ডিংয়ের একতলায় রেডিয়োলজি বিভাগের ১০০ নম্বর ঘরেই রয়ে গিয়েছিল। সূত্রের দাবি, নতুন জায়গায় এক্স রে যন্ত্র বসানোর ক্ষেত্রে কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা ছিল। সেই কারণে ওই ঘর থেকেই রোগীদের এক্স-রে করা হত। হাসপাতাল কর্মীদের একাংশের বক্তব্য, যেহেতু ওখানে এক্স-রে হত, তাই চাঙড় খসে পড়ার সময়ে ঘরে কেউ থাকলে, তাঁর ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা ছিল। বিল্ডিংটি এখন যে অবস্থায় রয়েছে, তাতে দ্রুত সেটি ভাঙার কাজ শুরু করা দরকার বলে মত হাসপাতাল কর্মীদের একাংশের।

অভিষেকের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ কাকা বাবুনের



অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় (বামদিকে), বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায় (ডানদিকে)।

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: ভয় দেখানো, সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগ। এবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা কালীঘাট তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানার দ্বারস্থ কাকা বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল জামানায় শুরু হয়েছে হুমকি কালচার। যা আজও চলছে। তাই বাধ্য হয়েই এবার পুলিশের দ্বারস্থ বাবুন।

বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কের তীক্ততা দীর্ঘদিনের। একটা সময়ে প্রকাশ্যে তাঁকে ত্যাজ্য ভাই করার কথা ঘোষণা করেছিলেন তৃণমূল নেত্রী। তারপর পেরিয়েছে দীর্ঘদিন। এবার পারিবারিক দ্বন্দ্ব গড়াল থানায়। বৃহস্পতিবার ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এফআইআরের আর্জি নিয়ে কালীঘাট থানার দ্বারস্থ হলেন বাবুন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মূল অভিযোগ, একটি রক্তদান শিবিরে বাধা দেওয়া। এদিন বাবুন বলেন, "তৃণমূল জমানায় অনেক কিছু হয়েছে। এখনও চলছে। সরকারি কাজে বাধা, ক্লাব দখল, ভয় দেখানো-কত বলব। অনেক কিছু সহ্য করেছি।" যদিও এবিষয়ে এখনও অভিষেকের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

পালাবদলের পর দেখা গিয়েছে দিদির সঙ্গে দূরত্ব বাড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করেছেন বাবুন। সম্প্রতি নিজের পাড়ার পুজোর উদ্বোধনে শুভেন্দুকেই ডেকেছিলেন তিনি। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রীর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেও দেখা যায় তাঁকে। বারবার তাঁর মুখে শোনা গিয়েছে 'দাদা'র প্রশংসা। ফলে তিনি যে বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন, তা বুঝতে বাকি ছিল না কারও। এসবের মাঝে আচমকা ভাইপোর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের নেপথ্যে রাজনীতির অঙ্ক রয়েছে বলেই দাবি ওয়াকিবহাল মহলের।

পার্ক স্ট্রিটে শোরুমে হানা দিয়ে আড়াই কোটির সোনা লুট

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: জনপ্রিয় বলিউড ছবির কাহিনি অনুসরণ করে শহরে বড়সড় দাঁও মারল দুষ্কৃতীরা।

বুধবার মধ্যরাতে ফিল্মি কায়দায় ভুয়ো জিএসটি আধিকারিক পরিচয় দিয়ে পার্ক স্ট্রিটের একটি সোনার গয়নার শোরুমে হানা দিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকার গয়না হাতিয়ে নিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পার্ক স্ট্রিট এলাকার কারনানি ম্যানশনে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পার্ক স্ট্রিট থানার পুলিশ এবং খতিয়ে দেখা হচ্ছে এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত দেড়টা নাগাদ দুষ্কৃতীদের একটি দল জিএসটি অফিসার সেজে ওই শোরুমে ঢুকে পড়ে। ত ল্লাশি ও অভিযানের অজুহাতে দফতরের ভিতরে ঢুকে তারা প্রায় ২.৫ কো টি টাকার সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। পুরো ঘটনাটিই 'স্পেশাল ২৬' ছবির কায়দায় সাজানো হ য়েছিল বলে প্রাথমিক অনুমান। 'স্পেশাল ২৬' ছবিতে সিবিআই অফিসার সেজে হানা দেওয়ার নাটক করত অপরাধীদের গ্যাং। তারপর সেখান থেকে মূল্য বান সামগ্রী, টাকা পয়সা লুঠপাট ক রে চম্পট দিত তারা। একেবারেই সেই কায়দায় এই দুষ্কৃতীরা গয়না হাতিয়ে পালিয়ে গিয়েছে।

এই ঘটনায় শোরুমের তরফে থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তার ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীরা ঠিক কোন পথে এসেছিল এবং কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তা জানতে কারনানি ম্যানশন ও আশপাশের রাস্তার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি।"

শোরুমের মালিক ও কর্মীদের তরফে পুলিশে দায়ের করা অভিযোগের প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী, খোয়া যাওয়া সোনার গয়নার মোট ওজন প্রায় ১,৯৮১.৭৮০ গ্রাম (প্রায় ২ কেজি)। চুরি যাওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ১০৮টি সোনার চুড়ি, ২০টি সোনার বালা। ব্যবসায়ীর দাবি, বর্তমান বাজার দরে এই পরিমাণ সোনার গয়নার মূল্য কয়েক কোটি টাকা। নজরদারি এড়িয়ে কী

সম্পাদকীয়

প্রশ্ন এক, উত্তর অনেক

শিক্ষা কী? এই একটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে সামনে এসে দাঁড়ায় অসংখ্য ভাবনা, মতামত ও বিশ্লেষণ। কারও কাছে শিক্ষা জীবিকা অর্জনের হাতিয়ার, কারও কাছে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সোপান, আবার কারও কাছে শিক্ষা মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রধান মাধ্যম। বাস্তবে এই প্রতিটি উত্তরই শিক্ষার একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরে। কিন্তু শিক্ষা কি শুধুই বইয়ের পাতায় সীমাবদ্ধ? পরীক্ষার নম্বর, ডিগ্রি কিংবা চাকরি পাওয়ার মধ্যেই কি শিক্ষার প্রকৃত সার্থকতা? এই প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে বুঝতে হয়, শিক্ষা কোনো একমুখী ধারণা নয়। বরং শিক্ষা এমন এক বিস্তৃত প্রক্রিয়া, যার প্রশ্ন এক হলেও উত্তর অনেক।

সভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। মানুষ যখন অজানাকে জানতে চেয়েছে, প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করতে চেয়েছে, সমাজকে বদলানোর স্বপ্ন দেখেছে, তখনই শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। প্রশ্ন করার মধ্য দিয়েই জ্ঞানের জন্ম হয়েছে, আর সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে সভ্যতাকে। তাই শিক্ষা মানে শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়; শিক্ষা মানে সেই তথ্যকে বিচার করার ক্ষমতা অর্জন। একজন শিক্ষিত মানুষ কেবল জানেন না, তিনি কেন জানেন, কীভাবে জানেন এবং তাঁর জানা বিষয়টি সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই চিন্তাও করতে পারেন।

আজকের দিনে শিক্ষার সংজ্ঞা অনেকটাই বদলে গিয়েছে। প্রতিযোগিতার বাজারে ভালো ফল, উচ্চশিক্ষা, নামী প্রতিষ্ঠানে ভর্তি এবং আকর্ষণীয় চাকরি পাওয়াই যেন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। অভিভাবকদের প্রত্যাশা, শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠার চাপ মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থার একটি বড় অংশ এখন নম্বরকেন্দ্রিক। পরীক্ষায় কে কত নম্বর পেল, কে কোন প্রতিষ্ঠানে সুযোগ পেল, কার চাকরি কত বেতনের—এসবের ভিত্তিতেই অনেক সময় শিক্ষার সাফল্য বিচার করা হয়। অথচ একজন শিক্ষার্থীর কৌতূহল, সৃজনশীলতা, মানবিকতা, যুক্তিবোধ কিংবা বাস্তব সমস্যার সমাধান করার দক্ষতা কতটা বিকশিত হলো, সেই প্রশ্নটি অনেক সময় আড়ালেই থেকে যায়।

প্রকৃত শিক্ষা কি তবে শুধু পরীক্ষার ফল? নিশ্চয়ই নয়। পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না, কারণ নির্দিষ্ট সময়ে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা যাচাইয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো পরীক্ষা। কিন্তু পরীক্ষাই যদি শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি হয়ে ওঠে, তাহলে শিক্ষার বৃহত্তর উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মুখস্থ করে নম্বর পাওয়া সম্ভব, কিন্তু সেই জ্ঞানকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করার ক্ষমতা অর্জন করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী যদি পাঠ্যবইয়ের সংজ্ঞা মুখস্থ করতে পারেন, অথচ সমাজের অন্যায়, বৈষম্য কিংবা পরিবেশের সংকট সম্পর্কে সচেতন না হন, তাহলে তাঁর শিক্ষার পরিধি অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

শিক্ষার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো প্রশ্ন করার স্বাধীনতা। যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষার্থীকে শুধু উত্তর মুখস্থ করতে শেখায়, কিন্তু প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করে না, সেই ব্যবস্থা কখনো প্রকৃত জ্ঞানচর্চার পরিবেশ তৈরি করতে পারে না। প্রশ্নের মধ্য দিয়েই চিন্তার বিকাশ ঘটে। কেন এমন হলো, কীভাবে হলো, অন্যভাবে কি সম্ভব, প্রচলিত ধারণাটি কতটা যুক্তিসংগত—এই প্রশ্নগুলিই মানুষকে অনুসন্ধিৎসু করে তোলে। একজন ভালো শিক্ষক তাই কেবল পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করেন না; তিনি শিক্ষার্থীর মনে নতুন প্রশ্নের জন্ম দেন। কারণ প্রশ্নহীন শিক্ষা মানুষকে অনুগত করতে পারে, কিন্তু স্বাধীন চিন্তক করে তুলতে পারে না।

আমাদের সমাজে শিক্ষার সঙ্গে মূল্যবোধের সম্পর্কও গভীরভাবে বিবেচনা করা প্রয়োজন। শিক্ষিত হয়েও মানুষ যদি দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ে, অন্যের অধিকার হরণ করে, নারী ও শিশুর প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে কিংবা সামাজিক দায়িত্ব এড়িয়ে চলে, তাহলে সেই শিক্ষার সার্থকতা কোথায়? প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে শুধু নিজের উন্নতির কথা ভাবতে শেখায় না, অন্যের প্রতি দায়িত্বশীল হতেও শেখায়। সত্যবাদিতা, সহনশীলতা, সহমর্মিতা, শৃঙ্খলা, পরিশ্রম এবং পরের মতকে সম্মান করার মানসিকতা শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ডিগ্রি একজন মানুষের যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারে, কিন্তু তাঁর মানবিকতা ও চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় আচরণে।

শিক্ষা ব্যক্তিগত উন্নতির পাশাপাশি সামাজিক পরিবর্তনেরও শক্তিশালী মাধ্যম। যে সমাজে শিক্ষার প্রসার ঘটে, সেখানে কুসংস্কার, অজ্ঞতা ও অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি হওয়ার সুযোগ বাড়ে। শিক্ষা মানুষকে নিজের অধিকার সম্পর্কে জানতে সাহায্য করে, অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস জোগায় এবং গণতান্ত্রিক চেতনার বিকাশ ঘটায়। বিশেষ করে নারীশিক্ষার প্রসার একটি সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষিত নারী শুধু নিজের জীবনকেই আলোকিত করেন না, পরিবার ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যেও সচেতনতার বীজ বপন করেন। তাই শিক্ষার সুযোগকে লিঙ্গ, আর্থিক অবস্থা, জাতি, ধর্ম কিংবা সামাজিক পরিচয়ের ভিত্তিতে সীমাবদ্ধ রাখা যায় না।

তবে বাস্তবতা হলো, শিক্ষার সুযোগ এখনও সর্বত্র সমান নয়। শহর ও গ্রামের শিক্ষাব্যবস্থার পরিকাঠামো, শিক্ষকসংখ্যা, প্রযুক্তির ব্যবহার এবং শিক্ষার মানের মধ্যে নানা ধরনের পার্থক্য রয়েছে। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীরা অনেক সময় উন্নত শিক্ষার সুযোগ পায়, অথচ দরিদ্র পরিবারের বহু মেধাবী শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় সহায়তার অভাবে পিছিয়ে পড়ে। কোথাও বিদ্যালয় থাকলেও পর্যাপ্ত শিক্ষক নেই, কোথাও প্রয়োজনীয় গ্রন্থাগার বা বিজ্ঞানাগারের অভাব, আবার কোথাও শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার পাশাপাশি জীবিকার দায়িত্বও সামলাতে হয়। ফলে শিক্ষার অধিকার কাগজে-কলমে সবার জন্য সমান হলেও বাস্তব সুযোগের ক্ষেত্রে বৈষম্য রয়ে যায়। এই বৈষম্য দূর না হলে শিক্ষার প্রকৃত গণতন্ত্রীকরণ সম্ভব নয়।

বর্তমান সময়ে প্রযুক্তি শিক্ষার জগতে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। ইন্টারনেট, ডিজিটাল গ্রন্থাগার, অনলাইন ক্লাস এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মতো প্রযুক্তি জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিকে দ্রুত বদলে দিচ্ছে। এখন একটি ছোট শহর বা প্রত্যন্ত গ্রামের শিক্ষার্থীও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানভান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তির এই সুবিধা সবার কাছে সমানভাবে পৌঁছায়নি। ইন্টারনেট সংযোগ, স্মার্টফোন, কম্পিউটার এবং ডিজিটাল দক্ষতার অভাব অনেক শিক্ষার্থীকে পিছিয়ে রাখছে। পাশাপাশি প্রযুক্তির ওপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, ভুল তথ্যের বিস্তার এবং চিন্তাশক্তির পরিবর্তে তৈরি উত্তর গ্রহণের প্রবণতাও নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করছে। তাই প্রযুক্তিকে শিক্ষার বিকল্প নয়, বরং সহায়ক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক নিয়েও নতুন করে ভাবার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাজীবন শেষ করার পর বহু তরুণ-তরুণী কাজের সন্ধানে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেন। তাঁদের অনেকেরই ডিগ্রি রয়েছে, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দক্ষতা, যোগাযোগের ক্ষমতা কিংবা সমস্যা সমাধানের অভিজ্ঞতার অভাব দেখা যায়। এর ফলে শিক্ষাব্যবস্থা ও কর্মজগতের মধ্যে একটি দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। এই দূরত্ব কমাতে পাঠ্যক্রমে কারিগরি শিক্ষা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, গবেষণা, উদ্যোগ গ্রহণের মানসিকতা এবং বাস্তব অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। একই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার উদ্দেশ্য কেবল চাকরিপ্রার্থী তৈরি করা নয়; বরং এমন মানুষ তৈরি করা, যাঁরা নতুন কাজের ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারবেন এবং সমাজের উন্নয়নে অবদান রাখবেন।

এখানে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকতা শুধু একটি পেশা নয়, এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গঠনের দায়িত্ব। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনে আত্মবিশ্বাস জাগাতে পারেন, ভুল থেকে শেখার সাহস দিতে পারেন এবং অজানাকে জানার আগ্রহ তৈরি করতে পারেন। কিন্তু শিক্ষকদেরও প্রয়োজন উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, সম্মানজনক কর্মপরিবেশ এবং স্বাধীনভাবে শিক্ষাদানের সুযোগ। একইভাবে বিদ্যালয় ও কলেজকে শুধু পরীক্ষার প্রস্তুতিকেন্দ্র হিসেবে দেখলে চলবে না। সেখানে সাহিত্যচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা, খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম, বিতর্ক এবং সামাজিক কাজের সুযোগ থাকা প্রয়োজন। কারণ মানুষের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সৃজনশীলতার সম্মিলিত চর্চায়।

শিক্ষার সঙ্গে মাতৃভাষার সম্পর্কও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মাতৃভাষায় শিক্ষা শিশুর চিন্তা, অনুভূতি ও জ্ঞান অর্জনের ভিতকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করে। একই সঙ্গে বিশ্বজ্ঞান অর্জনের জন্য অন্যান্য ভাষা শেখার গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। ভাষা কখনো বিভাজনের দেয়াল হওয়া উচিত নয়; বরং ভাষা হওয়া উচিত জ্ঞান ও যোগাযোগের সেতু। শিক্ষার্থীরা যেন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকেও বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

পরিবেশ ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাও শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ, বনভূমি ধ্বংস, জলের সংকট এবং জীববৈচিত্র্যের অবক্ষয় আজ সমগ্র পৃথিবীর সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাগুলি সম্পর্কে শুধু বইয়ে পড়ে পরীক্ষা দেওয়া যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের পরিবেশের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই জীবনযাপনের গুরুত্ব বুঝতে হবে। শিক্ষা যদি মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের পাঠ না দেয়, তাহলে উন্নয়নের ধারণাও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।

সবশেষে বলা যায়, শিক্ষা নিয়ে প্রশ্ন এক হলেও তার উত্তর কখনো একটিমাত্র হতে পারে না। শিক্ষা জীবিকা অর্জনের পথ, আবার আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার শক্তি। শিক্ষা জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম, আবার অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের হাতিয়ার। শিক্ষা ব্যক্তির উন্নতির সোপান, আবার সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম চালিকাশক্তি। তাই শিক্ষাকে কেবল নম্বর, সনদ ও চাকরির গণ্ডিতে আটকে রাখলে চলবে না। প্রয়োজন এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা, যেখানে থাকবে প্রশ্ন করার স্বাধীনতা, যুক্তির চর্চা, মানবিক মূল্যবোধ, বিজ্ঞানমনস্কতা, সমান সুযোগ এবং বাস্তব জীবনের সঙ্গে জ্ঞানের সংযোগ।

আজ আমাদের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল—আমরা কেমন মানুষ তৈরি করতে চাই? শুধু পরীক্ষায় সফল প্রতিযোগী, নাকি বিবেকবান, দায়িত্বশীল ও মানবিক নাগরিক? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ধারণ করবে আগামী দিনের শিক্ষার দিশা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষা কোনো সমাপ্ত গন্তব্য নয়; এটি সারাজীবনের এক চলমান যাত্রা। যে শিক্ষা মানুষকে ভাবতে শেখায়, ভুল স্বীকার করতে শেখায়, নতুন কিছু জানতে উৎসাহিত করে এবং অন্যের জীবনে আলো ছড়ানোর প্রেরণা দেয়, সেই শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা। অতএব, প্রশ্ন এক হলেও উত্তর অনেক—আর সেই বহু উত্তরের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে একটি সুন্দর, সচেতন, সমতাভিত্তিক ও মানবিক সমাজ গড়ে তোলার সম্ভাবনা।

আজ আন্তর্জাতিক বাল্যবিবাহ, অল্পবয়সে ও জোরপূর্বক বিবাহ নির্মূল দিবস

সুলেখা দাস

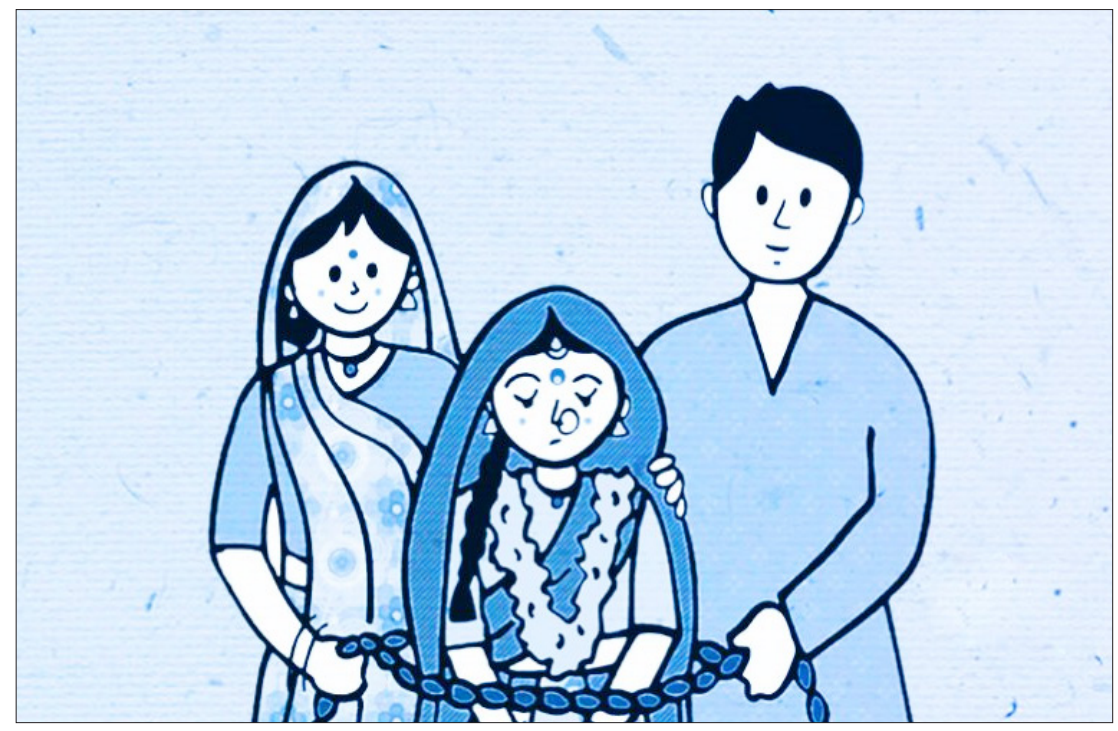

সমাজ যতই আধুনিকতার পথে এগিয়ে যাক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রায় যতই পরিবর্তন আসুক, আজও আমাদের সমাজের এক গভীর অন্ধকার বাস্তবতা হলো বাল্যবিবাহ, অল্পবয়সে বিবাহ এবং জোরপূর্বক বিবাহ। একুশ শতকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও অসংখ্য কিশোরীকে শৈশবের আনন্দ, শিক্ষার অধিকার, নিজের স্বপ্ন পূরণের স্বাধীনতা এবং আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে হচ্ছে। যে বয়সে তাদের হাতে থাকার কথা বই-খাতা, যে সময়ে তাদের স্বপ্ন দেখার কথা ভবিষ্যৎ নিয়ে, সেই বয়সেই অনেকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে সংসারের দায়িত্ব। যে বয়সে তাদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের কথা, সেই বয়সেই তাদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে মাতৃত্ব, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক চাপের কঠিন বাস্তবতার দিকে। এটি শুধু একটি সামাজিক কুপ্রথা নয়; এটি মানবাধিকার লঙ্ঘন, নারী-পুরুষের সমানাধিকারের পরিপন্থী এবং একটি জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের পথে বড় বাধা।

২৭ নভেম্বর আন্তর্জাতিক বাল্যবিবাহ, অল্পবয়সে ও জোরপূর্বক বিবাহ নির্মূল দিবস উপলক্ষে এই প্রশ্নগুলি নতুন করে সামনে আসে। এই দিনটি আমাদের মনে করিয়ে দেয়, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই কেবল একটি নির্দিষ্ট দিনের কর্মসূচি হতে পারে না। এটি হতে হবে প্রতিদিনের সামাজিক আন্দোলন, প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা এবং মানবিক মূল্যবোধের সম্মিলিত উদ্যোগ। একটি শিশুর শৈশব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্র, সমাজ এবং পরিবারের সম্মিলিত দায়িত্ব।

বাল্যবিবাহ বলতে সাধারণভাবে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোনো শিশুর বিবাহকে বোঝানো হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোতেও ১৮ বছরের কম বয়সে বিবাহকে বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অন্যদিকে, জোরপূর্বক বিবাহ হলো এমন বিবাহ, যেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধীন ও পূর্ণ সম্মতি থাকে না। ভয় দেখিয়ে, পারিবারিক চাপ সৃষ্টি করে, সামাজিক সম্মানের অজুহাতে কিংবা অর্থনৈতিক অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে কাউকে বিবাহে বাধ্য করা হলে তা জোরপূর্বক বিবাহের পর্যায়ে পড়ে।

আমাদের সমাজে বাল্যবিবাহের শিকার অধিকাংশই কিশোরী। যদিও ছেলেদেরও অল্পবয়সে বিবাহের ঘটনা ঘটে, কিন্তু এর স্বাস্থ্যগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব মেয়েদের জীবনে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি গভীর। একটি মেয়ে যখন অল্প বয়সে বিবাহিত হয়, তখন তার শিক্ষাজীবন প্রায়শই থেমে যায়। নিজের পছন্দ-অপছন্দ প্রকাশের স্বাধীনতা সংকুচিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে শ্বশুরবাড়ির পরিবেশ, স্বামীর পরিবারের প্রত্যাশা এবং মাতৃত্বের চাপ তার স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, অনেক পরিবার এখনও বাল্যবিবাহকে সামাজিক নিরাপত্তার উপায় বলে মনে করে। তাদের ধারণা, মেয়েকে দ্রুত বিয়ে দিতে পারলেই পরিবারের দায়িত্ব কমবে, মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে কিংবা সামাজিকভাবে সম্মান রক্ষা পাবে। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। অল্পবয়সে বিয়ে একটি মেয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিবর্তে তাকে অনেক সময় আরও বেশি ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। যে পরিবার মেয়ের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার কথা ভেবে তার বিয়ে দিয়ে দেয়, সেই পরিবারই অজান্তে তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীনতা এবং সম্ভাবনাকে বিপন্ন করে।

বাল্যবিবাহের পেছনে একাধিক কারণ কাজ করে। এর মধ্যে দারিদ্র্য অন্যতম প্রধান কারণ। অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলির অনেকেই মনে করে, মেয়েকে যত দ্রুত সম্ভব বিয়ে দিতে পারলে পরিবারের আর্থিক বোঝা কমবে। কোথাও আবার বিয়ের খরচ, পণপ্রথা, সামাজিক মর্যাদার প্রতিযোগিতা এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার অনিশ্চয়তা পরিবারকে এই সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ শিক্ষার অভাব। যে পরিবারে নারীশিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা কম, সেখানে মেয়েদের ভবিষ্যৎ প্রায়শই বিবাহ ও সংসারকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। অনেক অভিভাবক মনে করেন, মেয়েদের বেশি পড়াশোনা করিয়ে লাভ কী? শেষ পর্যন্ত তো বিয়েই দিতে হবে! এই মানসিকতা শুধু একটি মেয়ের জীবনকে সীমাবদ্ধ করে না, বরং গোটা সমাজের অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে।

তৃতীয়ত, সামাজিক কুসংস্কার ও পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা বাল্যবিবাহকে টিকিয়ে রাখার অন্যতম কারণ। অনেক সমাজে এখনও মেয়েদের স্বাধীনতা, চলাফেরা, বন্ধুত্ব কিংবা নিজের পছন্দে জীবন গড়ার অধিকারকে সন্দেহের চোখে দেখা হয়। মেয়ের বয়ঃসন্ধি শুরু হলেই তাকে বিয়ে দেওয়ার জন্য পরিবারের ওপর সামাজিক চাপ তৈরি হয়। পরিবারের তথাকথিত সম্মান রক্ষার নামে কিশোরীর ইচ্ছা, মতামত এবং ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করা হয়।

এ ছাড়াও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বন্যা, নদীভাঙন, ঘূর্ণিঝড়, বাস্তুচ্যুতি, নিরাপত্তাহীনতা এবং সামাজিক অস্থিরতা বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বাড়ায়। বিশেষত দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলি সংকটের সময় মেয়েদের বিয়েকে সমস্যার সমাধান বলে মনে করতে পারে। ফলে জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার সঙ্গেও বাল্যবিবাহের সম্পর্ক ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

বাল্যবিবাহের সবচেয়ে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর। কৈশোর হলো শরীর ও মনের বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ সময়। এই সময়ে একজন কিশোরীর পর্যাপ্ত পুষ্টি, শিক্ষা, বিশ্রাম, নিরাপত্তা এবং মানসিক বিকাশের সুযোগ প্রয়োজন। কিন্তু অল্পবয়সে বিবাহের ফলে অনেক কিশোরীকে এমন সব দায়িত্ব নিতে হয়, যার জন্য তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকে না।

বিশেষ করে অল্প বয়সে গর্ভধারণ মা ও শিশুর স্বাস্থ্যঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। কিশোরী মায়েদের ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা, গর্ভাবস্থার জটিলতা, প্রসবকালীন সমস্যা এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যগত বিপদের আশঙ্কা বেশি থাকে। নবজাতকের কম ওজন, অপরিণত জন্ম এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকিও বাড়তে পারে।

শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যেও এর গভীর প্রভাব পড়ে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে, পরিচিত পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্নতা, পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাওয়া, পারিবারিক নির্যাতন এবং অকাল মাতৃত্বের চাপ অনেক কিশোরীর মধ্যে উদ্বেগ, হতাশা, একাকিত্ব ও আত্মবিশ্বাসের অভাব তৈরি করে। অনেক সময় তারা নিজেদের সমস্যার কথা কাউকে বলতে পারে না। কারণ সমাজের চোখে বিয়ের পর তাদের আর শিশু হিসেবে দেখা হয় না; বরং সংসারের দায়িত্ব পালন করাই তাদের প্রধান কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়।

অতএব, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ শুধু সামাজিক সংস্কারের বিষয় নয়, এটি জনস্বাস্থ্য এবং শিশু সুরক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

শিক্ষা প্রতিটি শিশুর মৌলিক অধিকার। শিক্ষা একজন মানুষকে শুধু কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয় না, তাকে সচেতন, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীন চিন্তার অধিকারী করে তোলে। কিন্তু বাল্যবিবাহের ফলে বহু কিশোরীর শিক্ষাজীবন মাঝপথে থেমে যায়।

একজন মেয়ে যখন মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক স্তরে পড়াশোনা করার পরিবর্তে সংসারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন তার সামনে উচ্চশিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ সংকুচিত হয়ে যায়। ফলে সে দীর্ঘমেয়াদে অর্থনৈতিকভাবে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে পারে।

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনে রাখা দরকার—একটি মেয়েকে শিক্ষিত করা মানে শুধু একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করা নয়; এর মাধ্যমে একটি পরিবার, একটি সমাজ এবং পরবর্তী প্রজন্মকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করা। শিক্ষিত মা সন্তানের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও অধিকার সম্পর্কে তুলনামূলকভাবে বেশি সচেতন হতে পারেন। তাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের অন্যতম শক্তিশালী হাতিয়ার হলো মেয়েদের শিক্ষার ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা।

বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া রোধ, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়ানো, নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শৌচাগার, বৃত্তি এবং আর্থিক সহায়তা নিশ্চিত করা জরুরি। পাশাপাশি বিবাহের চাপের মুখে থাকা কিশোরীদের জন্য বিদ্যালয় ও প্রশাসনের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে।

ভারতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের জন্য আইন রয়েছে। ২০০৬ সালের Prohibition of Child Marriage Act বা বাল্যবিবাহ নিষেধ আইন অনুযায়ী, ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলের বিবাহ বাল্যবিবাহের আওতায় পড়ে। এই আইনে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত শিশুদের আইনি সুরক্ষার বিধান রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশাসন, পুলিশ, শিশু সুরক্ষা কমিটি, স্থানীয় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, বিদ্যালয় এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করছে। বিভিন্ন সচেতনতামূলক কর্মসূচি, কন্যাশিক্ষা, আর্থিক সহায়তা এবং শিশু সুরক্ষা উদ্যোগের মাধ্যমে পরিস্থিতির উন্নতির চেষ্টা চলছে।

পশ্চিমবঙ্গের কন্যাশ্রী প্রকল্প মেয়েদের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া এবং অল্পবয়সে বিবাহ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ। এই ধরনের প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো মেয়েদের শিক্ষায় উৎসাহিত করা এবং তাদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে শক্তিশালী করে তোলা।

তবে আইন থাকা সত্ত্বেও সমস্যা পুরোপুরি দূর হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে গোপনে বিয়ের আয়োজন করা হয়। জন্মের নথি পরিবর্তন, বয়স গোপন করা কিংবা দূরবর্তী এলাকায় বিয়ের ব্যবস্থা করার ঘটনাও সামনে আসে। কোথাও আবার সামাজিক চাপের কারণে প্রতিবেশীরা জানলেও প্রতিবাদ করতে সাহস পান না।

তাই শুধু আইন প্রণয়ন করলেই হবে না, তার যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। বাল্যবিবাহের খবর পাওয়ার পর প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ, নির্যাতিত বা ঝুঁকিতে থাকা শিশুর নিরাপদ আশ্রয়, আইনি সহায়তা এবং পরবর্তী পুনর্বাসনের ব্যবস্থা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

বাল্যবিবাহের পাশাপাশি জোরপূর্বক বিবাহও সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা। বিবাহ একটি ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক, যার ভিত্তি হওয়া উচিত পারস্পরিক সম্মান, স্বাধীনতা এবং সম্মতি। কিন্তু যখন কোনো মেয়েকে পরিবারের সিদ্ধান্ত, সামাজিক চাপ, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক অজুহাত কিংবা আর্থিক স্বার্থের কারণে বিয়েতে বাধ্য করা হয়, তখন সেই বিবাহের মৌলিক মানবিক ভিত্তিই নষ্ট হয়ে যায়।

একজন প্রাপ্তবয়স্ক নারী বা পুরুষেরও নিজের জীবনসঙ্গী নির্বাচনের স্বাধীনতা রয়েছে। সেই স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে জোর করে বিয়ে দেওয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবাধিকারের পরিপন্থী। বিশেষ করে কিশোরীদের ক্ষেত্রে এই ধরনের চাপ আরও বিপজ্জনক, কারণ তারা অনেক সময় নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় কিংবা প্রতিবাদ করার মতো সামাজিক ও আর্থিক শক্তি তাদের থাকে না।

আমাদের মনে রাখতে হবে, বিয়ে কোনো পরিবারের সম্মান রক্ষার হাতিয়ার নয়। বিয়ে কোনো মেয়েকে নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমও নয়। বিবাহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্বাধীন সম্মতি অপরিহার্য। সম্মতি ছাড়া সম্পর্কের কোনো সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে না।

বাল্যবিবাহ নির্মূলের লড়াইয়ে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পরিবারের। বাবা-মাকে বুঝতে হবে, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং তার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করাই প্রকৃত অভিভাবকত্বের পরিচয়।

একটি মেয়েকে বোঝা হিসেবে নয়, সম্ভাবনাময় মানুষ হিসেবে দেখতে হবে। তার ইচ্ছা, মতামত, স্বপ্ন ও সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিতে হবে। পরিবারের উচিত মেয়েদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলা, নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা এবং প্রয়োজনের সময় তাদের পাশে দাঁড়ানো।

সমাজের শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, ধর্মীয় ও সামাজিক ন

নিজের জমি বেচে জঙ্গি তৈরিতে অর্থ বিনিয়োগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রায় দুই দশক আগে জম্মু-কাশ্মী রে র রিয়াসি জেলা থেকে নিখোঁজ হ য়েছিলেন ৩০ জন। এত দিন তাঁদের কোনও খোঁজ মেলেনি। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের দাবি, তাঁরা কেউ নিখোঁজ হননি, বরং অস্ত্রের প্রশিক্ষণ নিতে পাকিস্তানে পাড়ি দিয়েছিলেন। বর্তমানে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বসেই ভারতে জঙ্গি কার্যকলাপ চালানোর চেষ্টা করছেন। হিজ়বুল মুজাহিদিনের সঙ্গে যুক্ত ওই ৩০ জনের নামের তালিকা প্রকাশ্যে এনেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জনের জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বুধবার জম্মু-কাশ্মীরের পুলিশ প্রধান নলিন প্রভাত জানিয়েছেন, রিয়াসি জেলার মাহোরে এবং চাসানা এলাকার বাসিন্দা ওই ৩০ জনের বিরুদ্ধে তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। পুলিশের দাবি, প্রায় দুই দশক আগে তাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। সেখানে অস্ত্র চালানো এবং বিস্ফোরক তৈরির প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর হিজবুল মুজাহিদিনে যোগ দেন। বর্তমানে সীমান্তের ওপার থেকে জম্মু-কাশ্মীরে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ, জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থের জোগান এবং স্থানীয় যুবকদের উগ্রপন্থায় প্ররোচিত করার কাজ চালাচ্ছেন অভিযুক্তেরা।

তদন্তে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে এসেছে। পুলিশের দাবি, পাকিস্তানে বসে থাকা ওই অভিযুক্তেরা বিদেশের অর্থ না নিয়ে নিজেদের পৈতৃক জমি বিক্রি করার টাকা জঙ্গি কার্যকলাপে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছিলেন। সরাসরি জমি বিক্রি না করে স্থানীয় সহযোগীদের মাধ্যমে জমি হস্তান্তর এবং তার বিনিময়ে পাওয়া অর্থ সীমান্তের ওপারে পাঠানোর ছক কষা হয়েছিল বলে সন্দেহ তদন্তকারীদের।

এই তথ্য সামনে আসার পরে জমি বিক্রির মাধ্যমে জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থের জোগান বন্ধ করতে তৎপর হয় রিয়াসি জেলা পুলিশ। অভিযুক্ত ৩০ জনের মধ্যে পাঁচ জনের স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিজিপির নির্দেশে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউএপিএ) আওতায় এই পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রিয়াসির পুলিশ সুপার মুকুন্দ লাল।

যাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন মাহোরের শাদোল গ্রামের মহম্মদ কাইয়ুম ওরফে আবদুল কাইয়ুম। বাদ্দের এলাকার বশির আহমেদ ওরফে মাসুম এবং আরনাসের হুন্ডার গ্রামের শওকত আলির তিন কানাল জমিও আটক করা হয়েছে। এ ছাড়া থুরুর খান্তি গ্রামের মঞ্জুর আহমেদ ওরফে মঞ্জুর হুসেনের জমি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পঞ্চম অভিযুক্ত ইমতিয়াজ আহমেদের সম্পত্তিও এই প্রক্রিয়ার আওতায় এসেছে। সব মিলিয়ে পাঁচ জনের ২৭ কানালেরও বেশি জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ২০২৪ সালের ২৯ নভেম্বর পাওয়া গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে মাহোর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), বিস্ফোরক ও ইম্প্রোভাইজড বিস্ফোরক সামগ্রী সংক্রান্ত আইন এবং ইউএপিএ-র বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়।

তদন্তের সময়ে একাধিক সাক্ষীর বয়ান রেকর্ড করেন পুলিশকর্মীরা। সেখান থেকেই অভিযুক্তদের জমি বিক্রি করে জঙ্গি কার্যকলাপে অর্থ জোগানোর পরিকল্পনার বিষয়টি সামনে আসে বলে দাবি পুলিশের।

মালদা ডিভিশনে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং নং ৪৭ স্থায়ীভাবে বন্ধ করল পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৬ নভেম্বর, ২০২৬: পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে মালদা ডিভিশনে একটি ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং স্থায়ীভাবে বন্ধ করার মাধ্যমে রেল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আরও একটি উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করল পূর্ব রেল।

"নিরাপত্তা – আমাদের অগ্রাধিকার" এই মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে পূর্ব রেল গত ২৫.১১.২০২৬ তারিখে এই সাফল্য অর্জন করে। মালদা ডিভিশনের তিনপাহাড়-ধুলিয়ান গঙ্গা সেকশনে অবস্থিত লেভেল ক্রসিং নং ৪৭-এ একটি রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিংটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মালদার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী মনীশ কুমার গুপ্তের নির্দেশনা এবং মালদা ডিভিশনের সমগ্র দলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যথাযথ কারিগরি ও প্রকৌশলগত ব্যবস্থার মাধ্যমে এই ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংটি স্থায়ীভাবে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। কাজের আগে ও পরের ছবিতে ওই স্থানের পরিবর্তন স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের ফলে লেভেল ক্রসিং নং ৪৭ বন্ধ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে রেল ও সড়ক যানবাহনকে পারাপারের সংঘাত ছাড়াই নিরাপদে চলাচলের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে।



এই ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিংটি বন্ধ করার ফলে সম্ভাব্য দুর্ঘটনার ঝুঁকি দূর হয়েছে এবং ট্রেন চলাচলের পাশাপাশি সড়কপথের যাত্রী ও যানবাহন ব্যবহারকারীদের নিরাপত্তাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যথাযথ প্রকৌশলগত ব্যবস্থার মাধ্যমে লেভেল ক্রসিংগুলি পর্যায়ক্রমে বন্ধ করার ক্ষেত্রে পূর্ব রেলের ধারাবাহিক অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন এই সাফল্য। এর ফলে আরও একটি ইন্টারলকড লেভেল ক্রসিং বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে এবং নিরাপদ রেল চলাচলের লক্ষ্যে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল পূর্ব রেল। এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য মালদা ডিভিশনের সমগ্র দল অভিনন্দন পাওয়ার যোগ্য।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি বলেন, "তিনপাহাড়-ধুলিয়ান গঙ্গা সেকশনে রোড ওভার ব্রিজ নির্মাণের মাধ্যমে লেভেল ক্রসিং নং ৪৭ বন্ধ করা পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে নিরাপদ ট্রেন চলাচল এবং সকলের জন্য আরও নির্বিঘ্ন সড়ক যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরও একটি দৃঢ় পদক্ষেপ।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পূর্ব রেলের যৌথ সমন্বয় বৈঠকের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত

কলকাতা: ২৬.১১.২০২৬ : পারস্পরিক সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি নিয়ে আলোচনা এবং সেগুলির স্থায়ী সমাধানের পথ খুঁজতে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের আধিকারিকবৃন্দ—যার মধ্যে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের (UD & MA) অতিরিক্ত মুখ্য সচিব এবং কলকাতা পুরসভার (KMC) কমিশনার উপস্থিত ছিলেন—এবং পূর্ব রেলের আধিকারিকবৃন্দ, যার মধ্যে শি য়া লদহের মণ্ডল রেল প্রবন্ধক (DRM) ও মুখ্য সেতু বাস্তুকার (Chief Bridge Engineer) উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠক টিতে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাননীয়া পু র ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীমতী অগ্নিমিত্রা পাল এবং রেলের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন শিয়ালদহের মণ্ডল রেল প্রবন্ধক শ্রী রাজীব সাক্সেনা।



বৈঠকে আলোচিত অন্যতম প্রধান বিষয়টি ছিল শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার মৌলালি-পামার্স ব্রিজের বর্তমান অবস্থা, যেখানে সম্প্রতি রেললাইন বসে যাওয়ার (track subsidence) একটি ঘটনা রেলের পক্ষ থেকে সাময়িকভাবে মেরামত করা হয়েছে। রাজ্য সরকার ও রেলের যৌথ প্রচেষ্টা এবং নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে এই সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধান খুঁজে বের করার ওপর আলোচনায় জোর দেওয়া হয়। এছাড়াও, ভবিষ্যতে যাত্রী ও স্থানীয় বাসিন্দাদের যাতে কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয় এবং জল জমার সমস্যা রোধ করা যায়, সেজন্য ওই এলাকার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নতির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

বৈঠকে আলোচিত অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল টালা এলাকার জল চুঁইয়ে পড়ার সমস্যা। এই বিষয়ে, জল চুঁইয়ে পড়ার কারণ চিহ্নিত করা এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের স্বার্থে পরিদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি প্রদানে রেল সম্মত হয়েছে।

পরিশেষে, যৌথ হস্তক্ষেপের প্রয়োজন রয়েছে এমন আরও বেশ কয়েকটি পরিকাঠামোগত বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। উভয় পক্ষই পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এবং সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই সমস্যাগুলি সমাধানের লক্ষ্যে একযোগে কাজ করতে সম্মত হয়েছে।

বারংবার জল জমার সমস্যা রোধ করা, পরিকাঠামোগত উদ্বেগগুলি নিরসন করা এবং রেল চলাচল আরও মসৃণ ও জনসাধারণের যাতায়াত অধিকতর সুগম করার উদ্দেশ্যে, আগামী বর্ষার আগেই প্রয়োজনীয় স্থায়ী প্রতিকারমূলক ব্যবস্থাগুলি সম্পন্ন করার ওপরই মূলত এই বৈঠকে আলোকপাত করা হয়।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শ্রী শিবরাম মাঝি এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে, "রাজ্য সরকার এবং পুর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গঠনমূলক আলোচনা ও নিবিড় সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিকাঠামোগত চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলা করার পাশাপাশি নিরাপদ, মসৃণ ও নিরবচ্ছিন্ন ট্রেন পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে পূর্ব রেল প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। নিকাশি ও জল জমার সমস্যা সহ দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলির স্থায়ী ও টেকসই সমাধান খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে এই বৈঠকটি একটি অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ।"

বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে ৪ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে ১১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মাইক্রোফিন্যান্স সামিট ২০২৬

মাইক্রোফিন্যান্সের পরিবর্তিত ভূমিকা, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি এবং ভারতের উন্নয়নে এর অবদান নিয়ে দেশজুড়ে বিশেষজ্ঞদের মতবিনিময়



মোহাম্মদ শাবিব আলম, কলকাতা: অ্যাসোসিয়েশন অফ মাইক্রোফিন্যান্স ইনস্টিটিউশনস – ওয়েস্ট বেঙ্গল (এএমএফআই-ডব্লিউবি) কলকাতা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছে যে, এমএফআইএন এবং সা-ধনের সহযোগিতায় ১১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মাইক্রোফিন্যান্স সামিট ২০২৬-এর আয়োজন করা হবে। এই সম্মেলনে ইকুইফ্যাক্স নলেজ পার্টনার, এম২আই রিসার্চ পার্টনার এবং আরোহন ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড কনফারেন্স পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করছে। আগামী ৪ ডিসেম্বর ২০২৬ কলকাতার নিউটাউনে অবস্থিত বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে এই সামিট অনুষ্ঠিত হবে।

এবারের সামিটের মূল বিষয়বস্তু হল, "আকাঙ্ক্ষা থেকে অগ্রগতির পথে: ভারতের উন্নয়নের কাহিনিতে মাইক্রোফিন্যান্সের ভূমিকার পুনর্নির্মাণ"। এই বিষয়ের মাধ্যমে বিশেষ করে পূর্ব ভারতে মাইক্রোফিন্যান্স শিল্পের পরিবর্তিত পরিস্থিতি এবং দেশের উন্নয়নের যাত্রায় এর ক্রমবর্ধমান ভূমিকা তুলে ধরা হবে। এবারের আলোচনার মূল ভিত্তি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

নতুন ভারতের পরিবর্তিত আকাঙ্ক্ষা: ভারতের ঋণগ্রহীতারা, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের মানুষ, এখন আর শুধু প্রাথমিক আর্থিক পরিষেবার সুযোগ পাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তাঁরা উন্নত জীবিকা, আয়ের বিভিন্ন উৎস এবং আরও বেশি আর্থিক বিকল্পের দিকে এগিয়ে চলেছেন। এই পরিস্থিতিতে গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও প্রত্যাশার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মাইক্রোফিন্যান্স ক্ষেত্রকে তাদের আর্থিক পণ্য, পরিষেবার পরিধি এবং অংশীদারিত্বের পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হবে।

শুধু পরিস্থিতির মোকাবিলা নয়, বরং নতুনভাবে নিজেদের গড়ে তোলা: বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও পরিবর্তনের সঙ্গে শুধু মানিয়ে নেওয়ার পরিবর্তে মাইক্রোফিন্যান্স ক্ষেত্রের সামনে নিজেদের সক্রিয়ভাবে নতুন করে গড়ে তোলার সুযোগ রয়েছে। এর মধ্যে আর্থিক পণ্য ও অর্থায়নের উৎসে বৈচিত্র্য আনা, দায়িত্বশীলভাবে প্রযুক্তি ও তথ্যের ব্যবহার এবং কোন শ্রেণির মানুষের কাছে কীভাবে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া হবে, তা নতুন করে বিবেচনা করার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারতের উন্নয়নের যাত্রায় সক্রিয় অংশীদার: বিকশিত ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাইক্রোফিন্যান্স ক্ষেত্রের অবদান স্বতঃসিদ্ধ নয়। অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে এই ক্ষেত্রকে সরকার, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজেদের সক্রিয় ভূমিকা আরও জোরালোভাবে তুলে ধরতে হবে।

১১তম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মাইক্রোফিন্যান্স সামিট ২০২৬-এ বিভিন্ন মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠান (এমএফআই), ব্যাঙ্ক, ফিনটেক সংস্থা, বিনিয়োগকারী, নিয়ন্ত্রক সংস্থা এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা এক মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন। আগামী দিনের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মাইক্রোফিন্যান্স ক্ষেত্র কীভাবে নিজেদের ভূমিকা নতুন করে নির্ধারণ করতে পারে, তা নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য শুধু আরও বেশি মানুষের কাছে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া নয়, বরং যে পরিবারগুলি এই পরিষেবার সুবিধা পাচ্ছে, তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দেওয়া এবং জীবনযাত্রায় প্রকৃত অগ্রগতি আনা।

এই সামিটে প্রায় ৪০০ জন প্রতিনিধির অংশগ্রহণের সম্ভাবনা রয়েছে। তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে কর্মরত মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানগুলি (এনজিও, এনবিএফসি, স্মল ফিনান্স ব্যাঙ্ক বা এসএফবি, বিজনেস করেসপন্ডেন্ট বা বিসি এবং ব্যাঙ্ক) অংশ নেবে। পূর্ব ভারত থেকে ৬০টিরও বেশি মাইক্রোফিন্যান্স প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

এছাড়াও প্রতিবেশী দেশগুলির প্রতিনিধি, ব্যাঙ্ক, নিয়ন্ত্রক সংস্থা, রেটিং এজেন্সি, ফিনটেক, আইটি ও সফটওয়্যার সংস্থা, বিমা কোম্পানি, গবেষক, শিক্ষাবিদ ও ছাত্রছাত্রীরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। পাশাপাশি জ্বালানি ক্ষেত্রের সংস্থা, বিশেষ করে গ্রিন এনার্জি প্রদানকারী সংস্থা ও সামাজিক উদ্যোগ, মোবাইল ব্যাঙ্কিং এবং কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন প্রদানকারী সংস্থা, শিল্প সংস্থা ও নেটওয়ার্ক, দাতা সংস্থা, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং কনসালটেন্সি ফার্মের প্রতিনিধিরাও এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল (১) রতন কুমার চক্রবর্তী, (২) সঞ্জয় কুমার চক্রবর্তী, I-13904/2022 (DSR-3 Barasat) নং আমমোক্তার দলিল মূলে সহিদুল আলীকে রামচন্দ্রপুর মৌজার হাল- ২৪৯, ২৪৫, ২৪৬ এবং ২৪৭ নং দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমি ক্রেতাঃ শ্রী ঋষভ বাড়ৈ, পিতা- শ্রী বিমল চন্দ্র বাড়ৈ, সাং-নাগদহ, থানা- বীজপুর, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ), জমি- ৪২ শতক, বিক্রেতাঃ শ্রীমতী মহুয়া বাগচী, স্বামী- শ্রী প্রভাংশু বাগচী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং, ২) শ্রীমতী বকুল বাড়ৈ, স্বামী- মৃত দীনেশ চন্দ্র বাড়ৈ, গত ইংরাজী ২৭-০৬-২০০২ তারিখে নৈহাটী অফিসের রেজেষ্ট্রী অফিসে ১০৭৩০ নং পাওয়ার মূলে যুক্ত ৪ নং বহির ১১১ নং, আর.এস-১০৩৫, হাল-১৮০, ৩৭৯ নং খতিয়ানে আর এস ৯৩৮ নং দাগে ৪২ শতক ও ৯৩৯ নং ৬০ শতক মোট ১০২ শতক জমি যাহা আমরা গত ইংরাজী ০১-০৯-২০০৩ তারিখে নৈহাটী রেজেষ্ট্রী অফিসে ১নং বহির ৫৩৪৭। এই বিষয়ে যদি কাহারও কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে ১৫ দিনের মধ্যে শ্যামনগর B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল (১) তপন খাঁ, (২) মিলন খাঁ, (৩) পল্টু খাঁ, (৪) গোপাল খাঁ, (৫) বিমান খাঁ এবং (৬) শুষমা খাঁ IV-954/2018 (ADSR Naihati) নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে কয়রাপুর মৌজার সাবেক ২০১ তথা হাল-২৩৭ নং দাগে উৎপল বাগকে আমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

ক্রেতাঃ- শ্রী মিল্টন বিশ্বাস, পিতা- স্বর্গীয় বিমল কৃষ্ণ বিশ্বাস, সাং+পোঃ- কেউটিয়া, আমি ঘোষনা করছি যে- মৌজা কেউটিয়া, জে.এল নং-২০৯ হাল দাগ নং-১৭০০ হাল খতিয়ান নং- ৩২১, ৬৩৩, ১১৫০, ১২৯১, ১৫৭৮ ও ১৭৫৮ ভুক্ত যা কেউটিয়া নিবাসী কালিদাসী মন্ডল, তরুন কান্তি মন্ডল, মদন চন্দ্র মন্ডল, মোহন মন্ডল, স্বপন মন্ডল ও হারাধন মন্ডলের নামে নথিভুক্ত। বিগত ইং-২৭/০৭/২০২২ তারিখ নৈহাটি এডি. এসআর ৫৫৩২ নং রেজিষ্ট্রি কৃত আমমোক্তার দ্বারা ইং- ২৪/০৭/২০২৫ সালে ঐ রেজিস্ট্রি অফিসে আই ৭৩৪৭ নং দলিল মূলে ক্রয় করিয়া নাম পত্তন করিবার আবেদন করিতেছি। যদি কাহারো আপত্তি থাকে তাহা হইলে শ্যামনগর বারাকপুর- ১ বিএলঅএল আর ও অফিসে ঘোষনার পরে দশ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি জমা করিবেন।

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল মল্লিকাসুবর্ণ IV-6/2004 (ADSR Naihati) নং আমমোক্তার দলিল মূলে সংযুক্তা মুখার্জ্জী কে মথুরাপুর মৌজার সাবেক ৪৪৩/ ৫০৯ তথা হাল ৪৯২ নং দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

NOTICE

This is to notify that smt.KAMNA DEVI SINGH W/O NIBAS KUMAR SINGH Address ASANSOL PS- ASANSOL Dist- PASCHIM BARDHAMAN has/have purchased the below mentioned land schedule by virtue of deed/deeds no.5529 dated 2019 (A.D.S.R) with the help of power of attorney deed no. 2896 dated 2018 (A.D.S.R /ADSR) executed by Sri. TARAKESHWAR TIWARI and LAKHAN LAL address. SOUTH DHADKA PS- ASANSOL Dist PASCHIM BARDHAMAN and the said applicant has/have applied with the same land schedule for mutation vide mutation case no.MN/2026/2305/12946 at the office of the S.D.L & L.R.O (EP-1) dist. Paschim BURDAWAN. If there is any objection for mutation in this respect, any concerned principle are requested to submit objection along with relevant documents to the concerned revenue office at the office oftl the S.D.L & L.R.O (EP-1) within one month from the date of publication of this notice, otherwise law will take it own course. **Land Schedule**, Block:- Sub-Divisional land and land reforms office (EP-1) Mouza:- KALLA, J.L NO:- 28, Plote no. :- 255Name of the recorded owner:-APRADH BAURIKhatian:-4125

আমমোক্তারনামা

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল (১) শিখা জানা, (২) অশোকা বসু, (৩) অপর্ণা বাগ, (৪) নীলা ভৌমিক এবং (৫) কল্পনা দাস IV-305/2013 (ADSR Barasat) নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সুদীপ বাগকে মথুরাপুর মৌজার সাবেক-৫১০ তথা হাল-৪৯৩ নং দাগে আমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল ইরা দোলুই (খাঁ) দলিল মূলে IV-204/2013 (ADSR Barrackpore) নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে সুদীপ বাগকে মথুরাপুর মৌজার সাবেক ৫০৮ তথা হাল-৪৯১ নং দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল শ্যামল খাঁ ওরফে শ্যামল কুমার খাঁ IV-205/2013 (ADSR Barrackpore) নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে মথুরাপুর মৌজার সাবেক ৫০৮ তথা হাল-৪৯১ নং দাগে উৎপল বাগকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল (১) পরেশ পাড়ুই, (২) পুলিন পাড়ুই, (৩) অজিত পাড়ুই, (৪) মলিন পাড়ুই (৫) সুনীল পাড়ুই IV-331/2008 (ADSR Naihati) নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে মথুরাপুর মৌজার সাবেক ৪৪৩/ ৫০৯ তথা হাল-৪৯২নং দাগে সংযুক্তা মুখার্জ্জী কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

আমমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো হচ্ছে যে আমার মক্কেল (১) চন্দ্রকান্ত সামন্ত, (২) সুরেন্দ্র নাথ সামন্ত (৩) অজিত সামন্ত, (৪) জয়দেব সামন্ত এবং (৫) সুবীর সামন্ত নং 933/2018/ ADSR Naihati) নং আমমোক্তার নামা দলিলমূলে মনোজিৎ বেরা কে কয়রাপুর মৌজার সাবেক ২০১ তথা হাল-২৩৭ নং দাগে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। এই বিষয়ে যদি কারো কোনো অভিযোগ থাকে তাহলে বিজ্ঞাপন গ্রহনের ১০(দশ) দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O.-ব্যারাকপুর-১ শ্যামনগর, উত্তর ২৪ পরগনা অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

নিয়াজ আলি-অ্যাডভোকেট
ব্যারাকপুর কোর্ট
F/1637/1562/2004

NAME CHANGE

I,MD SIDDIQULLAH(OLD NAME),SON OF SK ROUSAN ALI,RESIDENT OF BHOHGALI,SHONEPUR,BHOGALI,BHANGAR-II,SOUTH 24 PARGANAS,KOLKATA-700135,WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM MD SIDDIQULLAH(OLD NAME) TO SK SIDDIQUE ALI(NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS SK SIDDIQUE ALI(NEW NAME) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT NO 25 SWORN BEFORE THE LD 1ST CLASS JUDICIAL MAGISTRATE AT KRISHNANAGAR ON 26/11/2026.SK SIDDIQUE ALI(NEW NAME) AND MD SIDDIQULLAH(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

NAME CHANGE

I, (Old Name) MD INDADUL S/o- NURMOHAMMAD MANDAL Residing at, Kamurdiyar, Mominpur, Domkal, Dist- Murshidabad, Pin- 742303, West Bengal. Do hereby declare that I have Changed my name from MD INDADUL To INDADUL HOQUE MONDAL (New name) and henceforth I Shall be Known as (New name) INDADUL HOQUE MONDAL in all purpose Vide an affidavit No- 2413 On Date 03 Nov 2026 Sworn before the Notary Public at Berhampore Murshidabad, INDADUL HOQUE MONDAL and NAJRUL ISLAM both are Same and one identical person.

NAME CHANGE

I,JOSMINA BIBI(OLD NAME),WIFE OF SAIFUDDIN MONDAL,RESIDENT OF U-82,M S DARGA LANE,PO-BARTALA, KOLKATA-700018,WEST BENGAL DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME FROM JOSMINA BIBI(OLD NAME) TO JASMINA BIBI(NEW NAME) AND HENCEFORTH I SHALL BE KNOWN AS JASMINA BIBI(NEW NAME) IN ALL PURPOSE,VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KO

শৈশবের অধিকার, স্বপ্নের স্বাধীনতা ও বৈষম্যহীন ভবিষ্যৎ গড়ার লড়াই

একটি শিশুর হাতে থাকার কথা বই, খাতা, রংপেনসিল কিংবা খেলনা। তার চোখে থাকার কথা বড় হয়ে ওঠার স্বপ্ন, নতুন কিছু শেখার আগ্রহ এবং নিজের মতো করে পৃথিবীকে আবিষ্কার করার আনন্দ। অথচ পৃথিবীর বহু প্রান্তে এমন অসংখ্য শিশুর শৈশব কেড়ে নিচ্ছে এক সামাজিক ব্যাধি—বাল্যবিবাহ। যে বয়সে তাদের বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে থাকার কথা, যে সময়ে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা, পড়াশোনা এবং ভবিষ্যৎ গড়ার প্রস্তুতি নেওয়ার কথা, সেই বয়সেই তাদের কাঁধে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে সংসার, দাম্পত্য সম্পর্ক, মাতৃত্ব এবং পারিবারিক দায়িত্বের বোঝা। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিকাশের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। --লিখলেন কৌশিক সেনগুপ্ত।



বাল্যবিবাহ কোনও একটি দেশ, সমাজ কিংবা মহাদেশের সমস্যা নয়। এটি একটি বিশ্বজনীন মানবাধিকার সংকট। দক্ষিণ এশিয়া থেকে আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য থেকে লাতিন আমেরিকা—বিভিন্ন অঞ্চলে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার মধ্যে এই প্রথা এখনও টিকে রয়েছে। কোথাও দারিদ্র্য, কোথাও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা, কোথাও লিঙ্গবৈষম্য, আবার কোথাও প্রচলিত প্রথা ও কুসংস্কার বাল্যবিবাহকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তবে আশার কথা, বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা, নারী অধিকার আন্দোলন, সমাজকর্মী, শিক্ষক, অভিভাবক এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এই প্রথা নির্মূলের লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছে।

বাল্যবিবাহ: একটি শৈশবহরণের নির্মম বাস্তবতা

সাধারণভাবে আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগে কোনও শিশুর বিবাহকে বাল্যবিবাহ বলা হয়। আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদ অনুযায়ী, আঠারো বছরের কম বয়সি প্রত্যেকেই শিশু। ফলে শিশুর বিবাহ শুধু একটি সামাজিক রীতি নয়, এটি তার শৈশব, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং স্বাধীন বিকাশের অধিকারের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।

জাতিসংঘের শিশু তহবিলের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৬৪ কোটিরও বেশি নারী ও কিশোরী এমন রয়েছেন, যাঁদের শৈশবে বিয়ে হয়েছিল। প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কিশোরীর আঠারো বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রায় ৩৩ হাজার কিশোরী বাল্যবিবাহের শিকার হচ্ছে। সংখ্যাগুলি কেবল পরিসংখ্যান নয়, এগুলি লক্ষ লক্ষ অসমাপ্ত স্বপ্ন, থেমে যাওয়া পড়াশোনা এবং হারিয়ে যাওয়া শৈশবের প্রতিচ্ছবি।

বাল্যবিবাহের শিকার অধিকাংশই মেয়ে হলেও ছেলেরাও এই সমস্যার বাইরে নয়। তবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এর প্রভাব অনেক বেশি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী। কারণ বাল্যবিবাহের সঙ্গে যুক্ত থাকে অল্প বয়সে গর্ভধারণ, মাতৃত্বের চাপ, পারিবারিক নির্যাতন, আর্থিক নির্ভরশীলতা এবং শিক্ষার সুযোগ হারানোর মতো নানা সমস্যা।

কেন আজও টিকে রয়েছে বাল্যবিবাহ?

বাল্যবিবাহের অন্যতম প্রধান কারণ দারিদ্র্য। পৃথিবীর বহু দরিদ্র পরিবারে মেয়েশিশুকে পরিবারের অর্থনৈতিক বোঝা হিসেবে দেখা হয়। অভিভাবকদের একাংশ মনে করেন, মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিলে পরিবারের দায়িত্ব কমবে। কোথাও আবার বিয়ের খরচ, যৌতুক, সামাজিক মর্যাদা কিংবা নিরাপত্তার অজুহাতে অল্প বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়। বিশেষত যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চল, দুর্ভিক্ষপীড়িত এলাকা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত পরিবারগুলির মধ্যে এই প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

দারিদ্র্যের পাশাপাশি শিক্ষার অভাবও বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ। যে সব অঞ্চলে মেয়েদের বিদ্যালয় দূরে, যাতায়াতের ব্যবস্থা অনিরাপদ কিংবা বিদ্যালয়ে পৃথক শৌচাগারের অভাব রয়েছে, সেখানে কিশোরীদের পড়াশোনা মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। পড়াশোনা বন্ধ হলে পরিবার অনেক সময় বিয়েকেই মেয়ের ভবিষ্যৎ হিসেবে বিবেচনা করে।

সামাজিক কুসংস্কার ও লিঙ্গবৈষম্যও এই প্রথাকে টিকিয়ে রাখে। অনেক সমাজে এখনও মনে করা হয়, মেয়েদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিয়ে ও সন্তান পালন। তাদের নিজস্ব ইচ্ছা, পেশাগত আকাঙ্ক্ষা কিংবা ব্যক্তিস্বাধীনতাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পরিবারের সম্মান রক্ষার নামে মেয়েদের চলাফেরা, বন্ধুত্ব এবং ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এই মানসিকতা বাল্যবিবাহের পথ প্রশস্ত করে।

কিছু অঞ্চলে নিরাপত্তাহীনতা এবং যৌন হয়রানির ভয় থেকেও অভিভাবকেরা অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তাঁরা মনে করেন, বিবাহিত হলে মেয়ে নিরাপদ থাকবে। কিন্তু বাস্তবে বাল্যবিবাহ অনেক ক্ষেত্রে মেয়েদের আরও বেশি নির্যাতন, শোষণ এবং স্বাস্থ্যঝুঁকির মধ্যে ঠেলে দেয়।

জলবায়ু পরিবর্তনও বর্তমানে বাল্যবিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পরোক্ষ কারণ হিসেবে উঠে আসছে। খরা, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, খাদ্যসংকট ও জীবিকা হারানোর ফলে দরিদ্র পরিবারগুলি চরম অনিশ্চয়তার মুখে পড়ে। এমন পরিস্থিতিতে কিছু পরিবার অর্থনৈতিক চাপ কমাতে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে জলবায়ু সংকটের সঙ্গে নারী ও শিশুর অধিকারহীনতার সম্পর্ক আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

বাল্যবিবাহের শিকার শিশুর জীবনে নেমে আসে বহুমুখী বিপর্যয়

বাল্যবিবাহের সবচেয়ে বড় ক্ষতি হয় শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে। কৈশোরে শরীর সম্পূর্ণভাবে পরিণত হওয়ার আগেই গর্ভধারণ করলে মা ও শিশুর উভয়ের জন্য নানা জটিলতা দেখা দিতে পারে। অল্প বয়সে গর্ভধারণের ফলে প্রসবকালীন জটিলতা, অপুষ্টি, রক্তাল্পতা এবং মাতৃমৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যায়। নবজাতকের কম ওজন, অপরিণত অবস্থায় জন্ম এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যার আশঙ্কাও বৃদ্ধি পায়।

শারীরিক সমস্যার পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও গভীর প্রভাব পড়ে। একটি শিশু যখন নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নতুন পরিবেশে সংসার করতে বাধ্য হয়, তখন তার মধ্যে ভয়, উদ্বেগ, একাকিত্ব ও হতাশা তৈরি হতে পারে। অনেকেই শ্বশুরবাড়িতে মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়। নিজের বয়সি বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া এবং স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে না পারার কারণে তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।

শিক্ষার অধিকার হারানো বাল্যবিবাহের আরেকটি বড় পরিণতি। বিয়ের পর অধিকাংশ কিশোরীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। সংসারের দায়িত্ব, সন্তান পালন এবং পারিবারিক চাপের কারণে তারা বিদ্যালয়ে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায় না। এর ফলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কমে যায় এবং তারা আর্থিকভাবে স্বামীর বা পরিবারের অন্য সদস্যদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

এই নির্ভরশীলতা দারিদ্র্যের চক্রকে আরও শক্তিশালী করে। একজন অল্পশিক্ষিত মা অনেক সময় তাঁর সন্তানদের যথাযথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েন। ফলে এক প্রজন্মের বঞ্চনা পরবর্তী প্রজন্মেও ছড়িয়ে পড়ে। এভাবেই বাল্যবিবাহ শুধু একটি শিশুর জীবন নয়, একটি পরিবারের এবং বৃহত্তর সমাজের উন্নয়নকেও বাধাগ্রস্ত করে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বাল্যবিবাহের চিত্র

দক্ষিণ এশিয়ায় বাল্যবিবাহের সমস্যা দীর্ঘদিনের। ভারত, বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মতো দেশে বিভিন্ন মাত্রায় এই প্রথার উপস্থিতি রয়েছে। দারিদ্র্য, সামাজিক প্রথা, লিঙ্গবৈষম্য এবং শিক্ষার সুযোগের অসমতা এর অন্যতম কারণ। তবে এই অঞ্চলের বিভিন্ন দেশে সরকারি উদ্যোগ, সামাজিক আন্দোলন এবং মেয়েদের শিক্ষার প্রসারের ফলে অগ্রগতিও হয়েছে।

ভারতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে আইন প্রণয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, কন্যাশিক্ষার প্রসার এবং প্রশাসনিক নজরদারির মতো একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবু গ্রামাঞ্চল, দরিদ্র পরিবার এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সমস্যা রয়ে গেছে। বাংলাদেশেও আইন থাকা সত্ত্বেও দারিদ্র্য, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রভাবে বাল্যবিবাহের ঘটনা ঘটে। নেপালে সচেতনতা ও শিক্ষার প্রসার ঘটলেও প্রত্যন্ত অঞ্চলে প্রচলিত সামাজিক রীতি এখনও বাধা সৃষ্টি করে।

আফ্রিকার সাহেল অঞ্চল এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার কয়েকটি দেশে বাল্যবিবাহের হার বিশেষভাবে উদ্বেগজনক। নাইজার, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, চাদ এবং মালি-সহ একাধিক দেশে অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার প্রবণতা রয়েছে। দারিদ্র্য, সংঘাত, খাদ্যসংকট এবং মেয়েদের শিক্ষার সীমিত সুযোগ এই পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। তবে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে স্থানীয় নারী সংগঠন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা এবং সমাজকর্মীরা এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছেন।

মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশেও যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি ও সামাজিক অনিশ্চয়তার কারণে বাল্যবিবাহের ঝুঁকি বেড়েছে। শরণার্থী পরিবারগুলির মধ্যে নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা অনেক সময় কিশোরীদের অল্প বয়সে বিয়ের দিকে ঠেলে দেয়। সিরিয়া ও ইয়েমেনের মতো সংঘাতপীড়িত অঞ্চলে এই সমস্যা বিশেষভাবে উদ্বেগজনক।

লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবীয় অঞ্চলেও বাল্যবিবাহ এবং অল্প বয়সে অনানুষ্ঠানিক দাম্পত্য সম্পর্কের সমস্যা রয়েছে। এখানে দারিদ্র্য, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা এবং সামাজিক বৈষম্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ফলে বাল্যবিবাহ নির্মূলের জন্য শুধু আইনি নিষেধাজ্ঞা নয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনও জরুরি।

বাল্যবিবাহ নির্মূলে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ

বিশ্বজুড়ে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধের লড়াইকে শক্তিশালী করতে জাতিসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৫ সালে গৃহীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ৫ নম্বর লক্ষ্যে লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠা এবং নারী ও কিশোরীদের ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্যের ৫.৩ নম্বর উপ-লক্ষ্যে ২০৩০ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ, অল্প বয়সে এবং জোরপূর্বক বিবাহ-সহ ক্ষতিকর প্রথাগুলি নির্মূল করার অঙ্গীকার করা হয়েছে।

জাতিসংঘের শিশু তহবিল এবং জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল যৌথভাবে বিভিন্ন দেশে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কাজ করছে। তাদের উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে কিশোরীদের শিক্ষার সুযোগ বাড়ানো, পরিবারকে সচেতন করা, স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া, আইনি সহায়তা প্রদান এবং স্থানীয় নেতৃত্বকে যুক্ত করা।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বাল্যবিবাহ অবসানের জন্য বিশ্ব কর্মসূচি'। এই উদ্যোগের মাধ্যমে আফ্রিকা ও এশিয়ার একাধিক দেশে কিশোরীদের অধিকার রক্ষা, বিদ্যালয়ে ধরে রাখা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে সহায়তা করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য শুধু বিয়ে বন্ধ করা নয়, বরং এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা, যেখানে মেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

আন্তর্জাতিক নারী অধিকার সংগঠনগুলিও এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তারা বিভিন্ন দেশের সরকারকে আইন সংস্কার, শিশু সুরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করা এবং মেয়েদের জন্য নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানাচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কিশোরী ও তরুণীদের নেতৃত্বে গড়ে উঠছে সামাজিক আন্দোলন।

আইন প্রণয়নই যথেষ্ট নয়, চাই কার্যকর প্রয়োগ

বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে বিশ্বের বহু দেশেই আইন রয়েছে। কিন্তু আইন থাকলেই যে সমাজ থেকে এই প্রথা দূর হয়ে যাবে, তা নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ গোপনে সম্পন্ন হয়। কোথাও জন্মনিবন্ধনের অভাব, কোথাও প্রশাসনিক নজরদারির দুর্বলতা এবং কোথাও সামাজিক চাপের কারণে আইন কার্যকর করা কঠিন হয়ে পড়ে।

তাই প্রতিটি দেশের উচিত বিয়ের ন্যূনতম বয়স সম্পর্কিত আইন স্পষ্ট করা এবং তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা। জন্মনিবন্ধন বাধ্যতামূলক করা, বিবাহ নিবন্ধন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের বিয়ে আয়োজনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। একই সঙ্গে বাল্যবিবাহের শিকার শিশুকে অপরাধী হিসেবে না দেখে তার সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে।

আইনের পাশাপাশি প্রয়োজন শিশু সুরক্ষার জন্য সহজলভ্য সহায়তা ব্যবস্থা। কোনও কিশোরী বাল্যবিবাহের আশঙ্কায় থাকলে যাতে নির্ভয়ে বিদ্যালয়, প্রশাসন, সমাজকর্মী কিংবা শিশু সুরক্ষা সংস্থার কাছে সাহায্য চাইতে পারে, সেই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শুধু বিয়ে বন্ধ করলেই হবে না, তার পরবর্তী শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও মানসিক সুস্থতার দায়িত্বও নিতে হবে।

শিক্ষাই হতে পারে বাল্যবিবাহ নির্মূলের সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার

বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে শিক্ষার ভূমিকা অপরিসীম। একটি মেয়ে যত বেশি শিক্ষিত হয়, নিজের অধিকার সম্পর্কে তার সচেতনতা তত বাড়ে। সে নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত নিতে শেখে, কর্মসংস্থানের সুযোগ খুঁজে পায় এবং সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস অর্জন করে।

তাই প্রত্যেক শিশুর জন্য বিনামূল্যে, নিরাপদ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়ানো, নিরাপদ যাতায়াতের ব্যবস্থা করা, বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার তৈরি করা এবং দরিদ্র পরিবারের কন্যাসন্তানদের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া জরুরি।

যেসব কিশোরী বিয়ের কারণে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে, তাদের বিদ্যালয়ে ফিরে আসার সুযোগ তৈরি করতে হবে। প্রয়োজনে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থা, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শুধু মেয়েদের নয়, ছেলেদেরও ছোটবেলা থেকে নারী-পুরুষের সমান অধিকার, সম্মতি এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধার শিক্ষা দিতে হবে।

পরিবার ও সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন জরুরি

বাল্যবিবাহ নির্মূলের জন্য পরিবারকে এই আন্দোলনের কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। বাবা-মাকে বোঝাতে হবে, মেয়ের বিয়ে দেওয়াই তার ভবিষ্যৎ সুরক্ষার একমাত্র উপায় নয়। বরং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আত্মনির্ভরতা এবং নিরাপদ সামাজিক পরিবেশই তার ভবিষ্যৎকে শক্তিশালী করে।

স্থানীয় ধর্মীয় নেতা, শিক্ষক, জনপ্রতিনিধি, সমাজকর্মী এবং প্রবীণদের এই কাজে যুক্ত করা প্রয়োজন। সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা যদি প্রকাশ্যে বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করেন, তাহলে সাধারণ মানুষের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে। ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিশ্বাসের ভুল ব্যাখ্যা দূর করে শিশু অধিকার ও মানবিক মূল্যবোধের গুরুত্ব তুলে ধরাও জরুরি।

এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মাধ্যমে বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরতে হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সফল প্রতিরোধের ঘটনা এবং বাল্যবিবাহ থেকে মুক্ত হয়ে শিক্ষায় ও কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়া নারীদের গল্প মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া স্থায়ী পরিবর্তন অসম্ভব

দারিদ্র্য দূর না হলে বাল্যবিবাহ নির্মূলের লড়াই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিকভাবে শক্তিশালী করতে কর্মসংস্থান, সামাজিক সুরক্ষা এবং জীবিকার সুযোগ বাড়াতে হবে। কন্যাসন্তানের শিক্ষা অব্যাহত রাখার জন্য বৃত্তি, আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য সহায়তা কার্যকর হতে পারে।

মেয়েদের বৃত্তিমূলক শিক্ষা, কারিগরি প্রশিক্ষণ এবং স্বনির্ভর কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। তারা যাতে ভবিষ্যতে নিজের উপার্জনের মাধ্যমে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে, সেই সুযোগ তৈরি করা জরুরি। একই সঙ্গে নারীদের সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার এবং কর্মক্ষেত্রে সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

শুধু পরিবারের আর্থিক অবস্থা ভালো হলেই যে বাল্যবিবাহ বন্ধ হবে, তা নয়। কিন্তু অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পরিবারকে অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দেওয়ার চাপ থেকে অনেকটাই মুক্ত করতে পারে।

বাল্যবিবাহ নির্মূলে কিশোরীদের নিজেদের কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ

যে সমস্যার সবচেয়ে বড় শিকার শিশুরা, সেই সমস্যা সমাধানের আলোচনায় তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি। কিশোরীদের শুধু সচেতনতার কর্মসূচির অংশ হিসেবে নয়, পরিবর্তনের সক্রিয় নেতৃত্ব হিসেবে দেখতে হবে।

বিদ্যালয়, গ্রামসভা এবং সামাজিক সংগঠনে কিশোরীদের অংশগ্রহণ বাড়ানো যেতে পারে। তাদের অধিকার, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা এবং আইনি সুরক্ষা সম্পর্কে জানাতে হবে। তারা যাতে নিজের জীবনের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং কোনও জোরপূর্বক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে পারে, সেই পরিবেশ তৈরি করা জরুরি।

অনেক দেশে কিশোরীরা নিজেরাই বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সংগঠিত হচ্ছে। তারা বিদ্যালয়ে সচেতনতা কর্মসূচি চালাচ্ছে, অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করছে এবং স্থানীয় প্রশাসনের কাছে নিজেদের দাবি তুলে ধরছে। এই উদ্যোগগুলি প্রমাণ করে, সুযোগ পেলে শিশুরাই সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী বাহক হয়ে উঠতে পারে।

২০৩০ সালের লক্ষ্য: কতটা এগোল বিশ্ব?

বাল্যবিবাহ নির্মূলের ক্ষেত্রে গত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মেয়েদের শিক্ষার হার বেড়েছে, আইন শক্তিশালী হয়েছে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের শিশু তহবিলের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৫ বছরে বিশ্বে বাল্যবিবাহের শিকার হওয়ার ঝুঁকি থেকে প্রায় ৬ কোটি ৮০ লক্ষ কিশোরীকে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

তবু বর্তমান অগ্রগতির গতি ২০৩০ সালের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। জাতিসংঘের বিভিন্ন মূল্যায়নে সতর্ক করা হয়েছে, বর্তমান প্রবণতা বজায় থাকলে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হবে না। বিশেষ করে সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন, দারিদ্র্য এবং মহামারির মতো সংকট অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করছে।

তাই এখন প্রয়োজন আরও দ্রুত, সমন্বিত এবং দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ। শুধু সরকারি প্রকল্প বা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই সমস্যা দূর হবে না। প্রতিটি গ্রাম, শহর, বিদ্যালয়, পরিবার এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানে বাল্যবিবাহবিরোধী মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

আগামীর পৃথিবী হোক শিশুবান্ধব

বাল্যবিবাহ নির্মূল করা মানে শুধু একটি সামাজিক প্রথা বন্ধ করা নয়; এর অর্থ একটি শিশুর বেঁচে থাকার অধিকার, শিক্ষার অধিকার, সুস্বাস্থ্যের অধিকার, নিরাপত্তার অধিকার এবং নিজের ভবিষ্যৎ বেছে নেওয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। একটি মেয়েকে অল্প বয়সে বিয়ে থেকে রক্ষা করা মানে তার সামনে হাজারো সম্ভাবনার দরজা খুলে দেওয়া। সে চিকিৎসক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, শিল্পী, কৃষিবিদ, প্রশাসক কিংবা উদ্যোক্তা হতে পারে। তার স্বপ্নের পরিধি যেন কখনও জন্মপরিচয়, লিঙ্গ কিংবা আর্থিক অবস্থার কারণে সীমাবদ্ধ না হয়।

বাল্যবিবাহ নির্মূলের দায়িত্ব শুধু সরকারের নয়, সমাজের প্রত্যেক মানুষের। কোনও পরিবারে অপ্রাপ্তবয়স্কের বিয়ের প্রস্তুতি চলছে জানতে পারলে নীরব দর্শক হয়ে থাকা চলবে না। শিশুটির নিরাপত্তা ও সম্মান বজায় রেখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাহায্য নিতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, প্রতিবেশী, আত্মীয়স্বজন এবং সমাজের সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বের প্রতিটি শিশুর শৈশব নিরাপদ হোক, প্রতিটি কিশোরী নিজের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাক এবং প্রতিটি পরিবার বুঝতে শিখুক—মেয়ের ভবিষ্যৎ বিয়ের বয়সে নয়, তার শিক্ষা, স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার মধ্যে নিহিত।

মনে রাখতে হবে, কোনও শিশুর হাতে সংসারের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার আগে তার হাতে বই তুলে দেওয়া জরুরি। কোনও শিশুকে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ করার আগে তাকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সুযোগ দেওয়া জরুরি। কারণ শৈশব কোনও বোঝা নয়, এটি মানুষের জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান সময়।

বাল্যবিবাহমুক্ত পৃথিবী গড়ার লড়াই তাই কেবল নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন নয়, এটি মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ রক্ষার আন্দোলন। আজকের শিশুরাই আগামী দিনের পৃথিবী গড়বে। তাদের শৈশব যদি নিরাপদ হয়, শিক্ষা যদি নিশ্চিত হয় এবং স্বপ্ন দেখার স্বাধীনতা যদি অক্ষুণ্ণ থাকে, তবেই গড়ে উঠবে সমতাভিত্তিক, মানবিক ও বৈষম্যহীন বিশ্ব। ২০৩০ সালের লক্ষ্য পূরণ হোক বা তার পরেও এই লড়াই চলুক—একটি শিশুরও শৈশব যেন বাল্যবিবাহের অন্ধকারে হারিয়ে না যায়।

সিজেপি'র সৌরভের বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার



নিজস্ব প্রতিনিধি: বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ককরোচ আন্দোলন' নিয়ে বক্তব্য রাখতে যাওয়ার আগেই দিল্লি বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছিল সিজেপি-র সহ-আহ্বায়ক সৌরভ দাসকে। এ বার তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারির কথা দিল্লি হাইকোর্টে জানাল কেন্দ্রীয় সরকার। পাসপোর্টে জন্মস্থানের তথ্য নিয়ে অসঙ্গতি এবং তথ্য গোপনের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রের। অন্য দিকে, কোনও নিষেধাজ্ঞার নির্দেশ না দেখিয়েই তাঁকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ সৌরভের।

বৃহস্পতিবার দিল্লি হাইকোর্টে সৌরভের বিদেশযাত্রা আটকে দেওয়া সংক্রান্ত আবেদনের শুনানিতে এই তথ্য সামনে আসে। কেন্দ্রের বক্তব্য অনুযায়ী, ২২ ও ২৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী রাতে মুম্বই পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি করেছিল। সেই নির্দেশের ভিত্তিতেই ২৩ নভেম্বর রাতে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে আটকে দেন অভিবাসন আধিকারিকরা। যদিও সৌরভের অভিযোগ, বিমানবন্দরে তাঁকে আটকানোর সময় কোনও লিখিত নির্দেশ বা সার্কুলার দেখানো হয়নি। এমনকী তাঁর বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারি হয়েছে, তা-ও জানানো হয়নি।

কেন্দ্রীয় বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য, সৌরভ দাসের পাসপোর্টে জন্মস্থানের বিবরণ নিয়ে অসঙ্গতি পাওয়া গিয়েছে। ২০১৯ সালের ২১ অগস্ট চেন্নাইয়ের রিজিওনাল পাসপোর্ট অফিস থেকে তাঁর পাসপোর্ট ইস্যু করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তদন্তকারী সংস্থাগুলির কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পাসপোর্টে উল্লেখ করা জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রের দাবি।

গত ২৩ নভেম্বর সৌরভকে শো-কজ় নোটিস পাঠায় চেন্নাইয়ের পাসপোর্ট অফিস। সাত দিনের মধ্যে জন্মস্থান সংক্রান্ত তথ্যের ব্যাখ্যা এবং তার সমর্থনে প্রয়োজনীয় নথি জমা দিতে বলা হয়েছে তাঁকে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, পাসপোর্টের আবেদনপত্রে সঠিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক। কোনও আবেদনকারী ভুল তথ্য দিয়েছেন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেছেন বলে অভিযোগ উঠলে তাঁকে শো-কজ় নোটিস পাঠিয়ে বক্তব্য জানানোর সুযোগ দেওয়া হয়।

সৌরভকে জবাব না দেওয়া পর্যন্ত পাসপোর্ট ব্যবহার না করার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক। নোটিসে আরও বলা হয়েছে, তাঁর ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হলে ১৯৬৭

চিনের সঙ্গে যোগ সন্দেহে হুয়াংকে নিয়ে নতুন তদন্তের জল্পনা, মুখ খুললেন ভ্যান্স



বিশেষ সংবাদদাতা : চিনের সঙ্গে যোগ থাকা মার্কিন সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নত কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার চিপ সরবরাহ করছে এনভিডিয়া! মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিবিএস নিউজের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। আমেরিকার রফতানি বিধিনিষেধ থাকা সত্ত্বেও কীভাবে উন্নত প্রযুক্তির চিপ চিনের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যবসায়িক সংস্থাগুলির হাতে পৌঁছচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। অন্যদিকে, এনভিডিয়ার প্রধান জেনসেন হুয়াংকে নিয়ে তদন্ত বা ট্রাম্পের কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে দাবি করেছেন আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। সিবিএস নিউজের ২৫ নভেম্বরের অনুসন্ধান অনুযায়ী, এনভিডিয়ার অন্যতম পছন্দের মার্কিন অংশীদার রাইক্লাউড এআই। ক্যালিফোর্নিয়ার সান জোসে ভিত্তিক এই ডেটা সেন্টার সংস্থার মূল প্রতিষ্ঠান ইউক্সিং ইনফোটেক ইনভেস্টমেন্ট হোল্ডিংসের সদর দফতর চিনের শেনঝেনে। হংকংয়ের শেয়ার বাজারেও তালিকাভুক্ত সংস্থাটি। ইউক্সিংয়ের প্রধান ও সহ-মালিক কং ইউ চিনের সেনাবাহিনী পরিচালিত পিএলএ কমান্ড কলেজ থেকে ন্যাশনাল ডিফেন্স মোবিলাইজেশন বিষয়ে ডিগ্রি পেয়েছেন বলেও অনুসন্ধানে উল্লেখ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে এনভিডিয়ার অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অংশীদারের মর্যাদা পেয়েছিল রাইক্লাউড। সেই সূত্রে উন্নত চিপ, সফটওয়্যার ও প্রযুক্তিগত সহায়তায় অগ্রাধিকার পাওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। ওই সংস্থা তাইওয়ানের আগেসিয়া কমার্শিয়াল স্পিরিটসকে ৩০০টি এনভিডিয়া বি৩০০ সার্ভার ভাড়া দেওয়ার জন্য ১২ কোটি ডলারের চুক্তিও করে। হুইস্কি আমদানির ব্যবসা থেকে ডেটা সেন্টারের জগতে প্রবেশ করেছিল সংস্থাটি। তবে রাইক্লাউড বা ইউক্সিংয়ের বিরুদ্ধে কোনও বেআইনি কাজের অভিযোগ আনেনি মার্কিন সরকার। অনুসন্ধানে উঠে এসেছে ক্যালিফোর্নিয়ার সংস্থা আইভরেসের নামও। একসময় ইনস্পার নামে পরিচিত সংস্থাটি এনভিডিয়ার অন্যতম বিশেষ অংশীদার। ২০২৩ সালের মার্চে চিনের ইনস্পার গোষ্ঠীর একাধিক সংস্থা মার্কিন নিষেধাজ্ঞার তালিকায় ওঠার পর ক্যালিফোর্নিয়ার শাখাটি নাম বদলায়। যদিও আইভরেস নিজে ওই তালিকায় নেই।

বাণিজ্যিক নথি অনুযায়ী, ২০২৪ সালের এপ্রিল থেকে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অন্তত ৫৬০ কোটি ডলারের উন্নত প্রযুক্তি রফতানি করেছে আইভরেস। এর মধ্যে প্রায় ৩০০ কোটি ডলারের কম্পিউটারে ছিল এনভিডিয়ার ব্ল্যাকওয়েল চিপ। চিনে এই চিপ রফতানির উপর বিধিনিষেধ রয়েছে। সিঙ্গাপুরের ক্লাউড সংস্থা মেগাস্পিডের বিরুদ্ধেও চিনের জন্য চিপ সংগ্রহে রফতানি বিধি এড়ানোর অভিযোগ তদন্ত করছে মার্কিন বিচার বিভাগ। সংস্থাটি অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করেছে। আলাদা একটি মামলায় ক্যালিফোর্নিয়ার ব্যবসায়ী গ্রেগ লুইয়ের বিরুদ্ধে মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের মাধ্যমে চিনে চিপ পাচারের অভিযোগ উঠেছে। তিনি অভিযোগ অস্বীকার করে আদালতে নির্দোষ দাবি করেছেন।

এই পরিস্থিতিতে হুয়াংকে প্রেসিডেন্টের কাছে ক্ষমা চাইতে হতে পারে কি না, তা নিয়ে প্রশ্নের জবাবে ভ্যান্সের বক্তব্য, এমন কোনও প্রয়োজন দেখছেন না তিনি। বিচার বিভাগ ও জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকরা তাঁকে জানিয়েছেন, হুয়াং তদন্তের আওতায় নেই। অপরাধের প্রমাণ মিললে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নেবে। এক্ষেত্রে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে কোনও যোগই নেই। আগামী ১ ডিসেম্বর মার্কিন কংগ্রেসের তিনটি কমিটির সামনে বন্ধ দরজার আড়ালে সাক্ষ্য দেওয়ার কথা হুয়াংয়ের। ৩ ডিসেম্বর সেনেটের ব্যাঙ্কিং কমিটির প্রকাশ্য শুনানিতেও হাজির হওয়ার কথা তাঁর। এনভিডিয়ার ব্যবসায়িক সম্পর্ক, রফতানি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত চিপের সরবরাহ নিয়ে সেখানে প্রশ্ন উঠতে পারে।

এর আগে হুয়াংয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়েও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সিঙ্গাপুরের মেগাস্পিডের এক কর্তাব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের কথা প্রকাশ্যে আসার পর সংস্থার নেতৃত্ব নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়। চলতি মাসে পদত্যাগের পর ১১ দিন বাদে ফের দায়িত্বে ফেরেন তিনি। ট্রাম্প নিজেই এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদকে তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য অনুরোধ করেছিলেন বলে জানিয়েছেন। যদিও এই দাবি খারিজ করেছেন হুয়াং নিজে। বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ এনভিডিয়ার অভ্যন্তরীণ। এই নিয়েও উঠতে শুরু করে প্রশ্ন। তাই চিপ সরবরাহের বিতর্কের পাশাপাশি এনভিডিয়া ও ট্রাম্প প্রশাসনের সম্পর্কও এখন আলোচনার কেন্দ্রে।

এবার ভিসায় দাঁড়ি টানল আইবিএম, ‘হয় ফিরুন নয় ছাড়ুন,’ দোটানায় ভারতীয় কর্মীরা



বিশেষ সংবাদদাতা : কনসাল্টিং বিভাগের অধিকাংশ পদের ক্ষেত্রে আমেরিকার ওয়ার্ক ভিসা ও গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিল তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা আইবিএম। বিশ্বজুড়ে দেড় লক্ষেরও বেশি কর্মী রয়েছে এই বিভাগে। সংস্থার এই পদক্ষেপে আমেরিকায় কর্মরত হাজার হাজার ভারতীয় তথ্যপ্রযুক্তি কর্মীর ভবিষ্যৎ ঘিরে নতুন করে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। প্রভাবিত কর্মীদের আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে অন্য কোনও দেশে বদলি হয়ে কাজ চালিয়ে যাওয়া অথবা সংস্থা ছাড়ার বিকল্প দেওয়া হয়েছে। আইবিএমের সবচেয়ে বড় শাখা ‘আইবিএম কনসাল্টিং’-এর অধিকাংশ পদের ক্ষেত্রেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে ঠিক কত জন কর্মী এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন বা কত জন আমেরিকায় কর্মরত, তা এখনও স্পষ্ট করেনি সংস্থা। এই সিদ্ধান্ত সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলবে এইচ-১বি ভিসাধারী এবং যাঁরা গ্রিন কার্ডের অপেক্ষায় রয়েছেন, তাঁদের ওপর। সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিদেশে স্থানান্তরিত হতে চান কি না, তা ঠিক করার জন্য কর্মীদের তিন সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। যাঁরা দেশের বাইরে পদান্তর গ্রহণ করবেন না, তাঁদের তিন মাসের সেভারেন্স প্যাকেজ দেওয়া হবে এবং আগামী ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৬ হবে তাঁদের শেষ কর্মদিবস। ব্যবসায়িক চাহিদার পরিবর্তন এবং দক্ষ কর্মীর সহজলভ্যতাকেই এই সিদ্ধান্তের মূল কারণ হিসেবে দেখিয়েছে আইবিএম। সংস্থার এক মুখপাত্র জানান, দক্ষ কর্মীর ঘাটতি মেটাতে তাঁরা এত দিন আমেরিকার উচ্চ-দক্ষতা সম্পন্ন ভিসা কর্মসূচি ব্যবহার করতেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরেই সেই অংশগ্রহণ কমছিল। মুখপাত্রের কথায়, “দক্ষতার সহজলভ্যতা ও গ্রাহকদের চাহিদা বদলানোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা আইবিএম কনসাল্টিং-এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিসা ও গ্রিন কার্ড স্পনসরশিপ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।” তবে সংস্থার সব শাখার ক্ষেত্রে এই সিদ্ধান্ত প্রযোজ্য নয়। মূলত কনসাল্টিং বিভাগের ক্ষেত্রেই তা কার্যকর হচ্ছে।

পাশাপাশি, কনসাল্টিং ব্যবসার প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা নিয়েও চাপে রয়েছে আইবিএম। রেড হ্যাট, হ্যাশিকর্প এবং কনফ্লুয়েন্ট-এর মতো সংস্থাকে অধিগ্রহণ করে নিজেদের সফটওয়্যার-কেন্দ্রিক সংস্থা হিসেবে ঢেলে সাজানোর মাঝে ২০২৪ সাল থেকেই কনসাল্টিং শাখার পারফরম্যান্স অনেকটাই স্থিতিশীল বা ফ্ল্যাট রয়েছে। সংস্থায় থাকতে চাইলে অন্য দেশে যাওয়ার পথ খোলা রয়েছে কর্মীদের সামনে। সে ক্ষেত্রে ভারত বড় গন্তব্য হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ‘রেস্ট অফ ওয়ার্ল্ড’-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৯ নভেম্বর আইবিএমের কেরিয়ার পোর্টালে আমেরিকার বাইরে কনসাল্টিং বিভাগে ১,২৭৮টি শূন্যপদ ছিল, যার মধ্যে ১,১২৫টিই ভারতে। এ ছাড়া সিঙ্গাপুরে ২৩টি এবং ব্রিটেনে ১৮টি পদ ছিল, আর আমেরিকায় তালিকাভুক্ত ছিল ৮৯টি শূন্যপদ।

তবে কত জনকে বিদেশে কাজের সুযোগ দেওয়া হবে এবং সেই পদগুলির বেতন ও কাজের ধরন বর্তমানের সমান হবে কি না, তা নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা মেলেনি। আমেরিকায় বহু বছর ধরে সংসার ও জীবন গড়ে তোলা কর্মীদের কাছে স্থানান্তরের অর্থ বেতন, জীবনযাত্রা ও পারিবারিক দায়বদ্ধতায় রদবদল। এমন এক সময়ে আইবিএম এই সিদ্ধান্ত নিল, যখন কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসন কর্মসূচির ওপর কড়া নজরদারি বাড়িয়েছে মার্কিন প্রশাসন। বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিদেশি পেশাদার নিয়োগের এইচ-১বি ভিসা ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান সুবিধাভোগী ভারতীয় প্রযুক্তি কর্মীরা। কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এই ব্যবস্থাকে আরও কড়া করার পথে হেঁটেছে। যার মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু নতুন এইচ-১বি আবেদনে ১ লক্ষ ডলার ফি-র প্রস্তাব এবং বেশি বেতনের পদগুলিকে ভিসা নির্বাচনে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার মতো বিষয় রয়েছে। এ ছাড়া কর্মসংস্থান-ভিত্তিক অভিবাসন কর্মসূচির অপব্যবহারের অভিযোগেও সংস্থার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ বাড়ানো হয়েছে।

গত মাসেই মাইক্রোসফট, অ্যাডোবি এবং কগনিজেন্ট, ইনফোসিস ও টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস (টিসিএস)-সহ একাধিক আউটসোর্সিং সংস্থাকে পার্মানেন্ট লেবার সার্টিফিকেশন কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মুখে পড়তে হয়েছে। আইবিএমের এই পদক্ষেপ আমেরিকায় কর্মরত ভারতীয় পেশাদারদের সংস্থার ভিসা-নির্ভরতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। ‘ইনক্লুটার’-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও অনিল আগরওয়াল এনডিটিভিকে বলেন, আইবিএমের এই সিদ্ধান্ত প্রযুক্তি শিল্পের বৃহত্তর পরিবর্তনেরই ইঙ্গিতবাহী। গ্রাহকের চাহিদা, শ্রমবাজার ও সংস্থার লক্ষ্য অনুযায়ী নিয়োগ প্রক্রিয়ায় বদল আনা হচ্ছে— যা সংস্থার ভিসার ওপর নির্ভরশীল ভারতীয়দের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

তাঁর মতে, বদলে যাওয়া চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পেশাদারদের এমন দক্ষতা তৈরি করতে হবে যা সব সময় প্রাসঙ্গিক থাকে। এআই এবং অটোমেশনের যুগে নতুন প্রযুক্তি, বিশ্লেষণাত্মক ও সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং ব্যবসায়িক প্রভাব তৈরির মতো দক্ষতার গুরুত্ব আরও বাড়বে। যদিও নিয়োগের ভৌগোলিক কেন্দ্র বদলালেও বিশ্বজুড়ে উচ্চমানের দক্ষ পেশাদারদের চাহিদা কমবে না বলেই মনে করেন অনিল আগরওয়াল।

পাকিস্তানকে ‘টুকরো’ করতে উদ্যত আসিম মুনির



বিশেষ সংবাদদাতা : ভেঙে টুকরো হবে পাকিস্তান। এটাই এখন পাক সেনা সর্বাধিনায়ক আসিম মুনিরের স্বপ্ন। আপাতত চূড়ান্ত হয়নি কোনও মানচিত্র। কিন্তু জানা যাচ্ছে. পাকিস্তানের চারটি প্রদেশ- পাঞ্জাব, সিন্ধু, খাইবার পাখতুনখোয়া ও বেলুচিস্তানকে ভেঙে ১২ থেকে ১৫টি ছোট প্রশাসনিক অঞ্চল বা নতুন প্রদেশ গঠনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছে সেনা ও সরকারের মধ্যে। যদি সত্যিই সেটা হয় তাহলে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক নকশা অনেকটাই বদলে যাবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এই সিদ্ধান্তে কি আখেরে ভালো হবে পাকিস্তানের?

আপাতত পাকিস্তান জুড়ে চলছে বিতর্ক। করাচি-সহ সিন্ধু প্রদেশের বিভিন্ন শহরে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ পদযাত্রা করেছেন অতি সম্প্রতি। সিন্ধি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ‘জিয়ে সিন্ধ মুত্তাহিদা মাহাজ’ আওয়াজ দিয়েছে স্বাধীন ‘সিন্ধুদেশ’-এর সমর্থনে। এহেন পরিস্থিতিতে আশঙ্কা বাড়ছে। বলে রাখা ভালো, পাকিস্তানের ১২ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ বাস করেন পাঞ্জাব প্রদেশে। অর্থাৎ দেশটির জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই এখানকার। আবার অদ্ভুতভাবে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় প্রদেশ বালোচিস্তানে থাকেন মাত্র দেড় কোটি মানুষ। ফলে দীর্ঘকাল ধরে নানা বিতর্কের জন্ম হয়েছে। সেদিক থেকে মনে হতেই পারে, নতুন করে প্রশাসনিক পরিবর্তন হলে হয়তো তা এই ধরনের বৈষম্য ঘোচাতে পারবে।

কিন্তু কাজটা সহজ হবে না বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। কেননা এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও ধরনের সাংবিধানিক সংশোধনী বা রাজনৈতিক ঐকমত্য নেই। মুনির অবশ্য বলতে চাইছেন, এতে পাকিস্তানের মানুষরাই পরস্পরের আরও কাছাকাছি আসবেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এর ফলে পাকিস্তানের ফেডারেল কাঠামো সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। ফেডারেশন রাজনৈতিকভাবে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়তে পারে। শরিফদের ‘জোটসঙ্গী’ পিপিপি নেতা বিলাওয়াল ভুট্টো দাবি করেছেন, সুকৌশলে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশকে ভেঙে ফেলতে চাইছে শাহবাজ সরকার। তাঁর হুঁশিয়ারি, এমন কিছু করতে গেলে করাচিতে রক্তের বন্যা বইবে। তাঁর এমন হুঁশিয়ারি, ছড়াতে থাকা বিক্ষোভের আগুন কিন্তু ইঙ্গিত করছে মুনিরের সিদ্ধান্ত ‘আত্মঘাতী’ হয়ে উঠতে পারে।

রোহিঙ্গা জেনোসাইড নিয়ে আইসিজের রায়ের পরও

মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে ট্রাম্প প্রশাসন: মার্কিন কংগ্রেসম্যান

বিশেষ সংবাদদাতা : সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী জাতিগত নিধন চালিয়েছে, আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) এমন রায়ের পরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন মিয়ানমারের জান্তা সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে অভিযোগ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদের সদস্য জ্যেষ্ঠ ডেমোক্র্যাট নেতা গ্রেগরি ডব্লিউ মিকস।

বুধবার এক বিবৃতিতে মিকস বলেন, গাম্বিয়া বনাম মিয়ানমার মামলায় গত সপ্তাহে আইসিজে যে রায় দিয়েছেন, সেটি কোনো রাষ্ট্রকে জাতিগত নিধনের (জেনোসাইড) অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে আন্তর্জাতিক আদালতের রায় দেওয়ার প্রথম ঘটনা। ২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্র যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, এই রায় তা-ই নিশ্চিত করেছে। মিকসের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ২০২২ সালেই বলেছিল, মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী সংখ্যালঘু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিধন চালিয়েছে। বিবৃতিতে ডেমোক্র্যাট নেতা মিকস আরও বলেন, এরপরও পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও ও ট্রাম্প প্রশাসন এখন সেই সামরিক জান্তার সঙ্গেই যোগাযোগ রাখছেন। জবাবদিহি নিশ্চিত করার বিষয়ে তাঁদের কোনো সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা নেই। এটি শুধু নৈতিকভাবে নিন্দনীয় নয়, কৌশলগত দিক থেকেও চরম অপরিণামদর্শী এবং যুক্তরাষ্ট্রের আইনের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ১৯ নভেম্বর আইসিজের রায়ে বলা হয়, মিয়ানমারে সামরিক জান্তা রোহিঙ্গাদের ওপর জাতিগত নিধন চালিয়েছে।

বিবৃতিতে মিকস বলেন, জান্তার সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে বেসামরিক মানুষের ওপর তাদের সহিংসতা কীভাবে কমবে কিংবা মার্কিন নাগরিকদের লক্ষ্য করে পরিচালিত প্রতারণামূলক কর্মকাণ্ড কীভাবে বন্ধ হবে, সে বিষয়ে রুবিও কোনো কৌশল তুলে ধরতে পারেননি। এই ডেমোক্র্যাট নেতা বিবৃতিতে বলেন, একই সময়ে প্রশাসন বার্মা অ্যাক্টে বাধ্যতামূলক করা নিষেধাজ্ঞাগুলো কার্যকর করেনি। এ আইনে মিয়ানমারের গণতন্ত্রপন্থী শক্তিগুলোকে সহায়তা দেওয়ার যেসব কর্মসূচির অনুমোদন রয়েছে, সেগুলোও বাস্তবায়ন করেনি।

মিকস আরও বলেন, ‘ট্রাম্প প্রশাসনের নীতিগুলো বার্মা অ্যাক্টের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসংগতিপূর্ণ। আইনটি মেনে চলার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র দপ্তর কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, সে বিষয়ে আমি তাদের কাছে জবাব চাইব।’

তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে আগুনে পুড়ে কায়রোর মৃত ৩১, আহত ২১

বিশেষ সংবাদদাতা : আচমকা তেলের ট্যাঙ্কার উল্টে গেল দুর্ঘটনায়। তেল থেকে মুহূর্তের মধ্যে দাউদাউ করে জ্বলে উঠল চারপাশ। সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য গাড়িতে আগুন ধরে গেল নিমেষে। আগুনের লেলিহান শিখা এভাবেই গ্রাস করল কায়রোর ব্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ সড়ককে। যার জেরে প্রাণ হারালেন অন্তত ৩১ জন।



মিশর প্রশাসন সূত্রে খবর, কায়রোকে ঘিরে রেখেছে যে রিং রোড, সেখানেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা এবং অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে। এতে আহত হয়েছেন অন্তত ২১ জন। তেলের ট্যাঙ্কার থেকে ছড়ানো আগুনের তীব্রতায় পুড়ে খাক হয়ে গিয়েছে অন্তত দু'ডজন গাড়ি এবং মোটরসাইকেল।

গ্রেটার কায়রোর পিরামিড খ্যাত গিজা-র জনবহুল এলাকায় ওয়ারাকের কাছে সড়ক দুর্ঘটনাটি ঘটে। জ্বলন্ত গাড়িগুলি থেকে যাত্রীদের দ্রুত উদ্ধারের মরিয়া চেষ্টা করেছেন পুলিশ ও দমকল। গাড়ির মধ্যে জ্বলতে থাকা আগুন নেভাতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় দমকলকে। সংবাদ সংস্থার ভিডিয়োয় ফুটে উঠেছে সেই সব দৃশ্য। স্থানীয় মানুষজন ভিড় করেন দুর্ঘটনাস্থল ওয়ারাকের কাছে।

দুর্ঘটনার জেরে রাস্তায় আটকে পড়েন আহমেদ সামির। তিনি বলেছেন, তেলের ট্যাঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বহু গাড়ি জ্বলে যেতে দেখেছি মুহূর্তের মধ্যে। পুড়ে যাওয়া গাড়ি থেকে ৮টি মৃতদেহ বার করে আনা হচ্ছে, সামির সাক্ষী হয়েছেন এমন এক মর্মান্তিক দৃশ্যের। তাঁর কথায়, "মারাত্মক ভয়াবহ আগুন ছিল। আগুনে সব গাড়ি একের পর এক আটকে যায়। তখন চারদিকে শুধু আতঙ্ক আর চিৎকার।" মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল-ফতা আল সিসি এই ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী খালেদ গফর জানিয়েছেন, আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনিও ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছেন। তাঁর আশঙ্কা, ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ড ও দুর্ঘটনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে ।

মিশরে পরিবহণ ব্যবস্থা নিয়ে অভিযোগ অনেক দিনেরই। প্রতি বছর এখানে দুর্ঘরটনায় প্রাণ হারান হাজার হাজার মানুষ। অতিরিক্ত দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানো, রাস্তার খারাপ দশা এবং ট্রাফিক আইন ঠিকমতো না মানার কারণেই এত বেশি দুর্ঘটনা ঘটে এখানে।

গত জানুয়ারিতেই এখানকার বেনি সুয়েফের দক্ষিণ প্রদেশের কাছে একটি রাস্তায় বড় একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল। ২১ জন মারা যান এবং ১৬ জন আহত হন সেই ঘটনায়।

ইউক্রেনের এক হামলাতেই রাশিয়ার পাঁচটি যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত

বিশেষ সংবাদদাতা : রাশিয়ার একটি বিমানঘাঁটিতে হামলা চালানোর দাবি করেছে ইউক্রেন। এতে পাঁচটি রুশ যুদ্ধবিমান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রাশিয়ার রাজধানী মস্কো থেকে ৩০০ কিলোমিটার (প্রায় ১৮৫ মাইল) পূর্বের সাভাসলেইকা বিমানঘাঁটিতে এই হামলা চালানো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত পাঁচটি রুশ যুদ্ধবিমানের মধ্যে তিনটি মিগ-৩১ ও দুটি সু-৩৪এস মডেলের বলে দাবি ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফের। তিনি বলেন, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো যাচাই করা হচ্ছে। তবে ‘আরও ভালো খবর আসতে পারে’ বলেও আভাস দিয়েছেন তিনি। রাশিয়ার বিমানঘাঁটিতে হামলায় কী ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে, তা জানায়নি কিয়েভ। রাশিয়া বিষয়টি নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি। সাভাসলেইকা বিমানঘাঁটি রাশিয়ার নিঝনি নভগোরোদ অঞ্চলে অবস্থিত। কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন সময় এ বিমানঘাঁটি ইউক্রেনের হামলার শিকার হয়েছে। এ ঘাঁটিতে এমন সব যুদ্ধবিমান রয়েছে, যেগুলো হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র ও গ্লাইড বোমা ছুড়তে ব্যবহার করে রাশিয়া। বিশেষ করে রুশ মিগ-৩১ যুদ্ধবিমান উড়ান দিলে ইউক্রেনে সতর্কতা জারি করা হয়। এ যুদ্ধবিমান থেকে নিক্ষেপ করা কিনঝল ক্ষেপণাস্ত্র বড় অবকাঠামো আর সামরিক স্থাপনায় আঘাত হানতে সক্ষম। এগুলো প্রতিহত করা তুলনামূলক কঠিন। ইউক্রেনের দাবি, রাতের বেলায় চালানো এ হামলায় রাশিয়ার সামারা অঞ্চলের দুটি জ্বালানি তেল শোধনাগারকে লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তেল শোধনাগার দুটি প্রায় ৮০০ কিলোমিটার বা ৫০০ মাইল দূরে অবস্থিত। কিয়েভ জানায়, রাশিয়ার তেল পরিশোধন সক্ষমতা কমিয়ে দিতে দূরপাল্লার ধারাবাহিক হামলার অংশ হিসেবে সামারায় এ হামলা চালানো হয়েছে। ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, ‘আপনারা (রাশিয়া) এগুলো মেরামত করবেন? আমরা আবার হামলা চালাব।’ রাশিয়ার সামারা অঞ্চলের গভর্নর ভিয়াচেস্লাভ ফেদোরিশচেভ বলেন, রাতে হামলা ছিল কঠিন এক পরীক্ষা। ১৪৫টির বেশি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। কয়েকটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছে। কিয়েভের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, সম্প্রতি রাশিয়ার দখলে চলে যাওয়া ইউক্রেনীয় ভূখণ্ডে একটি রাডার ব্যবস্থা এবং জ্বালানি ও পণ্যের কয়েকটি গুদামেও হামলা চালানো হয়েছে।

ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ‘জ্বালানি না থাকলে সামরিক যান চলতে পারে না। গোলাবারুদ না থাকলে কামান নীরব হয়ে যায়।’ আরও বলা হয়েছে, একেকটি হামলা সফল হলে মস্কোও কম হামলা চালাতে পারবে।

এআইয়ের সাহায্যে বোমা বানিয়ে কলেজে হামলার ছক

বিশেষ সংবাদদাতা : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মডেল ‘ক্লড’কে ব্যবহার করে বোমা বানানোর চেষ্টা! শুধু তাই নয়, মারণাস্ত্র বানিয়ে একটি কলেজেও হামলার ছক কষার অভিযোগ উঠল এক পাক কিশোরের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। অভিযুক্তকে ধরতে আসরে নেমেছে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই। সূত্রের খবর, লাহোরের বাসিন্দা ওই কিশোর প্রথম বর্ষের ছাত্র। বয়স ১৭ বছর। অভিযোগ, বিগত কয়েকদিন ধরে সে মার্কিন কৃত্রিম মেধা সংস্থা ‘অ্যানথ্রোপিক’-এর ‘ক্লড’ চ্যাটবটের সঙ্গে কথোপকথন করছিল। কীভাবে শক্তিশালী বোমা বানাতে হয়, তার পদ্ধতি জানতে চেয়েছিল সে। এমনকী বোমা বানিয়ে স্থানীয় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হামলারও ছক কষেছিল বলে অভিযোগ উঠেছে কিশোরের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, পটাশিয়াম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট এবং চিনির মিশ্রণে বিস্ফোরক তৈরির উপায় সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল সে। সোমবার এফবিআইয়ের সাহায্যে পাকিস্তানের ন্যাশনাল সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এনসিসিআইএ) আধিকারিকরা তাকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু কীভাবে ধরা পড়ল পাক কিশোর? জানা যাচ্ছে, ‘ক্লড’-এর সঙ্গে তার কথোপকথনের ভিত্তিতে ‘অ্যানথ্রোপিক’ এফবিআইকে অভিযোগ জানায়। এরপর মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এনসিসিআইএ-র সঙ্গে যোগাযোগ করে। এরপরই কিশোরকে গ্রেপ্তার করে তারা। এনসিসিআইএ-এর লাহোর শাখার অতিরিক্ত ডিরেক্টর আতিফ আমির জানান, এফবিআই এবং ‘ক্লড’-এর এআই’-এর কাছ থেকে আমরা কিশোরের সম্পর্কে তথ্য পাই।” অভিযুক্তের ফোন এবং ল্যাপটপ বাজেয়াপ্ত করেছেন তদন্তকারীরা। তবে তল্লাশি চালিয়ে তার বাড়ি থেকে কোনও বিস্ফোরকের হদিশ মেলেনি। কিন্তু কী কারণে তিনি ওই কিশোর হামলার পরিকল্পনা করেছিল, তা স্পষ্ট নয়। সংশ্লিষ্ট ধারায় তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০ হাজার স্কুলের ৩ লাখ ছাত্রীকে সাইকেল দেবে বাংলাদেশ সরকার মান পরীক্ষা করলেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান



বিশেষ সংবাদদাতা : তিন লাখ মেধাবী ছাত্রীকে সাইকেল দেবে বাংলাদেশ সরকার। প্রথম পর্যায়ে ক্লাস সিক্স থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত প্রতি ক্লাসে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী ছাত্রীদের সাইকেল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বুধবার প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ঢাকায় বাংলাদেশ সচিবালয়ে নিজেই কয়েকটি সাইকেল চালিয়ে সেগুলির মান যাচাই করেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে জানানো হয়েছে, স্কুল জীবনের পর এই প্রথম তারে

খেলার দিনকাল

www.banglardinkaal.com RNI WBBEN/2007/24258

হঠাৎ ক্রিকেটকে বিদায়

মাত্র ৩২ বছর বয়সেই ক্রিকেট থেকে আবসর নিলেন প্রতিভাবান অলরাউন্ডার বাবা অপরাজিত। ব্যাটে-বলের দাপটে ভারতকে জিতিয়েছিলেন অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ। সদস্য ছিলেন চেন্নাই সুপার কিংস ও রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্টস দলেরও। কিন্তু টিম ইন্ডিয়ায় ডাক পাননি।

হার্দিককে নিয়ে হুড়োহুড়ি

পেসার অর্শদীপ সিংয়ের বিনিময়ে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স থেকে হার্দিক পান্ডিয়াকে সই করিয়েছে পঞ্জাব কিংস। তবে অন্য একটি ঘটনায় জানা গেছে, পঞ্জাবের আগে রাজস্থান রয়্যালসের সামনেও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে সই করানোর সুযোগ তৈরি হয়েছিল। কিন্তু মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের আকাশছোঁয়া আর্থিক চুক্তির কাছে শেষ মুহূর্তে মাথা নত করে পিছিয়ে আসে রাজস্থান।

অনিশ্চিত জানিক সিনার

২০২৭ সালের শুরুতেই ধাক্কা। বছরের প্রথম গ্র্যান্ডস্ল্যাম থেকে ছিটকে গেলেন জানিক সিনার। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সিনার তাঁর হাঁটুর চোট সারাচ্ছেন, সেই কারণে তিনি খেলতে পারবেন না। তবে ২০২৮ সালের অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে তিনি খেলতে নামবেন বলে জানানো হয়েছে। সম্প্রতি সিনারের ডান হাঁটুতে অস্ত্রপচারও হয়েছে। ২০২৬ সালের উইম্বলডনের পর থেকে সিনার আর কোর্টে নামেননি। সম্প্রতি তিনি বিশ্ব টেনিসনের র‍্যাঙ্কিংয়ে এক নম্বর জায়গাও হাতছাড়া করতেন অ্যালেক্সজান্ডার জুভেরেভের কাছে।

ইতিহাস মুল্ডার

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে দক্ষিণ আফ্রিকা। এর মূল নায়ক দলের অলরাউন্ডার উইয়ান মুল্ডার।। এ বার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে বল হাতেও ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিলেন তিনি। এই ম্যাচে প্রথম ইনিংসে ১৭৮ বলে ১০০ রান করেন মুল্ডার। তার পরে বাংলাদেশের দ্বিতীয় ইনিংস চলাকালীন বল হাতে ৭ উইকেট তুলে নেন।টেস্ট ক্রিকেটে ইতিহাসে একই ম্যাচে সেঞ্চুরি করা এবং সাত উইকেট নেওয়া পঞ্চম ক্রিকেটার হলেন মুল্ডার।

বৈভব বিতর্ক

৫২ বলে দ্বিশতরান স্পর্শ বৈভবের । ১৫ বছরের এই বাটারের এই পাওয়ার-হিটিং দেখে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে রসিকতার জন্য পরিচিত আইসল্যান্ড ক্রিকেট। বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ এআই চিপ নির্মাতা সংস্থা এনভিডিয়া-র সিইও জেনসেন হুয়াংয়ের নাম টেনে এক্স হ্যান্ডলে তারা লেখে, 'এটা নিছক কাকতালীয় হতে পারে না যে মঙ্গলবার জেনসেন হুয়াং এনভিডিয়ার সিইও পদে ফিরেছেন, আর বুধবারই বৈভব সূর্যবংশীর ব্যাটের এআই চিপগুলো ফের কাজ শুরু করে দিয়েছে।'

দাবাতে গুকেশের ড্র

বৃহস্পতিবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ দাবার লড়ায়ে জয় অধরাই থেকে গেল ভারতের। এদিন দ্বিতীয় গেমে উজবেকিস্তানের জাভোখির সিন্দারভের বিরুদ্ধে ২০ চালে ড্র করেছেন ভারতের ডি গুকেশ। ফলে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে ০.৫–০.৫ তে পয়েন্ট ভাগাভাগি হয়ে গেল।

বৈভবের ১০ কোটি

বয়স সবে ১৫ পেরিয়েছে বৈভব সূর্যবংশীর। সম্প্রতি দোহায় এশিয়া কাপ রাইজিং স্টার্স ২০২৬-এ সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ভারত 'এ' দলের জার্সিতে মাত্র ৫৩ বলে ২০৪ রানের অতিমানবীয় ইনিংস খেলে ২৮ বলে দ্রুততম লিস্ট-এ সেঞ্চুরি এবং ৫২ বলে দ্রুততম দ্বিশতরানের বিশ্বরেকর্ড গড়েছে এই বাঁহাতি ওপেনার। তবে কেবল বাইশ গজের পরিসংখ্যানেই নয়, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট, ম্যাচ ফি, সরকারি পুরস্কার এবং ব্র্যান্ড এন্ডোর্সমেন্টের সৌজন্যে কৈশোরেই এক বিশাল আর্থিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছে বৈভব। একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমানে তার আনুমানিক মোট সম্পত্তির পরিমাণ ৭ কোটি থেকে ১০ কোটি টাকার মধ্যে।

হ্যাগলিতে নতুন পেস অস্ত্র খুঁজছেন মর্কেল

ক্রাইস্টচার্চ: একজন বিদেশের মাটিতে ভারতের পরীক্ষিত অস্ত্র। অন্যজন জাতীয় দলের হয়ে টেস্ট অভিষেকের অপেক্ষায়। মহম্মদ সিরাজ ও গুরনুর ব্রার—দুই পেসারের ভাগ্য এখন ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে আলোচনার কেন্দ্রে। মর্নি মর্কেলের সাংবাদিক সম্মেলন বুঝিয়ে দিয়েছে, ভারতীয় শিবিরে নতুন পেসারকে সুযোগ দেওয়ার ভাবনা যথেষ্ট গুরুত্ব পাচ্ছে।

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট



গুরনুরকে নিয়ে মর্কেল বিশেষ আশাবাদী। তাঁর মতে, এই তরুণ পেসারের গতি ও বাউন্স রয়েছে। নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে সেই অস্ত্র কার্যকর হতে পারে। সাম্প্রতিক একদিনের সিরিজেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন গুরনুর। তিন ম্যাচে ৯ উইকেট নিয়ে সিরিজের সেরা খেলোয়াড় হয়েছিলেন তিনি। সেরা বোলিং ৩০ রানে চার উইকেট। গড় মাত্র ১৫.৮৯।

ক্রাইস্টচার্চে ভারতের নেট অনুশীলনেও নজর কেড়েছেন গুরনুর। বৃষ্টিভেজা পরিবেশের মধ্যেও তাঁর বোলিং নিয়ে আগ্রহ ছিল যথেষ্ট। দীর্ঘদেহী এই পেসার বল থেকে বাড়তি বাউন্স আদায় করতে পারেন। হ্যাগলি ওভালের মতো মাঠে তুলে আনা জরুরি। কিন্তু বিদেশের মাটিতে পরীক্ষিত বোলারদের যথাযথ ব্যবহার করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। গুরনুরের অভিষেক হলে সেটা নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা। তবে তাঁর জন্য সিরাজকে বসানো হবে, নাকি অন্য কোনও পরিবর্তন হবে, সেই সিদ্ধান্তই এখন সবচেয়ে বড় কৌতূহল।

হ্যাগলিতে গুরনুরের সামনে জাতীয় দলের জার্সিতে নতুন অধ্যায় শুরু করার সুযোগ। আর সিরাজের সামনে নিজের জায়গা ফিরে পাওয়ার অপেক্ষা। দুই পেসারের এই বিপরীতমুখী লড়াইয়ে শেষ হাসি কে হাসবেন, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে টস পর্যন্ত।

তাহলে বলি সিরাজ?

সেটাই হতে পারে তাঁর বড় সম্পদ।

মর্কেল অবশ্য পরিষ্কার করেছেন, সুযোগ পাওয়া খেলোয়াড়ের নিয়ন্ত্রণে নেই। গুরনুরকে শুধু প্রস্তুত থাকতে হবে। সুযোগ এলে যেন কোনও সংশয় না থাকে, সেই বার্তাই দিয়েছেন বোলিং কোচ।

কিন্তু নতুনকে জায়গা দিতে গিয়ে পুরনোকে সরানোর প্রশ্নও রয়েছে। সিরাজের মতো অভিজ্ঞ পেসার বাইরে থাকলে দলের ভারসাম্য কতটা বদলাবে? ওয়েলিংটনে বোলিং ব্যর্থতার পর এই প্রশ্ন আরও গুরুত্বপূর্ণ। আবার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের জায়গায় গুরনুরকে খেলানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন পেসার

'সেনা'-তে ভারতের জয়ের কারিগর ব্রাত্য, নতুনকে জায়গা দিতে ফের বলি সিরাজ?

অভিষেকের অপেক্ষায় গুরনুর!

ক্রাইস্টচার্চ: প্রশংসা আছে, আশ্বাস নেই! মহম্মদ সিরাজকে বিশ্বমানের বোলার বলে সার্টিফিকেট দিলেন ভারতের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেল। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে তাঁর প্রত্যাবর্তনের কোনও ইঙ্গিত দিলেন না। বরং সাংবাদিক সম্মেলনে মর্কেলের মন্তব্যে স্পষ্ট, ক্রাইস্টচার্চেও প্রথম একাদশের বাইরে থাকতে পারেন সিরাজ। অন্যদিকে টেস্ট অভিষেকের দরজায় কড়া নাড়ছেন তরুণ পেসার গুরনুর ব্রার।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মর্কেল জানিয়েছেন, সিরাজের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে। সিরাজকে তিনি বুঝিয়েছেন, এই মুহূর্তে নির্বাচনের

ক্রাইস্টচার্চ টেস্ট

সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে নেই। দলের সঙ্গে থেকে যারা খেলছে, তাদের উৎসাহ দেওয়াও দলের জন্য অবদান। মর্কেল সিরাজের বোলিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করলেও নতুনদেরও সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। তাঁর এই মন্তব্য ঘিরেই জল্পনা, সিরাজকে দ্বিতীয় টেস্টেও হয়তো মাঠের বাইরে বসে থাকতে হবে।

সিদ্ধান্তটি সহজ নয়। 'সেনা'—দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া—চার দেশেই ভারতের টেস্ট সাফল্যে সিরাজের অবদান রয়েছে। গত ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টে ২৩টি উইকেট নিয়ে ভারতীয় বোলারদের মধ্যে সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি ছিলেন তিনি। অথচ ওয়েলিংটনে তাঁকে খেলানো হয়নি। এবার হ্যাগলি ওভালের পেস সহায়ক পরিবেশেও যদি সিরাজ ব্রাত্য থাকেন, তাহলে দল নির্বাচন নিয়ে বিতর্ক আরও বাড়বে।

অন্যদিকে গুরনুরের উচ্চতা, গতি ও বাউন্স মর্কেলের নজর কেড়েছে। সাম্প্রতিক একদিনের সিরিজে তাঁর পারফরম্যান্সও নজরকাড়া। মর্কেলের বক্তব্য, গুরনুর সুযোগের দরজায় কড়া নাড়ছেন।

তবে চূড়ান্ত দল এখনও ঘোষণা হয়নি। গুরনুর খেললে কাকে বাইরে রাখা হবে, সেটাও পরিষ্কার নয়।



গুরনুর।

প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের জায়গাতেও পরিবর্তন হতে পারে। ফলে সিরাজের বাদ পড়া প্রায় নিশ্চিত বলে ধরে নেওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু মর্কেলের কথায় যে তাঁর প্রত্যাবর্তনের রাস্তা কঠিন হয়েছে, তা বলাই যায়।

ওয়েলিংটনের ড্রয়ের পর ভারতের সামনে এখন জয়ের বাধ্যবাধকতা। সেই সময় অভিজ্ঞ সিরাজকে বাইরে রেখে নতুন মুখকে সুযোগ দেওয়া কতটা কার্যকর হবে, তার উত্তর দেবে ক্রাইস্টচার্চের মাঠ।

মরণ-বাঁচন ম্যাচে জঘন্য খেলে বাংলার বিদায়



সৈয়দ মুস্তাক আলি ক্রিকেট থেকে বাংলার বিদায়।

নিজস্ব সাংবাদদাতা: প্লে-অফে যেতে হলে জিততেই হবে— এই সহজ সমীকরণ মাথায় রেখেই খেলতে নেমেছিল বাংলা। কিন্তু 'ডু অর ডাই' ম্যাচে রাজস্থানের বোলারদের কাছে নতজানু বাংলা। ফের ব্যাটিং ব্যর্থতা। শাকির হাবিব গান্ধী ছাড়া কাউকে উইকেটে টিকে থেকে চেষ্টা করতেই দেখা গেল না। বল হাতেও মুকেশ কুমার ছাড়া কেউ নজর কাড়তে পারলেন না। এমন হতশ্রী পারফরম্যান্সে রাজস্থানের কাছে হেরে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে ছিটকে গেল বাংলা। প্রথমে ব্যাটে নেমে ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে অভিমন্যু ঈশ্বরনের নেতৃত্বাধীন বাংলা দল। জবাবে ২০ বল বাকি থাকতেই ৪ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে গেল রাজস্থান।

মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই ম্যাচে পিচ ছিল পেস-সহায়ক। এমন গ্রিন-টপ উইকেটে টস জিতে বোলিং নেননি অভিমন্যু। কিন্তু ভরসার দাম দিতে পারেননি বাংলার ব্যাটাররা। চলতি সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলাকে বরাবরই চাপে রেখেছিল ব্যাটিং

মুস্তাক আলি

ব্যর্থতা। রাজস্থানের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচেও সেটাই হলো। প্রথম ওভারেই শূন্য রানে আউট হন অভিষেক পোড়েল। আর এক ওপেনার আদিত্য পুরোহিত ফেরেন এক রান করে। শশাঙ্ক সিংয়ের সংগ্রহ ২।

টপ অর্ডার এমন ব্যর্থ হওয়ার পরে ভরসা দিতে পারেননি অভিমন্যুও। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে বাংল।

মহম্মদ সামি, প্রদীপ্ত প্রামাণিক, ঋষভ চৌধুরীদের ব্যর্থতায় বড় জুটি গড়েন অভিজিৎ তোমর এবং মহীপাল লোমরোর। ৩৫ বলে ৭৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন মহীপাল। ওপেনে নেমে ৫২ বলে ৭৪ রানে অপরাজিত থাকেন অভিজিৎ। ১৬.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়েই ম্যাচ জিতে নেয় রাজস্থান।

সাত ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে প্লে-অফের দৌড়ে রইল রাজস্থান। অন্য দিকে চারটিতে জয় এবং তিনটিতে হেরে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে আশা শেষ হয়ে গেল বাংলার।

মদ খেয়ে মাঠেই মাতলামি রেফারির

নিজস্ব সাংবাদদাতা: খেলা চলছে কিন্তু ম্যাচের রেফারি তখন যেন অন্য জগতে বিচরণ করছেন। বল একদিকে আর তিনি ছুটছেন অন্য দিকে। মাঠের প্লেয়ার থেকে দর্শক সকলেই হতবাক এমন ঘটনায়। নেশায় আসক্ত হয়ে রেফারি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন যে খেলার মাঝখানেই ইচ্ছে মত যে কোন প্লেয়ারকে ডেকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে দিচ্ছেন।ঘটনাটি ঘটেছে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টু-র ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির ক্লাব আল জাজিরা এবং ইরানের ক্লাব গোল গোহারের মধ্যে। রেফারি হাম্না হাত্তাব মদ্যপান করে মাঠে নামায় হাফটাইমে তাঁকে বদলে ফেলতে হয়। ম্যাচের শুরু থেকেই সিরিয়ান রেফারি হাম্না হাত্তাবের অসংলগ্ন আচরণ ও বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মাঠ। শুধু তাই নয়, বলের সঙ্গে রেফারির থাকার নিয়ম। কিন্তু হাত্তাব বলের কাছাকাছি থাকা তো দূর, অনেক সময় বলের ট্র্যাক হারিয়ে ফেলছিলেন।

বন্দুকবাজের গুলিতে মর্মান্তিক মৃত্যু ভারতীয় ফুটবলারের



কৃষ্ণা মহাত্মা।

নিজস্ব সংবাদদাতা: আমেরিকায় পড়তে গিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ভারতীয় বংশোদ্ভূত ফুটবলারের। মিসিসিপির একটি রেস্তরাঁর বাইরে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ১৮ বছরের কৃষ্ণ মহাত্মার। লন্ডনে জন্ম তাঁর। উচ্চশিক্ষার পাশাপাশি ফুটবল কেরিয়ার গড়ার স্বপ্ন নিয়ে মাত্র তিন মাস আগেই আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু স্বপ্নের শুরুতেই তা শেষ হয়ে গেল।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর সাড়ে তিনটে নাগাদ সতীর্থদের সঙ্গে জ্যাকসনের গ্রিন ঘোস্ট টাকোস রেস্তরাঁর বাইরে ছিলেন কৃষ। সেই সময় সেখানে এক মদ্যপের সঙ্গে তাঁদের বচসা শুরু হয়। ক্রমে পরিস্থিতি হাতাহাতির পর্যায়ে যায়। অভিযোগ, সেই সময় ওই ব্যক্তি আগ্নেয়াস্ত্র বের করে তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি চালায়। তাতেই প্রাণ হারান কৃষ। এই ঘটনায় ড্যানি লুনা নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে ওই সংঘর্ষ, সে বিষয়ে এখনও জানায়নি তদন্তকারী সংস্থা।

জ্যাকসন পুলিশের প্রধান মার্ক মিলার বলেন, "এই গ্রেপ্তারি ন্যায়বিচারের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। কিন্তু প্রিয়জনকে হারানোর যন্ত্রণা কোনও কিছুতেই মুছে দেওয়া সম্ভব নয়।" কৃষের পরিবার ও ঘনিষ্ঠদের প্রতিও সমবেদনা জানিয়েছেন তিনি। কোপিয়াহ-লিঙ্কন কমিউনিটি কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র ছিলেন কৃষ। কলেজের ফুটবল দল কো-লিন উলভসের হয়ে খেলতেন তিনি। দলের হয়ে মোট ১৪টি ম্যাচে মাঠে নেমেছিলেন। গোলও করেছিলেন। তবে সেই গোলটি ছিল স্মরণীয়। সেপ্টেম্বরে ন্যাশনাল পার্ক কলেজের বিরুদ্ধে ৩-২ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে কৃষের গোলেই এসেছিল জয়সূচক মুহূর্ত।

তরুণ ফুটবলারের মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ কলেজ কর্তৃপক্ষ। কলেজের প্রেসিডেন্ট ডিওয়েন মিডলটন এক বিবৃতিতে বলেন, "প্রথম বর্ষের ফুটবলার কৃষ মহাত্মার মৃত্যুতে কোপিয়াহ-লিঙ্কন কমিউনিটি কলেজ গভীর ভাবে শোকাহত। কৃষ্ণকে তাঁর সতীর্থরা এবং কো-লিন পরিবারের প্রত্যেক সদস্য মিস করবেন।" আমেরিকায় আসার আগে ইংল্যান্ডে ওয়াটফোর্ড 'এ' দলের হয়ে খেলেছেন কৃষ। পোস্ট-১৬ কমিউনিটি অ্যান্ড এডুকেশন ফুটবল অ্যালায়েন্স লিগে তাঁর খেলার অভিজ্ঞতা ছিল। চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতেই তাঁকে দলে নিয়েছিল কো-লিন উলভস।

স্ট্যান স্ট্যান' নামে মাঠে নেমে পন্থের ছক্কার বৃষ্টি!

ক্রাইস্টচার্চ: আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের তারকা তিনি। প্রথম টেস্টে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছেন। অথচ দ্বিতীয় টেস্টের আগে অবসর কাটানোর জন্য বেছে নিলেন একেবারে অন্য রাস্তা। বাইক নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে স্থানীয় ক্রিকেটারের আমন্ত্রণে মাঠে নেমে পড়লেন ঋষভ পন্থ। শুধু তাই নয়, ছদ্মনামে খেলতে নেমে ব্যাট হাতে ঝড়ও তুললেন ভারতীয় উইকেটকিপার।



চমক ঋষভ পন্থের।

বুধবার ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি পার্কে স্থানীয় লিগের ম্যাচে ওপেন হাউস সুইঙ্গারস দলের হয়ে খেলেন পন্থ। প্রতিপক্ষ ছিল দ্য চোসেন ওয়ানস। স্কোরকার্ডে নিজের নাম লিখিয়েছিলেন 'Stan Stan'। ২১ বলে ৫৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। একাধিক ছক্কা হাঁকিয়ে বুঝিয়ে দেন, ওয়েলিংটনের শতরানের রেশ এখনও কাটেনি। তাঁর দল শেষ পর্যন্ত ১৬ রানে ম্যাচ জেতে।

কীভাবে এই অদ্ভুত ঘটনার সূত্রপাত? স্থানীয় ক্রিকেটার মহম্মদ সাফি ক্রাইস্টচার্চের রাস্তায় ইলেকট্রিক বাইক চালিয়ে ঘুরতে থাকা পন্থকে দেখতে পান। ছবি তোলার পর কথাবার্তার ফাঁকেই তাঁকে নিজেদের দলের হয়ে খেলার আমন্ত্রণ জানান। পন্থও না করেননি। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যান। এমনকী নিজের ব্যাটও সঙ্গে ছিল না। স্থানীয় এক ক্রিকেটারের আত্মীয়ের ব্যাট ধার নিয়ে মাঠে নামেন।

ভারতীয় দলের বোলিং কোচ মর্নি মর্কেলও খবর শুনে অবাক। তাঁর প্রতিক্রিয়া, খবরটি দেখে তিনি প্রায় চেয়ার থেকে পড়ে যাচ্ছিলেন! নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম ল্যাথামও পন্থের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

ওয়েলিংটনে ১৫৩ বলে ১২৮ রানের পর ক্রাইস্টচার্চে ২১ বলে ৫৪। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপের মাঝেও পন্থের ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসা যে কতটা সহজাত, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। এখন তাঁর নজর অবশ্য হ্যাগলি ওভালে। স্থানীয় মাঠের ঝড় আন্তর্জাতিক মঞ্চেও বজায় রাখতে পারবেন কি না, সেটাই দেখার।

৯ মিনিটে তিন গোল, সাবাহ এফসিকে ওড়াল বার্সেলোনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: চোটের কারণে লামিন ইয়ামালকে স্কোয়াডের বাইরে রেখে এবং ফর্মে থাকা অধিনায়ক রাফিনিয়াকে বেঞ্চে বসিয়ে মাঠে নেমেছিলেন বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক। কিন্তু সেটাও দলের জন্য সমস্যার হলো না। শুরুতে কিছুটা ছন্দহীন মনে হলেও দ্বিতীয়ার্ধে মাত্র ৯ মিনিটের ব্যবধানে তিনটি গোল করে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগ খেলতে নামা সাবাহ এফসিকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিল কাতালানরা। এই দাপুটে জয়ের সুবাদে ৫ ম্যাচে ১২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল বার্সেলোনা।



গোল করার পর বার্সেলোনার ফুটবলাররা। -সোশাল মিডিয়া থেকে

ম্যাচের শুরুতে ঘরের মাঠে চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছিল সাবাহ এফসি। আলিয়েভের জোরালো শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দিয়ে বার্সাকে বিপদমুক্ত করেন গোলরক্ষক গার্সিয়া। এরপর ধীরে ধীরে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের দিকে নিয়ে নেয় বার্সা।

বিরতির পর অন্য এক বার্সেলোনা মাঠে নামে, মাত্র ৯ মিনিটের ঝড়ে ম্যাচের সমস্ত উত্তেজনা শেষ করে দেয়। ৫১ মিনিটে বক্সের ভেতর জেসুসের শট গোলরক্ষক পুরোপুরি গ্লাভসে জমাতে না পারলে আলগা বল জালে পাঠিয়ে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন গর্ডন। ঠিক চার মিনিট পর, ৫৫ মিনিটে আলেহান্দ্রো বাল্দের নিখুঁত পাস ছয় গজ বক্সের ডান দিকে পেয়ে ঠান্ডা মাথায় ৩-০ করেন করিম আদেয়েমি। এরপর ৬০ মিনিটে কর্নার থেকে জুলস কুন্দের হেড গোলরক্ষক ঠেকানোর পর দূরের পোস্টে থাকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস মাটিতে পড়ে গিয়েও দ্বিতীয় চেষ্টায় বল জালে জড়িয়ে স্কোরলাইন ৪-০ করেন। ৬৩ মিনিটে মিকেলসের গোলে সাবাহ ব্যবধান কমালেও বার্সার জয়ে তা কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি।

অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য হাই-ভোল্টেজ ম্যাচে পার্ক দে প্রিন্সেসে এএস রোমার বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে চলতি আসরে প্রথমবারের মতো পয়েন্ট হারাল বর্তমান চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁমা। এর ফলে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে লুইস এনরিকের দলের টানা ১২ ম্যাচের জয়রথ থেমে গেল।

'গম্ভীর কানে তুলো দিয়ে বসে!' বৈভব ও সিরাজ বিতর্কে তোপ শ্রীকান্তর

নিজস্ব সংবাদদাতা: একদিকে বৈভব সূর্যবংশীর বিধ্বংসী ব্যাটিং, অন্যদিকে অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ সিরাজকে বসিয়ে রাখা—দল নির্বাচন নিয়ে জোড়া ইস্যুতে প্রাক্তনদের নিশানায় ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট । এশিয়া কাপ রাইজিং স্টারসে বৈভবের ৫৩ বলে ২০৪ রানের তাণ্ডবের পর কোচ গৌতম গম্ভীরকে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রাক্তন নির্বাচক প্রধান কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত।

অন্যদিকে, ওয়েলিংটন টেস্টে সিরাজকে বাদ দেওয়া নিয়ে ধর্মীয় বৈষম্যের রাজনৈতিক অভিযোগের আবহে হায়দরাবাদি পেসারের পাশেই দাঁড়ালেন প্রাক্তন অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন।

ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১০টি টি-২০ খেললেও প্রথম একাদশে আসা-যাওয়ার মধ্যেই রয়েছেন বৈভব



সূর্যবংশী। পূর্ণশক্তির দলে ওপেনিংয়ে অভিষেক শর্মা ও সঞ্জু স্যামসনকেই অগ্রাধিকার দিচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বিষয়টি মোটেই ভালভাবে নিচ্ছেন না তিরাশির বিশ্বকাপজয়ী ওপেনার শ্রীকান্ত।

নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তাঁর কড়া বার্তা, 'আমাদের কিছু কঠোর পদক্ষেপ করতে হবে। বৈভবকে সরাসরি বিহারের অধিনায়ক করা হয়েছে। দলীপ ট্রফিতে ও সহ-অধিনায়ক ছিল; ঈশান কিষানের সঙ্গে মিলে খেতাব জিতেছে। ওকে ওই স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। অথচ গৌতম কানে তুলো দিয়ে বসে!'

ভারতীয় হেডকোচের 'গ্রুমিং' তত্ত্ব উড়িয়ে শ্রীকান্তের ক্ষোভ, 'টিম ম্যানেজমেন্ট একরকম খেলা খেলছে—বলছে ওকে তৈরি করতে হবে, আর সুযোগ দিচ্ছে না। উল্টোদিকে ছেলেটা নিজের খেলা খেলে যাচ্ছে। আপনারা বলছেন আপনাদের হাতে কিছু নেই। গৌতম গম্ভীর, শুধু দেখুন ও কীভাবে মারছে। এভাবে কেউ মারতে পারে না।'

বৈভবের শটের বৈচিত্র্যে বিস্মিত শ্রীকান্তের সংযোজন, 'এটা কী হচ্ছে? এভাবে কাউকে বল মারতে দেখেছেন? সব জায়গায়, সব রেঞ্জে ওর শট রয়েছে। এটা অন্য পর্যায়ের ব্যাটিং। বুক ক্রিকেটেও এমন হয় না। ও কোন প্রজন্মের ক্রিকেটার? এত শক্তি আর টাইমিংয়ের জ্ঞান কোথা থেকে পায়? দলে কাউকে এভাবে খেলতে দেখিনি। এমনকি এবি ডিভিলিয়ার্স বা ক্রিস গেইলও এভাবে খেলেনি।'

সুর চড়ালেন আজহারও

যদিও বিতর্ক এড়িয়ে এবার সিরাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন আজহারউদ্দিন । সংবাদসংস্থা এএনআই-কে তিনি বলেন, 'খুবই দুর্ভাগ্যজনক। সিরাজকে বলব নিজের কাজে মন দিতে। ওর পারফরম্যান্স দারুণ, গোটা দেশ ওর পাশে আছে। আমিও সমর্থন করছি। ওর খেলা উচিত ছিল, কেন নেওয়া হল না, জানি না। বিতর্ক নিয়ে কথা বলব না, তবে ও অসাধারণ প্রতিভাবান বোলার। এমন পরিস্থিতিতে ওর মতো বোলারকে দলে রাখা উচিত। দলে একজন ভাল, অভিজ্ঞ বোলার থাকলে ভারত হয়তো ম্যাচটা জিততে পারত।' উল্লেখ্য, ২৭ নভেম্বর ক্রাইস্টচার্চের হ্যাগলি ওভালে শুরু হচ্ছে দ্বিতীয় টেস্ট। সিরাজকে যে গম্ভীরদের পছন্দ নয় এমনটাই বলে দুই প্রাক্তন একরকম বলেই দিয়েছেন, ক্রাইস্টচার্চ টেস্টেও সিরাজ অবহেলার বলি হলে অবাক হবার কিছু থাকবে না।

সহওয়াগের দুই ছেলের কীর্তি

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের ক্রিকেট ইতিহাসে দুই ভাই একই দলে খেলে দাপট দেখিয়েছেন, এমন নজির বিশেষ একটা নেই বললেই চলে। কিন্তু এবার বীরেন্দ্র সেহবাগ এর দুই ছেলে একই দলের হয়ে ব্যাটে বলে দেখাল চমক ।

কোচবিহার ট্রফিতে দাদা আর্যবীরের নেতৃত্বে খেলতে নেমে একাই সাত উইকেট নিলেন বীরেন্দ্র সহওয়াগের ছোট ছেলে বেদান্ত। ১৬ বছরের অফস্পিনারের ঘূর্ণিতে ২৩৮ রানেই গুটিয়ে গেল পঞ্জাব।

অন্যদিকে দাদার আগুন ব্যাটিং। দারুণ ছন্দে থেকেই কোচবিহার ট্রফিতে খেলতে নেমেছেন আর্যবীর। সদ্য সমাপ্ত অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১৬০ রানের ইনিংসসহ, ৫ ইনিংসে ৯০.২৫ গড়ে ৩৬১ রান করে



দুই ভাইয়ের ছবি

টুর্নামেন্টের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি। এছাড়া অক্টোবরে বিনু মানকড় ট্রফিতে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ১৪৩ বলে ১৭৩ রানের ঝোড়ো ইনিংস এবং ২০২৪ সালে কোচবিহার ট্রফিতে মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ২৯৭ রানের ইনিংস খেলে আগেই নিজের জাত চিনিয়েছেন আর্যবীর। আগামী ১৬ ডিসেম্বর গোয়ায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আইপিএল ২০২৭ নিলামের ১,২২০ জন ক্রিকেটারের তালিকাতেও জায়গা করে নিয়েছেন তিনি।

শ্রীমতী শর্মিলা চক্রবর্ত